ইসলাম

দাওয়াতে দ্বীন

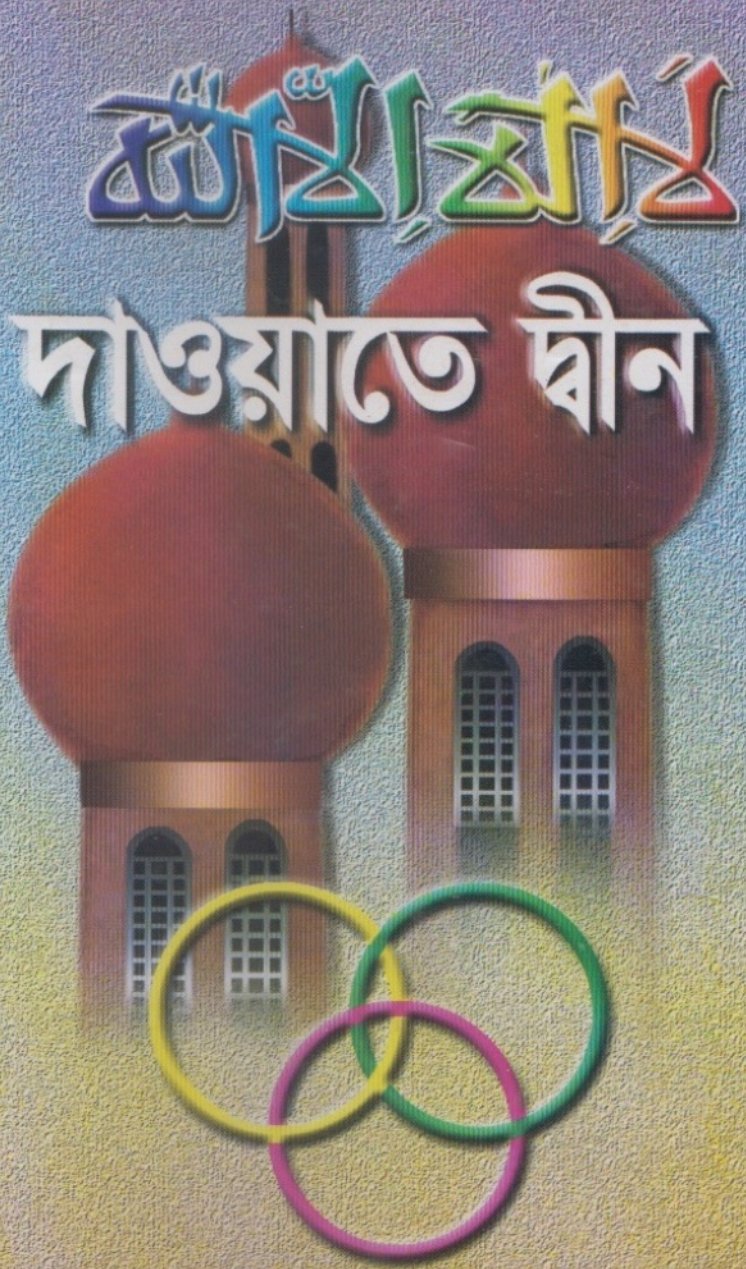

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

দাওয়াতে দ্বীন

রচনায়
অধ্যাপক মফিজুর রহমান

প্রকাশনায়
এস,এস, প্রকাশনী
প্রযত্নে ঃ সারমান কম্পিউটার
৫১ নং শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১২৫৭৫

www.pathagar.com

দাওয়াতে দ্বীন

প্রকাশনায়

এস,এস, প্রকাশণী

প্রযত্নে ঃ সারমান কম্পিউটার

৫১ নং শাহী জামে মসজিদ মার্কেট

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১২৫৭৫

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ- জানুয়ারী, ২০০২ ইং

স্বত্ত্বাধিকারে

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

প্রচ্ছদ

সারমান কম্পিউটার

৫১ নং শাহী জামে মসজিদ মার্কেট

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কম্পিউটার কম্পোজ

সাইলেক্স

হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)

৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬২০৮২৯

মুদ্রণে

সুলেখা প্রেস

মোমিন রোড, কদম মোবারক, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ

অফসেট-৬০ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দ্বীনকে
এর প্রদর্শিত পথে প্রতিষ্ঠার
এক কঠিন ও ভয়াল পথে
শুরু হয়েছিল আমার যাত্রা।
ছায়াহীন সে দীর্ঘ মরুপথে
যাকে পেয়েছি যেন Oasis,
হতাশার নিশিথ রজনীতে
যাকে দেখেছি যেন-ধ্রুবতারা,
বেদনার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে যার
কণ্ঠে শুনেছি যেন আশার সংগীত।
যাকে অনুভব করেছি অনুভবের অলিন্দে
যার বিরুদ্ধে আমার নেই
কোন অভিযোগ।
সেই নারীটি
আমার জীবন সাথী
যার জন্যে এ লিখা
উৎসর্গিত ॥

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দাওয়াতে দ্বীনের উপর বইটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক মফিজুর রহমান। তিনি মূলত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার পর তাঁর চিন্তাচেতনার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি ইলমে দ্বীনের বিষয়াবলীকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নতুন করে উপস্থাপন করতে ব্রতী হন। তাঁর গবেষণালব্দ ফলাফল বক্তৃতা আকারে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপন করতে থাকেন। তাঁর উপস্থাপনা কৌশল, কথা বলার ভিন্ন ঢং সহজেই শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করে। জ্ঞানী গুণী আলেম ওলামাগনও তাঁর বয়ান শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। প্রখ্যাত ওয়ায়েজ, আল্লামা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, "যখন অধ্যাপক মফিজুর রহমান কোথাও তকবির পেশ করতে থাকেন তখন আমি তন্ময় হয়ে তাঁর ওয়ায়েজ শুনতে থাকি। আর মনে মনে তাঁর গর্ভধারিনী মায়ের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতে থাকি যিনি এমন একজন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।"

আমরা এ প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বের বক্তব্যগুলোকে আমাদের জাতির উদ্দেশ্যে পেশ করা কর্তব্য মনে করেই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছি। এ গ্রন্থে তিনি দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। একজন দায়ীর কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে, দায়ীর দাওয়াতের উৎস কি হবে ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াবলী প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। "মুসলমানেরা একটি মিশনারী জাতি" তারা দ্বীনের দাওয়াত ব্যতিরেকে অন্য কিছুর কথা ভাবতেও পারে না। তাই একটি সুশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আমাদেরকে দায়ী ইল্লাল্লাহর ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা এ লেখকের আরও বই ভবিষ্যতে প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখি। অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত। আগামীতে যেন আরও নির্ভুল হয় সে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। মহান আল্লাহতালা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন।

প্রকাশক

www.pathagar.com

পেশ কালাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা সে মহান প্রভুর জন্যে যার কুদরতের মুষ্ঠিতে রয়েছে হেদায়েতের চুড়ান্ত ফায়সালা। দরুদ ও সালাম সে আখেরী রাসুলের জন্যে যার আগমন নবুয়ত ও রিসালতের চুড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। তাঁদের মহান মর্যাদা কামনা করছি যাদের কোরবাণীর উপর আল্লাহতায়ালার দ্বীন পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছে গেছে। যে আমল ইসলামকে আজ পর্যন্ত জীবন্ত রেখেছে আর সঞ্জিবনী দিয়ে যাবে কাল থেকে কালান্তরে-সে বিষয়টি 'দাওয়াতে দ্বীন'। যে বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত আম্বীয়া কিরামের উপর কঠোর নির্দেশ আরোপ করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত সংঘাত ও সংঘর্ষের ইতিকথা যাকে ঘিরে রয়েছে। যার সাথে পয়গম্বরদের পবিত্র খুন মিশে আছে। যে দাওয়াতই মুসলমানীর জাতীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব অবহেলার কারনে আজ উম্মাহর এ করুন পরিণতি। এ বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে, কারন-ইহাই বদলে দেবে পৃথিবীর চেহারা, মুক্তি আনবে নিপীড়িত, বঞ্চিত মানবতার। এ দাওয়াতে দ্বীনের উপর রচনা করতে হবে হাজার হাজার কেতাব। আমার বিনীত লিখা ইহারই একটি সংযোজন। তারাই ছিল আমার চোখের সামনে যারা আঘাতের পর আঘাত হানবে জ্যাহেলিয়াতের প্রতিটি দুর্গে আর ভেংগে দেবে জুলুমের জিন্দান। পৌঁছে দেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে আল্লাহ্রই পয়গাম।

আমি চেষ্টা করেছি দায়ীদের হাতে তুলে দিতে লড়াইয়ের শানিত হাতিয়ার। আমাদের তরুনেরা তাদের এ পথে চলার অনেক পাথেয় খুঁজে পাবে এই কিতাবে এ আমার প্রত্যাশা।

এস.এস, প্রকাশণী বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রিয় ভাই সাহাবউদ্দীন ও স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শওকত ইকবাল এর প্রচেষ্টা আল্লাহ্ কবুল করুন। অনেক চেষ্টার পরও ছাপার ত্রুটি থেকে লেখাকে সুস্থ করা গেল না। এ Cancer এর মনে হয় চিকিৎসা নেই। হৃদয়বান পাঠকেরা পরামর্শ দিলে ভুল সংশোধনে ইঙ্গিত করলে বাধিত হব ইন্শাল্লাহ।

হে প্রভু! আমাদের এ বিনীত প্রয়াস তোমার মেহেরবানী দিয়ে মহান করে নাও। একে মানবতার মুক্তির উপায় হিসেবে মঞ্জুর কর। আমীন।

মফিজুর রহমান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১। দাওয়াতে দ্বীন ঃ গুরুত্ব ও পদ্ধতি---------- ৭

২। আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতের বিষয়---------- ২৫

৩। আদর্শ দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী---------- ৪৮

৪। দাওয়াতে দ্বীনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত---------- ৬২

৫। দাওয়াতে দ্বীনের সমস্যা ও সম্ভাবনা---------- ৭৫

www.pathagar.com

দাওয়াতে দ্বীন ঃ গুরুত্ব ও পদ্ধতি

❑ ভূমিকাঃ

"দাওয়াত ও তাবলীগ- এ- দ্বীন" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন ভাষায় বিষয়টির উপর আলোচনা করেছেন। সর্ভতার ক্রমবিকাশের তাগিদে মানুষের রুচি ও অনুভূতির বৈচিত্রতার প্রয়োজন মেটাতে এবং কালের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে ইসলামকে আরও পরিশীলিত, মার্জিত ও কালোত্তীর্ণ পদ্ধতিতে পেশ করার ধারা রাখতে হবে অব্যাহত। এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যা দ্বীনকে সকল যুগের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।

বিষয়টির পরিচয় ও তাৎপর্য সকলের নিকট মোটামুটিভাবে সুবোধ্য। দাওয়াতে দ্বীন হলো–

'ইসলামই একমাত্র যুগাতীত, কালাতীত, ভারসাম্যপূর্ণ সামগ্রিক যুক্তিভিত্তিক ও মানব-ফিতরাত সম্মত খোদা প্রদত্ত জীবন বিধান। মানুষ মানুষের জন্যে জীবন বিধানের নামে আজ পর্যন্ত যা তৈরী করেছে তা ভারসাম্যহীন, একপেশে, অসম্পূর্ণ, স্বভাব বিরোধী ও অবাস্তব। এই ইসলামের মূল বক্তব্য হলো আল্লাহ্ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার আর কোন মালিক নেই।'

- ✪ সাহসিকতার সাথে এ সত্য ঘোষণা দেয়া।
- ✪ এটি পথহারা, দিশেহারা, বিভ্রান্ত ও মজলুম মানবতার পথের ঠিকানা।
- ✪ এ 'দাওয়াত'ই কায়েমী স্বার্থবাদী ও অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।
- ✪ এ 'দাওয়াত'ই বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্বকে ভেঙ্গে চুরে তাওহীদের বুনিয়াদের উপর আর একটি নয়া বিশ্বসৃষ্টির মহান ঘোষণা।
- ✪ এ 'দাওয়াত'ই দুনিয়ায় একটি প্রতিষ্ঠিত জাতি থাকা ও না থাকার চূড়ান্ত ফয়সালা।
- ✪ এ 'দাওয়াত'ই মুসলিম উম্মাহ্র জাতীয় দায়িত্ব।
- ✪ এ 'দাওয়াত'ই ইসলামের জীবনী শক্তি।

❑ দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্বঃ

এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও ফরজে আইন। সমস্ত মুসলমান নর-নারীর উপর এটা এক সার্বক্ষণিক ফরজ। আল্লাহ্ বলেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ (نحل : ١٢٥)

'তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ডাকো।' সূরাঃ নাহল- ১২৫

এর কোন শর্ত দেয়া হয়নি যে কত বছর ডাকতে হবে, কি আশায় ডাকতে হবে, কাদেরকে ডাকতে হবে। যদিও আম্বিয়ায়ে কিরামের মৌলিক কাজ একামতে দ্বীন। আর একাজের প্রথম কাজ দাওয়াতে দ্বীন। এটা সকল অবস্থায় সকল সময়ের জন্যে ফরজ। সকলকে এ দাওয়াতে

www.pathagar.com

গুরুদায়িত্বের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এর গুরুত্ব এত বেশি যে আল্লাহ্ তায়ালা এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছ কিনা এ প্রশ্ন শুধু উম্মতের নিকট নয় বরং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে এ কঠিন প্রশ্নের জবাবদিহির কাঠগড়ায় হাজির করাবেন। কোরআনে করিমে রেসালতের মূল দায়িত্ব 'দাওয়াত' পেশ করাকেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে বলেন-

يَاَيُّهَاالرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهٗ ـ (المائدة : ٦٧)

'হে রাসুল! আপনার উপর আপনার প্রভু হতে অবতীর্ণ কিতাবের তবলীগ করুন। এ দাওয়াতী কাজ যদি না করেন তবে রেসালতের দায়িত্বই পালন করা হয় নি।" (সুরাঃ মায়েদা- ৬৭)

এ দাওয়াতের কাজের ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলা বা লাগ্জস আল্লাহ্ তায়ালা বরদাশ্ত করেন নি। আশ্চর্য যে আল্লাহ্ তায়ালা নবীদের মাথার উপর করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা অথবা সাগরের বিশাল জলচর ? আহারের মত নবীকে গিলে ফেলা তিনি বরদাশত করেছেন। এ 'দাওয়াত' পেশ করার জন্যে সকল মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তায়ালা রাসুল খাড়া করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তার কালামে বলেন-

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ـ (فاطر : ٢٤)

'..... হে নবী আপনি সতর্ককারী বৈ আর কিছু নন।' সূরাঃ ফাতির- ২৪

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ (رعد : ٧)

'প্রত্যেক জাতির জন্য নবী রয়েছে'। সূরাঃ রা'দ- ৭

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট নবীগণ দাওয়াতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেননি। এ কাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে উহা সকল যুগে চালু রাখার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালাই ব্যবস্থা নিয়েছে। কওমের মানুষেরা অসংখ্য পয়গম্বরকে দাওয়াতের ময়দানে খুন করেছে। আল্লাহ্ আবার নবী পাঠিয়েছেন একই দাওয়াত ঘোষণা করার জন্য। তাই যে কোন অবস্থায় ইহাকে জারী রাখার জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

যে আমলের জরিয়ায় ইসলাম তার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে ও কিয়ামাত অবধি বেঁচে থাকবে, পৃথিবীর কোন জাতি, কোন শক্তি, কোন সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র ইসলামের গায়ে একটি আঁচড় কাটতে পারবেনা। আর যে আমল না থাকলে অর্ধ পৃথিবীর মালিক হলেও, পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ, প্রাচুর্য, জনশক্তি ও হাজার হাজার পরমাণু বোমার অধিকারী হয়েও মুসলমানেরা ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হবে না সে জীবন সঞ্জিবনী আমলটির নাম সালাত নয়, সিয়াম নয়, জাকাত নয়, নয় হজ্জে বায়তুল্লাহ্ বরং উহা দাওয়াতে দ্বীন ছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছু নয়। যে সম্পর্কে আখেরী রাসুল (সঃ) তার আখেরী হজ্বের আখেরী ভাষণের আখেরী বাক্যে বলেছেন-

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ـ (احمد، ترمزى)

'হে উপস্থিত সাহাবীরা! তোমরা আমার অনুপস্থিত উম্মতের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে।' (আহমদ, তিরমিজি)

নবীজির (সঃ) এ নির্দেশ পালনার্থে সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে লক্ষাধিক সাহাবী (রাঃ) দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে গেলেন। জন্মভূমিতে তারা আর কোনদিন ফিরে আসেন নি। বেশিরভাগ সাহাবী আরবী হওয়ার পরও জাজীরাতুল আরবের মাটির নিচে ঐতিহাসিকদের মতে ২০ হাজারেরও কম সংখ্যক সাহাবীর কবর রয়েছে। লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) জন্মভূমি ছেড়ে পৃথিবীর কোণে কোণে আজও শুয়ে রয়েছেন। তাঁদেরই কোরবানীর ফলে সূর্যোদয় ও অস্তের দেশে ইসলামের আওয়াজ পৌঁছে গেছে। দাওয়াতে দ্বীনের এ দায়িত্ব পালন এ জন্যেও জরুরী যে, মুহাম্মদে আরবী (সঃ) আগমনের পর পৃথিবীর শেষ দিনাবধি আর কোন নবী আসবেন না। বিশ্ব নবীর আগমনে নতুন নবীর জন্যে পৃথিবীর মাটি হারাম করে দেয়া হয়েছে-

وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ ـ (ابو داؤد، كِتابُ الفِتَن)

'আমি নবুয়তের সমাপ্তকারী, আমার পরে আর নবী নেই।' (আবু দাউদ)

لَوْكَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُبْنَ الخَطَّاب ـ(ترمذى،كتاب المَنَاقِب)

"রাসুলে পাক (সঃ) এতটুকু বলেছেন, আমার পরে যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা নবুয়ত দান করতেন হযরত উমর (রাঃ) তোমাদের মধ্যে নবী হতেন।" (তিরমিজি)

এমতাবস্থায় নতুন নবী বা মিথ্যা নবী দাবীদারদের সাথে উম্মতের আচরণ এতটুকু কঠোর ও আপোষহীন হবে ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) যতটুকু কঠোর ছিলেন। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম সহনশীল মানসিকতা ইসলামের অস্তিত্বের জন্য ততটুকু মারাত্মক, পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ জীবনের জন্য যতটুকু মারাত্মক।

মুহাম্মদ (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু রেসালতে মুহাম্মদী (সঃ) এর মৃত্যু নেই। উহা অমর, চিরন্তন ও চিরঞ্জীব। যারা বলেন এখন রেসালতের যুগ নেই, এখন চলছে বেলায়েতের যুগ। অজ্ঞদের এ সমস্ত উক্তি সরাসরি রেসালতে মুহাম্মদী (সঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর।

নবীয়ে পাক (সঃ) এর পরে আর কোন নবী নেই বরং সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ) এর উপর সামষ্ঠিকভাবে পূর্বের নবীদের দায়িত্ব রয়েছে। এ দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্বের কারণে উম্মতে মুহাম্মদীকে (সঃ) সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(ال عمران : ١١٠)

www.pathagar.com

"তোমরাই সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানব জাতির প্রয়োজনে। তোমরা আল্লাহ্‌তে অবিচল ঈমান পোষণ করবে। আর মানুষদের ন্যায়ের আদেশ দেবে ও অন্যায়কে উৎখাত করবে।" (সুরাঃ আলে ইমরান- ১১০)

আমাদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছে গিয়েছে আমরা এ সত্যের উপর ঈমান এনেছি। এখন, আমাদের দায়িত্ব এ সত্যের সাক্ষ্য মানবতার কাছে পৌঁছে দেয়া। ইসলামের উপর আমল কোন কঠিন বা ঝুঁকিপূর্ণ নয় কিন্তু মানুষের নিকট দ্বীনে হক্কের দাওয়াত পেশ করা অতীব কঠিন ও প্রাণান্তকর বিষয়। সমস্ত নবী ও নবীদের আসহাবগণ দাওয়াতের ময়দানে মজলুম হয়েছেন। পাথরের স্তুপের মধ্যে ক্ষত বিক্ষত নূহ (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবে দাওয়াতের জমিন কেমন। তায়েফের ময়দানে একটি মাত্র গোলাম সাথে নবীয়ে আকরাম (সঃ) এর উপর পাথরের বৃষ্টি হচ্ছিল, সমস্ত শরীর পবিত্র খুনে লাল হয়ে গেছে, নবীজি (সঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, খুন মোবারক পায়ের জুতোর মধ্যে জমাট বেঁধে গিয়েছিল। দাওয়াতের ময়দান কত যে নিষ্ঠুর ও বেরহম তায়েফই উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে দাওয়াতের ময়দান থেকে পালিয়ে যিকির ও মোরাকাবার ময়দানকে যারা বেছে নিয়েছেন তারা নবীদের পথ থেকে বিচ্যুত, কোরআনে করিম তাদেরকে সত্য গোপনকারী যালেম বলে গণ্য করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ـ (البقرة : ١٤٠)

"তার চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন সত্য রয়েছে আর সে উহাকে প্রকাশ না করে গোপন করেছে।" (সুরাঃ বাকারা- ১৪০)

চারিদিকে জাহিলিয়াতের ঘন ঘোর অন্ধকার, রমণীদের উপর চলছে বলাৎকার, শুনা যাচ্ছে আর্তমানবতার চিৎকার, সেখানে আলো জ্বালাতে গেলে নিশাচর ও অন্ধকারের হিংস্র হায়েনারা আঘাতের পর আঘাত হানবে। তাইতো নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে কবরকে সাজানো হয়েছে আলোক মালায় আর বসানো হয়েছে ভণ্ডদের আসর। এদের পূর্বসুরীরাই একসময় আল্লাহ্‌র কাবায় ৩৬০ দেবীর আসর বসিয়েছিল। বিশ্ব কাঁপানো বিপ্লবী মুহাম্মদ (সঃ) মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে হাতের তরবারী দিয়ে মিথ্যা খোদার মাথায় আঘাত হেনে ঘোষণা দিলেন-

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ(بنى اسرائيل)

"সত্য আজ সমাগত অসত্য বিতাড়িত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (সুরাঃ বনি ইসরাঈল-)

আজকের দিনেও তাওহীদের প্রচণ্ড চাবুক মেরে ভেঙ্গে দিতে হবে ভণ্ডদের আসর, অন্ধকারে জ্বালাতে হবে আলোর মশাল। আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল ও জান্নাত লাভ করার জন্য নেক আমলই সম্বল। জান্নাতের অধিবাসীদের বলা হবে জান্নাত নেক আমলের বিনিময়। তবে একথা সত্য কোন নেক আমল এত দামী নয় দাওয়াতে দ্বীনের তুলনায়–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ ـ (السَّجْدَة : ١٣)

www.pathagar.com

'তার চাইতে উত্তম আর কার কথা হতে পারে যে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে ডাকে।'

সুরাঃ সেজদা- ৩৩

আমার নিজের ঈমান, সালাত ও যাকাত ইত্যাদি আমাকে নাযাত দেবে কিনা জানিনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে ঈমান, সালাত ও যাকাতের দিকে দাওয়াত প্রদান নিশ্চিতভাবে নিজের ও মানবতার মুক্তির পথ রচনা করবে। কারো দাওয়াতের মাধ্যমে কোন পথহারা মানুষ যদি সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে তবে তার সমগ্র জীবনের নেক আমলের সাওয়াব আমলকারী যেমন পাবে তেননি দাওয়াত দানকারীও পেতে থাকবে। এভাবে পরবর্তীতে যত ব্যক্তি হেদায়েত লাভ করবে প্রথম দায়ী সকলের সমান সাওয়াব ও কল্যাণ লাভ করবে। এই সাওয়াব বাড়তে থাকবে জ্যামিতিক হারে, এর পরিমাণ হবে অপরিমেয়। তাই দাওয়াতকে বলা যেতে পারে কল্যাণের উৎস। পথহারাকে পথের সন্ধান দান প্রভুর নিকট এতই প্রিয় যে, রাসুল পাক (সঃ) বলেন, কোন ক্লান্ত মুসাফির তার সামানসহ উটকে গাছের সাথে বেঁধে গাছের নিচে ঘুমিয়ে গেল। জাগ্রত হয়ে দেখল সামান, খাদ্যদ্রব্য ও পানিসহ উট হারিয়ে গেছে। এ ভারাক্রান্ত মুসাফিরের নিকট সবকিছুসহ তার মরুর বাহন উট ফিরে পাওয়া যত না আনন্দের আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন পথহারা গোলাম অনুতপ্ত হৃদয়ে আবার তার কাছে ফিরে আসা এর চাইতেও আনন্দের। মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু নেই। যাদের সেবার জন্য সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টি করা হয়েছে। যাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশদানের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে হেদায়েতের কিতাব। আল্লাহ্‌ তায়ালার এমন প্রিয়তম বান্দারা পথ হারিয়ে দাউ দাউ আগুনের লেলিহান শিখার দিকে এগিয়ে চলছে এ ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করার পর তাদেরকে বাঁচাবার সামান্যতম আবেগ যাদের হৃদয়ে নেই তাদের পক্ষে শুধু নিজেরাই ব্যক্তিগত এবাদতের বিনিময়ে জান্নাতে গমন হবে এমন অসম্ভব সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের গমন যেমন অসম্ভব।

❑ দাওয়াতে দ্বীন নিজকে গঠন করার এক অব্যাহত প্রয়াসঃ

কোন Training রিয়াজত বা সাধনায় মানুষ নিজকে গঠন করার ব্যাপারে এত সফলতা লাভ করতে পারেনা যেভাবে দাওয়াতের ময়দান মানুষকে তৈরী করতে পারে। ব্যক্তির নিজের দোষত্রুটির ক্ষুদ্র বিষয়গুলো পর্যন্ত যেখানে চিহ্নিত করে দেয়া হয় ও সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যখনই কোন দায়ী দাওয়াত দিতে খাড়া হবে ঠিক তখনই এক হাজার মানুষের দুই হাজার চোখ তাকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করবে, তাদের হাজার হাজার কর্ণ তার প্রতিটি শব্দের মূল্যায়ন করবে। প্রত্যেকের নিজস্ব তুলাদণ্ডে তাকে পরিমাপ করবে। অযোগ্যতার ও অসুন্দরের শেষ চিহ্নটি মুছে না যাওয়া পর্যন্ত তার উপর চলতে থাকবে পরিচ্ছন্নতার অভিযান, হয় তাকে অসুন্দরের শেষ চিহ্নটি জীবন থেকে মুছে দিতে হবে নতুবা দাওয়াতের ময়দান থেকে তাকে পালাতে হবে। সত্যি ব্যক্তি গঠনে এ প্রক্রিয়ার সাথে আর কোন কিছু তুলনীয় নয়। আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজেই দায়ীকে সমালোচনা করেছেন মহান প্রয়োজনে–

www.pathagar.com

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ (البقرة : ٤٤)

"তোমরা মানুষদের নিকট ভাল কাজের আদেশ কর অথচ নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাক। অথচ তোমরা কিতাবুল্লাহ্ পড়ছ। তোমারা কি ভাবনা ?" (সুরাঃ বাক্বারা- ৪৫)

অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধন ও গঠনে দাওয়াতে দ্বীন অত্যন্ত কার্যকরী। দাওয়াতে দ্বীনের এ কাজটি এতই মহান ও মর্যাদার অধিকারী যে দায়ীদের জন্যে রাসুল পাকের দোয়া রয়েছে। নবীজি (সঃ) এর উপর যারা ঈমান এনেছে, তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছে তাদের দায়িত্ব আখেরী রাসুলের রিসালতকে নোসরাত করা। রিসালতের মূল দায়িত্বটাই ছিল দ্বীনকে উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়া। সে কাজটি এতই নির্মম ও নিষ্ঠুর যে, উহা নবীজি (সঃ) এর জীবন থেকে শান্তি ও আরামকে বিদায় করে দিয়েছিল, তাকে মজলুমের পর মজলুম বানিয়েছিল। যে কাবার আঙ্গিনায় যেখানে শত্রুর শুধু নয় কীট পতঙ্গ, ইতর প্রাণীদেরও জীবনের নিরাপত্তা আছে, যেখানে সমস্ত জুলুম অত্যাচার হারাম। কি আশ্চর্য সকল যুগে এ নগরী হারাম ছিল, কাফের মোশরেকদের নিকটও ইহা হারাম বলে বিবেচিত ছিল। কাবার ইতিহাসে একমাত্র ব্যতিক্রম নবীয়ে আকরাম (সঃ) দ্বীনের দাওয়াত দানের অপরাধে যাকে কাবার হারাম আঙ্গিনায় নির্যাতনের জন্য হালাল করা হয়েছে। আল্লাহ্র কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে–

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ـ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ـ (البلد : ٢-١)

'শপথ! এ মক্কা নগরীর। যে নগরীতে আপনাকে (নির্যাতনের জন্য) হালাল করা হয়েছে।'

সুরাঃ বালাদ- ১-২

যে মহান দায়িত্বটি পালনের মাধ্যমে আরবী রাসুলকে নোসরাত করা হয়, অগণিত মানব সম্প্রদায়ের নিকট রাসুলের পয়গাম পৌঁছে দিয়ে নবীয়ে পাকের দায়িত্বের সহযোগিতা করা হচ্ছে বিধায় নবীজি (সঃ) তাদেরকে নিজের প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেছেন। নবীজি (সঃ) প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে তাদের জন্যে দোয়া করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের মহাসমুদ্রে আমরা ডুবে রয়েছি। এক লহমা সময় তার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আমরা শুধু নই কোন সৃষ্টি বাঁচতে পারবেনা। আল্লাহ্ তায়ালার এ সীমাহীন নিয়ামতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামতের নাম হেদায়েত। এ নিয়ামত এতই মূল্যবান যে, সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীর তামাম সম্পদ এর মোকাবিলায় একটি বালিকণার চেয়েও কমমূল্য বহন করে। এ দামী নিয়ামতই আল্লাহ্ তার নিজ হাতে রেখে দিয়েছেন। উহা নবীদের এখতেয়ারেও দেয়া হয়নি। তিনি যাকে চান তাকে হেদায়েত দেন আর তিনি যদি না চান তার জন্য আর হেদায়েত নেই–

فَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ـ

www.pathagar.com

'তিনি যাকে হেদায়েত দেন তাকে গোমরাহি স্পর্শ করে না আর তিনি যাকে গোমরাহির অন্ধকারে নিক্ষেপ করেন তার জন্য হেদায়েতের কোন আলো নেই।' আল কোরআন।

হেদায়েত এর এ দুর্লভ বস্তু হাসিল হওয়ার জন্যে অর্থ, বৈভব, বংশ, বর্ণ কোন কিছুকে শর্ত করা হয়নি, এমনকি ইলমের মধ্যেও হেদায়াত লুকিয়ে নেই, দুনিয়ার দৃষ্টিতে বড় বড় জ্ঞানী এমনকি কোরআন শরীফের মুফাচ্ছির হওয়ার পরও গোমরাহির অন্ধকার থেকে হেদায়েতের নূর খোঁজে পায়নি–

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَالَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۔ (نور : ١٠)

'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যার কোন আলো নেই তার জন্যে রয়েছে শুধু অন্ধকার।' সুরাঃ নূর- ৪০

এ হেদায়েত আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেন যিনি হেদায়েতের অন্বেষণ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা হেদায়েত এর তালাশ ছাড়া কাকেও হেদায়েত দেন না। আল্লাহ্ বলেন–

اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۔

"তোমরা কি মনে করেছ তোমরা হেদায়েত না চাইলেও আল্লাহ্ তায়ালা জোর করে হেদায়েতের নেয়ামত চাপিয়ে দেবেন?" (সূরাঃ হুদ- ২৮)

এ হেদায়েত লাভ করেও ঐ ব্যক্তি পুনঃগোমরাহ্ হতে পারে। হেদায়েতের উপর টিকে থাকা হেদায়েত লাভের চাইতে কঠিন বিষয়। তাই আমি বলতে চাই– সঠিক পথ বা হেদায়াতের উপর আমরণ টিকে থাকা এবং এর উপর জীবনের শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা এক কঠিন বিষয়। এর মধ্যে একদল মানুষ কোন সময় গোমরাহ হবেনা, দাঁড়িয়ে থাকবে হেদায়েতের পিচ্ছিল পথে। যে মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা নিজেরাই শুধু হেদায়াতের উপর আছে এতটুকু নয় বরং তারা উম্মতের পথহারা মানুষগুলোকে পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত রয়েছে। মানুষের হেদায়াতের ফিকির ও চিন্তা যাদেরকে অস্থির করেছে তাদেরকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা আল্লাহ্ তায়ালার জিম্মা হয়ে যায়। এক কথায় বলা যায়, হেদায়াতের ময়দানে যারা মুজাহেদা করছে, সে সকল হেদায়েতের দায়ীরা কখনও গোমরাহ হবে না। তাই বলা যায় দাওয়াতই হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জামানত। বিষয়টির আর বিস্তৃতির দিকে না গিয়ে উহার পরিসমাপ্তি টেনে দিতে চাই। অবতারণা করতে চাই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের– 'দাওয়াতে হক্ক' এর মিশন কিভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া যায়।

❑ দাওয়াতে দ্বীনের সঠিক পদ্ধতিঃ

এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখা প্রয়োজন। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবরের দিকে লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত করে বলতে চাই যে কোরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা দাওয়াত দান করা আমাদের জন্যে ফরজ করেছেন সে কোরআনেই দাওয়াত দানের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন। দাওয়াতের কাজই শুধু যথেষ্ট নয়। বরং উহাকে ফলপ্রসু করে তুলতে হলে কৌশল ও পদ্ধতির বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর উপস্থাপনায় জনগণের চিন্তা-চেতনার নিকট

www.pathagar.com

গ্রহনযোগ্য করেছ দাওয়াতকে সমকালের সর্বশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে আখেরী রাসুলের পয়গাম পৌঁছাতে হবে। উপস্থাপনার ত্রুটির কারণে অনেক গ্রহণযোগ্য বিষয়ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। আধুনিক বিশ্ব প্রচারণার ও মিডিয়ার যুগ। একটি বিষয়কে বার বার ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরার মধ্যে উহা মানব হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করে। ইসলামের বিরুদ্ধে বাতেলেরা আজ সবচাইতে কার্যকরীভাবে Media-কে ব্যবহার করছে। কোন আদর্শকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার গণমাধ্যম। তা এক মুহূর্তেই পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেয়। উহাই এক নিমিশে বিশ্ববাসীকে হাসাতে ও কাঁদাতে পারে। উহা হাজার হাজার পরমাণু বোমার চাইতেও ক্ষমতাধর। বিশ্বের গণমাধ্যমের ৮০% ইসলামের চরমশত্রু ইহুদীদের হাতে। ১৮৯৭ সালের ২৯ ও ৩০ শে আগষ্ট সুইজারল্যান্ডের বাযিল নগরীতে হয়েছিল বিশ্ব ইহুদী সম্মেলন। সে দিন বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে তারা সর্বসম্মতভাবে দুটি সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিল।

(এক) বিশ্বের সকল অর্থ ভাণ্ডার নিজেদের করায়ত্বে আনা। (দুই) আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোতে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা। এ কথার সত্যতা তারা আজ প্রমাণ করেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ না হয়েও বিশ্ব অর্থভাণ্ডার এর উপর রয়েছে তাদেরই একান্ত নিয়ন্ত্রণ। আর গণমাধ্যম সম্পর্কে বলা যায় উহা ইহুদীদের হাতের মুঠোয়। এক রয়টার্স দুনিয়ার ৯০% ভাগ সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করে। এ প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সারা দুনিয়াব্যাপী এদের হাজার হাজার কর্মচারী প্রায় সবাই ইহুদী। যাক্ এমনি ভয়াল পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইসলামকে দুনিয়ার দিশাহারা মানুষের নিকট কিভাবে পেশ করা যায়? এ কথার জবাব আমরা পাব বিশ্ব নবীর জীবনে।

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে দুনিয়া ছিল একটি সাক্ষাত জাহান্নাম তুল্য। একজন মুসলমানও যখন সারা দুনিয়ায় ছিলনা। খুন-রাহাজানি, শরাব-নেশা, ব্যাভিচার ও পাপাচার, অন্যায় ও জুলুম, মূর্তিপূজা ও বর্বরতা সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ (দঃ) নবুয়ত ঘোষণার আগে (১) রক্তপাত বন্ধ করা, (২) বিদেশীদের জান-মালের নিরাপত্তা দান, (৩) শান্তি শৃঙ্খলা পৃতিষ্ঠা ও গোত্র সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন, (৪) অত্যাচারীকে বাধা দান, (৫) মজলুমকে সাহায্য করা এ পাঁচ দফা কর্মসূচী ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা করেন 'হিলফুল ফুজুল' এর সামাজিক আন্দোলন। তার ৫ দফা ভিত্তিক এ দাওয়াতে সমাজের সমস্যাগুলো চিহ্নিত হলেও সমস্যা সমাধানে তেমন কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি। এইবার আমি দাওয়াত প্রদানের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে চাইঃ

❑ দাওয়াত দফা ভিত্তিক নয়ঃ

হেরাগুহা থেকে বের হয়ে এসে নবী হিসেবে যে দাওয়াত দিলেন উহা কতগুলো সমস্যা চিহ্নিত করে দফার ফিরিস্তি ছিলনা। উহা ছিল সে দাওয়াত যা লাখ লাখ নবী তার কওমের নিকট পেশ করেছিলেন। উহা ছিল একটি কথার দাওয়াত– যে একটি কথার মধ্যে কথার সমুদ্র আছে, আছে অসংখ্য সমস্যার একমাত্র সামাধান, যে কথাটির মধ্যে রয়েছে সকল যুগের, সকল

www.pathagar.com

কালের, বিচিত্র মানুষের সীমাহীন অন্তহীন সমস্যার সমাধান আর কাংখিত শান্তির গ্যারান্টি। সে কথাটি বিশ্বনবী (সঃ) হেরা থেকে এসে কাবার পাদদেশে সাফা পাহাড়ে উঠে ঘোষণা দিলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (الحديث)

"হে মানব সকল! একথার ঘোষণা দাও, এক আল্লাহ ছাড়া সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর কোন সত্তা নেই।"

এর মধ্যে সমস্ত কল্যাণ নিহিত আছে। এ কালেমায়ে ত্যাইয়েবাহ্ ছিল সকল যুগের সকল পয়গম্বরের দাওয়াত। নবীরা দফার দাওয়াত দেননি। মানুষের এক একটি সমস্যাকে এক একটি দফাতে উল্লেখ করলে উহা ৬, ৭, ১৮ নয়, উহার সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যাবে কিন্তু সমস্যার গণনা শেষ হবে না। আল্লাহ্ তায়ালা নবীদেরকে যে কালেমা দিয়ে দাওয়াত দিতে শিখিয়েছেন উহা এতই বিস্তৃত যে, জীবনের তাবৎ বিষয় উহা বেষ্টন করে নিয়েছে। সমস্ত সমস্যা ও সমস্যার উৎস উহা নির্মূল করে দিয়েছে। সে কথাটির মূল হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহ্ তায়ালা উহাকে প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের সাথে তুলনা দিয়ে বলেন–

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ ـ (ابراهيم : ٢٤)

'এ পবিত্র কথাটি যেন সে সব বিশাল মহান বৃক্ষ সদৃশ যার শিকড় রাশি প্রতিটি ইঞ্চি ভূমির গভীর নিম্নদেশে প্রোথিত। আর সে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব সমগ্র শূন্যতাকে জুড়ে মহাকাশের উপরে বিস্তৃত।' (সুরাঃ ইব্রাহিম ২৪)

এ উপমাই যথেষ্ট যে, এ মহান কথাটির মধ্যে মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কলা, আইন-দর্শন ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আর যা বলা হয়েছে তার ভিত্তি এতই দৃঢ় মজবুত যে পৃথিবীর কোন অংশের বা বিশেষ কোন শ্রেণীর বিরোধিতা নয়, কামান-গোলার, পরমাণু বোমার হুমকি নয় বরং সমস্ত পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পরও সে সত্যের গায়ে এক চুল আঁচড় লাগবে না। অতএব, আজকের কুফর ও শিরকের জাহেলিয়াতের মধ্যে একজন দায়ী ইলাল্লাহ্ও যদি জীবিত থাকে তাকেও সমগ্র দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে চোখ বন্ধ করে, হুমকি ও আপোষের প্রস্তাব শুনা থেকে কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করে, কোন ভয়াবহ পরিণতির তোয়াক্কা না করে সমস্ত শক্তি কণ্ঠে জমা করে তাওহীদের এ কথাটি দিয়েই শুরু করতে হবে দাওয়াত ইলাল্লাহ্।

❑ হিকমাত সহকারেঃ

দাওয়াত ও তাবলীগের অনিবার্য দুটি শর্ত আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ .... (نحل : ١٢٥)

www.pathagar.com

'মানুষদেরকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান কর হিকমাত ও উত্তম নসিহত সহকারে ---------।' (সুরাঃ নাহল- ১২৫)

'হিকমত' শব্দটি সীমাহীন বিস্তৃত ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। কোন ভাষায় বা একটি শব্দে এর অর্থ প্রকাশ করাও সুকঠিন। এর মধ্যে বিভিন্ন রুচির, মাপের, এলাকার, ভাষার ও কালের মানুষের নিকট দাওয়াতকে গ্রহনযোগ্য করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যাবতীয় কৌশল অবলম্বনের সুযোগ অবাধ করে দেয়া হয়েছে। নবীয়ে পাকের মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো হিকমাত শিক্ষা দেয়া। এ প্রসঙ্গে বলা যায় নবীদের অনুসৃত যাবতীয় কর্মপন্থা হিকমাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের চাইতে উত্তম কৌশল কারো হতে পারেনা। যেহেতু নবীগণ অহি থেকে প্রাপ্ত কৌশল প্রয়োগ করেছেন। নবীদের মূল পরিচয় হচ্ছে দায়ী ইলাল্লাহ্। তাই মানুষের সাথে তাদের কথার প্রতিটি শব্দ, জীবন চলার প্রতিটি আচরণ 'কওলী' ও ফে'লী দাওয়াত। আম্বীয়ায়ে কিরামদের দাওয়াতের পদ্ধতি, ভাষা ও কওমের সাথে তাদের আচরণ এর বিস্তারিত বর্ণনা কোরআনের পাতায় পাতায় রয়েছে। কোরআনের এ বিষয়টি আমাকে হতবাক করেছে বারে বারে। মানব জীবনের যে কোন বিষয়ে কোরআন থেকে জানতে ও বুঝতে চেয়েছি। সত্যিই কোরআনুল করিম সে বিষয়টিকে এত বিস্তারিত, এত নিখুঁত, এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে যে, সে বিষয়ে মনের জিজ্ঞাসার জবাব এভাবে পেয়েছি- কঠিন বরফের চাকা যেন আগুনের স্পর্শে গলে পানি হয়ে গিয়েছে। যাক- বিষয়টির ব্যাপকতার কথা বিবেচনা করলে দাওয়াতে হিকমাতের উপর স্বতন্ত্র কিতাব রচিত হওয়া উচিত। কেউ কেউ লিখেছেনও। বিশেষ করে আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর রচিত 'দাওয়াত ও তাবলীগের অলৌকিক পদ্ধতি' বইটি উল্লেখ করা যেতে পারে। আমি শুধু বলব বিশ্ব নবীর দাওয়াত পেশ করার যে শিল্প, বাগ্মিতা, আবেগ, নিজ জীবনের বাস্তব উদাহরণ, পরিশ্রম, নিঃস্বার্থতা ও ধৈর্য তা-ই দাওয়াতের উত্তম হিকমাত। আল্লাহ্ তায়ালা বিষয়টিকে নির্দিষ্ট কালের ও নিয়মের সীমা দিয়া সীমিত করেন নি। পরিবেশ, পরিস্থিতি, স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দা'য়ী তার জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে দাওয়াত দান করবে এটা হিকমতের দাবী।

❑ উত্তম নসিহত সহকারেঃ

আর একটি মৌলিক বিষয় হলো উত্তম নসিহত সহকারে অর্থাৎ উত্তম উপদেশ সহকারে দাওয়াত প্রদান করা। এর বিস্তৃতি, আবেদন ও গভীরতা এমন গভীরে যে এর তলদেশ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। আল্লাহ্ তায়ালার কালামের মোকাবিলায় আর কোন উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া এমন অসম্ভব আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আল্লাহ্র অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব। দা'য়ীর দাওয়াত হবে কল্যাণের দিকে, কল্যাণকর পন্থায় তথা উত্তম উপদেশ সহকারে, মানুষের জন্যে যত উত্তম উপদেশ রয়েছে এর মধ্যে চূড়ান্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশ হচ্ছে 'আল কোরআন'।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ (اٰلِ عِمْرَان : ١٣٨)

'এই হচ্ছে মানুষের জন্যে পথ নির্দেশ, সকল বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। তবে খোদভীরু

www.pathagar.com

লোকদের জন্যে ইহা জীবন চলার বিধান ও উত্তম উপদেশ।' সুরাঃ আলে ইমরান- ১৩৮

কোরআন পাকের একটি পরিচয় হচ্ছে এটা উত্তম উপদেশ। এর প্রতিটি উপদেশ জীবনের সাথে সম্পর্কিত ও বাস্তবধর্মী, প্রতিটি উপদেশই নিঃসন্দেহ ও সুদৃঢ়। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, যা অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয়। দায়ীদেরকে অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনায় এ কোরআনের উপদেশই পেশ করতে হবে। গোমরাহীর অন্ধকার বিদুরিত করতে কোরআনী আলোর কোন বিকল্প নেই। এটি একটি অত্যাশ্চর্য কিতাব। কোরআন নিজেই বিস্ময়কর কিতাব বলে নিজকে অভিহিত করেছে। এর সুর ও আওয়াজই এত যাদুময় যে, উহা তীরের শলাকার মত মানব হৃদয়কে বিদ্ধ করে। যে তরবারি মুহাম্মদ (সঃ) এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করার জন্যে উত্তোলিত হয়েছিল সে তরবারির ধারক দুর্ধর্ষ উমারকে কোরআন এতটুকু আযেজ করে দিয়েছেল যে, সে উমার উলংগ তরবারী হাতে মুহাম্মদ (সঃ) এর চরণ তলে লুটিয়ে পড়েছিল।

এ কোরআনই মানুষের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করতে প্রশ্ন তুলেছে বার বার। মানুষের চারপাশের বস্তু নিচয়কে ইংগিত করে কোরআন জিজ্ঞাসার সুরে বলছে-

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ـ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ـ

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ـ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ـ (الغاشية: ٢٠-١٧)

'এরা কি এদের বাহন উটগুলো দেখছেনা কি বিশেষভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? মাথার উপর সুউচ্চ নীল আকাশ দেখছেনা কিভাবে তাকে মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে? বিরাট পাহাড়গুলো দেখছেনা কিভাবে তাদেরকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? আর দেখছেনা সবুজ জমিনকে কিভাবে উহাকে বিছিয়ে রাখা হয়েছে।' সুরাঃ গাশিয়া ১৭ - ২০

فَذَكِّرْ ط اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ـ

"হে নবী! তুমি কোরআন থেকে উপদেশ দিতে থাক। তুমিতো কোরআনের উপদেশদাতা।"

(সুরাঃ গাশিয়া- ২১)

দায়ীদেরকে তাদের দাওয়াত দানের সময় ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক মর্যাদা, ঝোঁক প্রবণতা, রুচি ও মননশীলতাসহ সার্বিক মূল্যায়নে কোরআনের এ জিজ্ঞাসার আয়াতগুলো দিয়ে খুলে দিতে হবে হৃদয়ের বন্ধ কপাট। আবার দাওয়াতী কাজে কোরআনুল কারিমের সে উপদেশের আয়াতগুলোও খুবই ফলপ্রসু যাতে মাবুদের দয়া ও মেহেরবানীর কথাগুলো অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি ইহ্সান স্মরণ করে দিয়ে তা মানুষের দাম্ভিক, বিদ্রোহী ও গাফেল মনকে দেয় নত করে, এক পর্যায়ে তার অজান্তেই তার মন ঈমানের বীজ গ্রহণের জন্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। যেমন চৈত্রের কঠিন খরতপ্ত চৌচির হওয়া মাটি প্রচণ্ড বারিবর্ষণের পর ফসলের বীজ গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে উঠে। কত সাধারণ বিষয়কে কোরআন অসাধারণভাবে পেশ করছে! যার প্রতিটি শব্দ অনুভূতির প্রতিটি তন্ত্রিতে আঘাত করে আর আবেগকে করে

www.pathagar.com

আপ্লুত। যেমন কোরআন বলছে-

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ـ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ـ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ـ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ـ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ـ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ـ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ـ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ـ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ـ (الغاشية : ٣٢ - ٢٤)

'মানুষের উচিত নিজের আহার্য বস্তুর দিকে লক্ষ্য করা। আমি প্রবল বারি বর্ষণ করেছি। জমিনকে সিক্ত করে দীর্ণ বিদীর্ণ করেছি। তারপর ঐ মাটিতে খাদ্যশস্য জন্মিয়েছি। আমি উৎপাদন করেছি আঙ্গুর বিবিধ শাকসব্জি, জলপাই আর খেজুর। সৃষ্টি করেছি সবুজ ঘন বাগবাগিচা। প্রচুর ফল ফলাদি আর তৃণলতা ও ঘাস। এসব তোমাদের উপভোগ করার সামগ্রী আর তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্যেও আহার্য। সুরাঃ আবাছা- ২৪ - ৩১

এরকম হাজার আয়াত রয়েছে কোরআনের পাতা ভরে যা মানুষের আবেগকে নির্বাক করে। ভিতরের বোবা অনুভূতিকে বাঙময় করে তুলে। আর অবচেতন ও অচেতন হৃদয়ে এনে দেয় চেতনার জাগরণ।

❑ দাওয়াত হবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকঃ

'দাওয়াতে হক্ব'কে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বস্তরে ব্যক্তিকে টার্গেট করতে হবে আর সামষ্টিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতের ফল খুবই কার্যকর। এর মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে যোগ্য লোকগুলো ইসলামী বিপ্লবী জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। টার্গেট করার সময় মানবীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগুলোকে বাছাই করতে হবে। যাদের মধ্যে সাহস, ত্যাগ কোরবানীর মানসিকতা ও সত্যের অন্বেষা রয়েছে। মনে রাখতে হবে একটি সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে অল্প সংখ্যক মানুষ। যেমন ধরুন একটি ফুটবল খেলায় মাত্র ১১ জনের একটি টিম খেলায় অংশ নিয়ে থাকে, ১১ হাজার লোক খেলা দেখে ও উপভোগ করে, বাকি ১১ কোটি মানুষ বেখবর থাকে। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লব সুসংগঠিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, জানবাজ একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীই সংগঠিত করেছে ও আগামীর যত বিপ্লব হবে এ Committed minority রাই করবে। দায়ীগণকে এ বিশেষ ধাচের মানুষগুলো চিনতে হবে। টার্গেট করতে হবে, এদের সাথে সম্পর্ক করতে হবে, সময় দিতে হবে ও লেগে থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া ও হতাশার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। এ যেন কৃষিকাজ এক টুকরা জমিন বাছাই করতে হবে, আগাছা তুলতে হবে, বার বার চাষ দিতে হবে, বিচি লাগাতে হবে, পানি, সার দিতে হবে পরিমাণমত। ফসল নষ্টকারী প্রাণীদের হতে থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে আর ফসল ঘরে না আসা পর্যন্ত কৃষককে জমিনে লেগে থাকতে হবে। দায়ীদেরকে এক খণ্ড মানব জমিন বাছাই করতে হবে। তা থেকে কুফর ও গোমরাহির আগাছা তুলতে হবে, বার বার Contact এর লাংগল দিয়ে মন ভূমিকে চাষ দিতে হবে, সময় মত ঈমানের বিচি লাগাতে হবে, ধ্বংসকারী পরিবেশ থেকে বাঁচাতে হবে। নামাজ, কোরআন

www.pathagar.com

ও ইসলামী জ্ঞানের পরশ দিয়ে ঈমানের চারায় পানি সিঞ্চন করতে হবে সে বৃক্ষ মন জমিনে শিকড় গেঁড়ে কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত চাষীকে লেগে থাকতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার উপমা কত বাস্তব ও সুবোধ্য।

كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ ـ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ (الفتح : ٢٩)

"এ যেন কৃষিকাজ, বিচিগুলো অংকুরিত হলো চারাগুলো বড় হলো, দৃঢ়তা অর্জন করলো ও স্বীয় কাণ্ডের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হলো যা দেখে চাষীর মন আনন্দে নেচে উঠে আর এ বাগান যারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল সে অবিশ্বাসীদের মন হিংসার আগুনে জ্বলে।' সুরাঃ ফাতাহ্- ২৯

দাওয়াত দিতে হবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে। উহা ব্যক্তিগত দাওয়াতের মত বিপ্লবীদের জমা করতে সহায়ক না হলেও জনমত গঠনে খুবই কার্যকর। কোন আদর্শিক বিপ্লব সংগঠিত করার জন্যে বেশি সংখ্যক লোকের প্রয়োজন নেই। তবে সংগঠিত বিপ্লবের সংহতির জন্যে, স্থায়িত্বের জন্য, সহযোগিতার জন্যে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমর্থন প্রয়োজন। দায়ীদেরকে বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছার সকল উপায় ও উপকরণ কাজে লাগাতে হবে। মানবের বিভিন্ন শ্রেণী, আত্মীয়, শ্রমিক, চাষী, আলেম, শিক্ষক ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাবেশ করে উপযোগী বক্তব্য দান, বিবিধ সময়ে জন্ম-মৃত্যুতে, বিয়ে-শাদীতে, ঈদ-পর্বে, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে দায়ীদের যোগদান ও সামাজিকতা রক্ষা করাই দাওয়াত। মানব জীবনের সকল বিভাগের উপর সর্বশেষ তথ্যাবলী সংযোজনসহ পুস্তক রচনা, সাহিত্য, কলা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ ইত্যাদিতে ঘটাতে হবে মানবীয় রুচির সার্থক রূপায়ন। সংবাদপত্র, রেডিও, টি.ভি চ্যানেলসহ সর্বাধুনিক Electronic Media এর ব্যবহার এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের নিকট দাওয়াতকে আলো-বাতাসের মতো প্রবাহিত করে দিতে হবে। এ দাওয়াতের বিস্তৃতি সমগ্র দুনিয়া জুড়ে, এর Target আজকের প্রতিটি মানুষ থেকে পৃথিবীর শেষ জীবিত মানুষটি পর্যন্ত। হাজার বছর ধরে যিনি নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেছেন সে নূহ (আঃ) এর কথা আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখ করেছেন।

ثُمَّ إِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ـ ثُمَّ إِنِّىْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ـ

(نوح : ٩ - ٨)

'হে মাবুদ, আমি আমার জাতিকে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দিয়েছি। গোপনে গোপনে দাওয়াত দিয়েছে, ব্যক্তিগত Target করে দাওয়াতী কাজ করেছি। (সুরাঃ নূহ ৮-৯)

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে দাওয়াতী কাজ কোন ঐচ্ছিক বিষয় নহে। কোরআনুল করিম এ বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করে বিশ্ববাসীদের জন্যে তাকে জরুরী হিসেবে সকল যুগে গ্রহণ করার তাগিদ দিয়েছে।

www.pathagar.com

❑ দাওয়াত হবে সর্বাবস্থায়ঃ

দাওয়াতে দ্বীনের জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই দিন বা রাত্রি, সকাল বা বিকাল, দিন দুপুর বা রাত দুপুর শীতকাল বা গ্রীষ্মকাল, অনুকূল বা প্রতিকূল। ইহা এক সার্বক্ষণিক ও অব্যাহত প্রচেষ্টা কোরআনে সবচেয়ে মজলুম দায়ী হযরত নূহ (আঃ) বলেনঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ـ (نوح : ٥)

'তিনি বলেন, হে প্রভু আমি আমার জাতিকে রাতে দিনে সর্বাবস্থায় দ্বীনের দিকে আহ্বান করেছি।' সূরাঃ নূহ- ৫

যে কোন অবস্থায় ও যে কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে বা গোপনে জনসমক্ষে বা কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে, বক্তৃতার মঞ্চে, ফাঁসির মঞ্চে, জুলুম, নির্যাতনের চরম অবস্থায়, টগ্‌বগ করা তৈলের ডেকচিতে ফেলে দেয়ার মুহূর্তে, মাথার উপর যখন করাত রেখে টানতে শুরু করা হবে অথবা লাল জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে রেখে পাথর চাপা দেয়া হবে সে মুহূর্তেও দায়ীর জবান 'আহাদুন আহাদুন' বলে দাওয়াত ঘোষণা করতে থাকবে। 'দাওয়াত' হচ্ছে সে প্রবল ঝরণা ধারা যার চলার পথে কোন পাহাড় এসে দাঁড়ালেও তার চলার পথ রুদ্ধ হবে না, কারো সাহায্য ছাড়াই ইহা তার চলার পথ করে নিবেই। কোন কঠিন বাধা যদি সাময়িকভাবে দাওয়াতের প্রচণ্ড স্রোতকে চলতে না দেয় তবে তা অব্যাহত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, ফুঁসে উঠা স্রোত হয়ত বাঁধের উপর দিয়ে উপচে যাবে নতুবা বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবন সৃষ্টি হবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে পরিবেশ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এমহান দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। এটা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। আমরা এক মিশনারী জাতি দুনিয়ার কে বা কারা আল্লাহর দ্বীন কবুল করবে বা এর সাথেও আমাদের দায়িত্ব পালনের কোন শর্ত রাখা হয়নি। মানুষের মধ্যে নবীদের চাইতে যোগ্য আর কেউ হতে পারেনা তাদের দাওয়াতী তৎপরতা অহী দ্বারা পরিচালিত ছিল এরপরও অসভ্য কওমের মানুষেরা নবীদের দাওয়াতও গ্রহন করেনি বরং জুলুমের পর জুলুম করেছে। শহীদ না হওয়া পর্যন্ত নবীগন দাওয়াত জারী রেখেছেন।

❑ দাওয়াত হবে সহজ ভাষায়ঃ

যে কোন ভাবে কিছু বলে দেয়াই দাওয়াতের দাবী নয়। ইসলামকে মানুষের নিকট সহজ বোধ্য, যুক্তিগ্রাহ্য, গ্রহন যোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে দুর্বোধ্য, কঠিন ও বুদ্ধির কসরত করা পরিহার করতে হবে। বুদ্ধির বাহাদুরী ও শুধু বিজ্ঞতা প্রকাশ দ্বীনের কোন প্রয়োজন নেই। জীবনের সাথে মিলিয়ে পরিবেশের উপমা উপস্থাপনা সহকারে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে হবে। আল্লাহর কেতাবকে সহজ বোধ্য ভাবে নাযিল করা হয়েছে। পড়ার জন্যে এতই সরল ও সুমধুর, বুঝার জন্যে এত সুবোধ্য ও ঝরঝরে, মনে রাখার জন্যে এত সহজ ও হালকা যে একটি বর্ণ বুঝেনা এমন শিশুটিও তরতর

www.pathagar.com

করে কোরান তিলওয়াত করছে, আবার ঐ অবোধ শিশুটির সিনায় সম্পূর্ন কোরান রয়েছে মুদ্রিত। সহজ বোধ্যতা ও সাবলিলতা যেন কালামুল্লাহ্ শরীফের এক অনন্য মুজেজা। কোরান নিজেই এর সাক্ষ্য দিয়ে বলছেঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْأٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ـ (قمر : ١٧)

"নিশ্চয়ই আমি কোরানকে সহজ করে নাযিল করেছি, উপদেশ নেয়ার কেউ আছ ?"

(সুরা কামার.. ১৮)

আল্লাহ তায়ালা সকল আম্বীয়া কিরামকে তাঁদের নিজ জাতির মধ্য থেকে উঠিয়েছেন এবং সকলেই তাঁদের কওমের নিজস্বভাষায় দাওয়াত দিয়েছেন ও তাঁদের নিজ ভাষায় আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই সকল ভাষা শিখেয়েছেন তিনি বলেন ঃ-

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ـ (ابراهيم : ٤)

"এমন কোন রাসুল আসেননি যাঁকে আল্লাহ তাদের জাতীয় ভাষা শিখাননি, যেন তারা দ্বীনকে বুছিয়ে দিতে পারেন"। (সুরা ইব্রাহিম--৪)

'ভাষা এমন এক নিয়ামত যার ফলে মানুষ সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ইনছানকে বলা হয় ভাষা সম্পন্ন প্রাণী। আবার ভাষার জ্ঞানে যারা সমৃদ্ধ তারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার আজ পর্যন্ত যত জ্ঞান বিজ্ঞান মানবজাতি অর্জন করেছে সবই ভাষার মাধ্যমে আমরা হাসিল করেছি, আগামী বিশ্বের নিকট আমাদের পয়গাম পৌঁছাতে হলে ভাষার উপর আধিপত্য প্রয়োজন।

আমাদের রাসুল (দঃ) এর রিসালত কোন বিশেষ ভাষায় সীমিত নয়। বিশ্ব নবী আরবী হলেও তিনি সকল ভাষার জন্যে নবী। তাই বিশ্ব নবীর উম্মতকে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হলে শুধু নিজ মাতৃভাষার উপর দক্ষ থাকা যথেষ্ট নয় সাথে তাকে আলকোরানের ভাষা আরবী ও বিশ্বের বহুল প্রচলিত অন্তত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা যেমন ইংরেজী ভাষা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে। আমাদের দেশের ছোট খাট ওয়ায়েজ নয়, বরং দ্বীনি দাওয়াতের নেতৃত্ব দানকারী সম্মানিত ব্যক্তিদেরও ইংরেজী ও আরবী ভাষার উপর পাণ্ডিত্য দূরের কথা, বাংলা ভাষাও শুদ্ধ রুপে, লিখতে, পড়তে ও বলতে কষ্ট হয়। এদুর্বলতা যে কোন মূল্যে কাটিয়ে উঠতে হবে নতুবা ইহুদী ও খ্রষ্টান মিশনারীদের তৎপরতার মোকাবিলায় আমরা অশিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত হয়ে যাব এবং উন্নত বিশ্বের সচেতন জনগোষ্ঠীর নিকট আমাদের ও আমাদের প্রচারিত দাওয়াতের আবেদন থাকবেনা।

❑ "দাওয়াত' হবে জীবন্ত ও বাস্তব ঃ

যদি ও চোখের ও কানের ব্যবধান সামান্য, কিন্ত শুনা ও দেখার ব্যবধান অসামান্য। হাজার বার শুনা একবার দেখার সমতুল্য। দেখার প্রভাব অনেক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। আজকের মানুষ

www.pathagar.com

পূর্বের চাইতে অনেক সচেতন ও জটিল। আজকের বিশ্বে কোন আদর্শের নিছক প্রচার যথেষ্ট নয়। তারা শুধু ইসলামের প্রচার শুনতে চায়না বরং তারা ইসলামকে দেখতে চায়। যে আদর্শ শুধু প্রচারের জন্যে, গ্রহণের জন্যে নয়, সে অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহনীয় বস্তুর প্রচার শুনা মানুষের কি প্রয়োজন? রাস্তার পার্শ্বে ডুগডুগি বাজিয়ে কিছু বেকুবদের জমা করে প্রতারকেরা সর্বরোগের ঔষধের নামে খৈ ফোটা গরম বক্তব্য দিয়ে তোমার বিক্রয় করে। ইসলাম যদি এ ধরনের প্রতারক ও স্বার্থ সর্বস্বদের দাওয়াতের বিষয় হয় তবে তা হবে আমাদের জন্যে ক্রন্দন করার সময়। আমরা সবাই জানি উদাহরণ উপদেশের চাইতে অনেক শক্তিশালী। ইসলামের আদর্শ কোথাও যদি কেউ খুঁজতে চায় ও দেখতে চায় পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান ও প্রায় দেড়শত মুসলিম দেশ ঘুরে তাকে ব্যর্থ হতে হবে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব কোথায়ও পাওয়া কঠিন হবে। কোথাও সে ইসলামের কনিষ্ঠাঙ্গুলি, কোথাও দুটি দাঁত, একগাছা দাঁড়ি, ও কয়েকখানা চুল খোঁজে পেতে পারে। হায় এক সময় রাসুলে খোদার (সঃ) সাহাবীদের শয়ন, জাগরন, আহার বিহার থেকে শুরু করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-আচার, লেন-দেন, যুদ্ধসন্ধি, শাসন প্রশাসন এক কথায় তাদের থেকে যা প্রকাশিত হত তাকে লোকেরা ইসলাম বলে দেখতো আর তাদেরকে মুসলিম বলে চিনতো। ঐ লোকগুলো ছিল ইসলামের এক একটি পোষ্টার, এক একটি জীবন্ত চলমান কেতাব। তাদেরকে লোকেরা দেখতনা শুধু তাদের জীবন কে লোকেরা পড়তো আর অগণিত মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামকে গ্রহন করতো। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ ইসলাম রয়েছে কোরানে, মুসলমানদের জীবনে ইসলাম নেই। ইসলাম থাকার অর্থ সে আল্লাহর হুকুম ছাড়া করো হুকুম মানবেনা। রাসুলে পাক (সঃ) ছাড়া আর কারো অনুসরন করবে না।

সাধারণ মুসলমান নাম ধারনকারীদের কথা নয় বরং উম্মাতের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ, লাখ লাখ মুসল্লীর ইমাম ও খতীব, হাজার হাজার মানুষ যাকে এক নজর দেখা ও দস্ত মোবারক স্পর্শ করার জন্যে পাগলপারা এমন সম্মানিত বুজর্গদের অনেকেই জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের স্থলে মানুষের আইন নির্বিকারে মেনে চলছে। আল্লাহ আইন চালু করা যে ফরজে আইন, নামাজ ও রোজার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ এসম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বোবা হয়ে আছেন। রাসুলের সুন্নতের অনুসরনের নামে একটি বিশেষ টুপি পরা, মাথার উপর একটুকরা বস্ত্র জ ড়নো, জামাটা লম্বা করা আর খাওয়ার পর দুপুরে গড়াগড়ি করা ইত্যাকার কয়েকটি বিষয়কে মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন বুঝেছেন। এদের চাইতে Historian Bosworth Smith, মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনকে অনেক ব্যাপক অর্থে বুঝেছেন। তিনি বলেন, "মুহাম্মদ আমার কাছে এক আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্ব। তিনি দুইয়ের সমন্বয়। একদিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক অথচ যাযকত্বের কোন ভনিতা নেই। অপরদিকে সিজারের মত বিশ্বকাঁপানো শাসক অথচ তিনি অস্ত্রধারী সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্ঠিত নন।

"He was Caesar and Pope in one, he was Pope without Pope' s pretension, and Caesar without legions of Caesar"

আমাদের অনেক সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা ইসলামের Authority হয়ে ইসলাম সম্পর্কে আজ

www.pathagar.com

যে ধারনা পেশ করছেন তাদের খোতবাত ও আখলাক দেখে তাকে লোকেরা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলে ধরে নিয়ে গোমরাহীকে সত্যের দলিল হিসেবে গ্রহণ করছেন। তাদের অবস্থান ও অস্থিত্ব দ্বীনের জন্যে এক একটি টিউমার সদৃশ আর এর চিকিৎসার কোন প্রচেষ্টা রোগের চাইতেও মারাত্মক বিপদ। এমতাবস্থায় কারো দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই।

দায়ীদেরকে ইসলামের দিকে আহবান নয় বরং ইসলামকে উপস্থাপন করতে হবে মানুষের সামনে আর দায়ীদের জবান নয় জীবন হবে দাওয়াত। নবীয়ে আকরামকে (সঃ) আল্লাহ তায়ালা ইসলামী চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করে পাঠিয়েছেন।

কোরআন বলছে-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ـ (القلم : ٤)

" নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত"। (সূরাঃ আল-কালাম- ৪)

তিনি ইসলামের দিকে শুধু আহবান করেননি, তাঁর মহান জীবনের সবকিছুই ইসলামের জীবন্ত রূপ। তিনি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন তার সমগ্র জীবন তারই প্রতিফলন। তিনি নিজেই জীবন্ত ও বাস্তব ইসলাম হয়ে মানুষের নিকট প্রতিষ্ঠিত ও দেদিপ্যমান।

❑ উপসংহার ঃ

'দাওয়াতে দ্বীন' একটি অতি বিস্তৃত বিষয়। আজকের প্রবন্ধে এর পরিচয়, গুরুত্ব ও দাওয়াত প্রদানের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমার অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে। আরও অনেক কথা সংযুক্ত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর ও সময়ের দৈন্যতার কারণে আমার কলম সংযত করেছি। তবে প্রাসংগিক হিসেবে 'নবীদের দাওয়াত এর মূল বিষয়', 'সমাজে দাওয়াতের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া' ও 'প্রতিক্রিয়ার কল্যাণপ্রদ প্রতিক্রিয়া' এবং 'একজন আদর্শ দায়ী ইলাল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য' ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ এতে সংযুক্ত রয়েছে। শক্তি, যোগ্যতা ও তাওফিক রয়েছে মহান মালিকের হাতে। অসুস্থ শরীরে ঘন্টার পর ঘন্টা কলম চালিয়েছি, কোমরে ব্যথা, শরীর দুর্বল সব ভুলে গিয়েছি তাদের দিকে চেয়ে, হতাশায় কুঁকড়ে যাওয়া মানবতা আজ চেয়ে রয়েছে যে দায়ী ইলাল্লাহ্‌ এর দিকে অপলক চাহনিতে। যারা আল্লাহ্‌র সর্বশেষ পয়গামকে মানুষের শেষ বস্তিতে পৌঁছে দেবে। দাওয়াতে দ্বীনের এ পথ দীর্ঘ, বন্ধুর, রক্ত পিচ্ছিল। তাদের দিকে তাক করে রয়েছে শত্রুর কামানগুলো। এ পথ দিয়েই যেতে হবে মিছিল নিয়ে। বহু প্রিয় জনের বুক বুলেটে ঝাঁঝরা হবে। শহীদ হতে থাকবে একের পর এক। শাহাদাতের পথে রয়েছে জীবন। এ পথে নেই ভয় ও শংকার লেশমাত্র। আমাদের রক্তস্রোত সরিয়ে দিয়েছে বাধার হিমালয়। কে আমাদের মরণে ভয় দেখায়? সাবধান! এরা শত্রুর চর। ওরা জানেনা শহীদেরা অমর স্বয়ং মৃত্যু তাদের পায়ের ভৃত্য। আমাদের রক্তের প্রতিটি কণায় মিশে রয়েছে আল কোরআন। আমাদের কলিজায় রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির হৃদপিণ্ড মুহাম্মদে মুজতাবা (সঃ),

www.pathagar.com

আমাদের থেকে সব কিছু হয়তো কেড়ে নেয়া যাবে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ খুলে ফেলা যাবে কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম আমাদের হৃদয় থেকে রাসুলাল্লাহ্‌কে বের করা যাবেনা। আমাদের জবান থেকে দাওয়াতের ঘোষণা স্তব্ধ করা অসম্ভব। আমরা দাওয়াতে দ্বীনের সুদৃঢ় পথে চলছি যে পথে লাখ আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র কদমের ধুলি মিশে রয়েছে। কিভাবে আমরা এ পথ থেকে সরে দাঁড়াবো? আমরাত এ পথে শুধু জীবনের জন্যে নয় মরণের জন্যেও এসেছি। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) মদীনা থেকে অনেক দূরে দাওয়াতের এক কাফেলায় ছিলেন। সে সফর হতে তিনি আর আপনজনদের নিকট ফিরে আসেন নি। মৃত্যুর সময় যখন সমাগত তিনি তখন সাথীদের অসিয়ত করে বলছিলেন, হে রাসুলের সাথীগণ! আমরা মৃত্যু আসন্ন। আল্লাহ্‌র শোকর। দাওয়াতের জন্যে আমি জন্মভূমি থেকে এসেছিলাম। দাওয়াতের মহান দায়িত্ব আনযাম দিয়েছি। আমার ইন্তেকালের পর তোমরা সাথে সাথে আমরা লাশ দাফন করবে না। তোমরা দাওয়াতের কাফেলায় আমার লাশও কিছুদূর বহন করে নিয়ে যাবে। আমি যেন আল্লাহ্‌কে বলতে পারি মৃত্যুর পরে আমার লাশও দাওয়াতের মিছিলে ছিল।

হায়! এ আসহাবে রাসুলেরা আমাদের জীবন চলার মশাল। দাওয়াতের পথে বাতেলের হুমকি, জুলুম, অত্যাচার, কারাগার, ফাঁসির রশি আর কামান গোলার গর্জন যেন আমাদের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি না করে। সত্যিকারের দায়ীদের জন্যে চলার পথের প্রতিটি বাধা আরও দৃঢ়তার সাথে সামনে চলার অংগীকার। তাদের হৃদয়ের উন্মাদনা ও Madness দেখে বাধা সৃষ্টিকারী শয়তানের চেলারা নত মস্তকে ছেড়ে দেবে পথ আর স্তব্ধ হয়ে যাবে কামানের গর্জন। আর কোন প্রলোভন, প্রাচুর্য, আরাম, মর্যাদা, প্রিয়জনের স্বপ্ন তথা পৃথিবী ও পৃথিবীর তামাম বস্তুর সমষ্টি একজন পথহারা জাহান্নামের দিকে ধাবমান মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শনের এ মহান দাওয়াতের কাছে কোন মূল্যই বহন করতে পারে না।।

সারা জীবন এ দাওয়াতী তৎপরতায় যেন নিজদেরকে সম্পৃক্ত রাখতে পারি এ মুনাজাত ব্যক্ত করে এখানে ইতি টানছি।

www.pathagar.com

আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতের বিষয়

❑ নবীগণের দাওয়াত এর মূল বিষয়ঃ

আল্লাহ তায়ালার ঐ সমস্ত প্রিয়বান্দাকে নবী ও রাসূল বলা হয়, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এক বিশেষ দায়িত্বের জন্যে বাছাই করেছেন। তাঁদের সকলেই মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। জ্বীন সম্প্রদায় থেকে কোন রাসূল এসেছেন এমন কোন বক্তব্য কোরান ও হাদীসে পাওয়া যায় না। ফিরিশতার মধ্যেও যে নবী - রাসূল আসেন নি এটিই কোরআনি দলিল। কোরআন বলেছে :

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ (سورة الانبياء

"আর হে নবী আপনিসহ আপনার পূর্বে যাদেরকে অহি নাযিলের জন্যে বাছাই করা হয়েছে সকলে মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। তোমাদের যদি জ্ঞান না থাকে তবে এ বিষয়ে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর।" (সূরাঃ আম্বিয়া- ৭)

আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানব সম্প্রদায় এর নিকট নবী পাঠিয়েছেন। কোন মানব গোষ্ঠী নবুয়ত থেকে বঞ্চিত ছিল না। وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "প্রত্যেক জাতির জন্যে রয়েছে পথ প্রদর্শক।"

কোন কওমকে নবুয়ত থেকে মাহরুম করা হয়নি, কারণ মানব জাতির উপর আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম ছিলেন নবীগণ, তাই নবীগণ তাদের জাতির জন্য করুণার উৎস। আর মুহাম্মদে রাসূল (দঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ্র করুণা।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ "নিশ্চয়ই আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর করুণা করে পাঠানো হয়েছে"। (সূরাঃ হাজ্জ- ১০৭)

মানব তো আছেই বরং সৃষ্টির প্রতিটি কণা, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষরাজি, জলচর, ভূচর ও খেচর সকল প্রাণী পর্যন্ত রেসালতে মুহাম্মদী (সঃ) নেয়ামতের অনুগ্রহে ধন্য। মানুষের নিকট বিশ্বনবীর (সঃ) অনুগ্রহের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য দিক হলো তিনি মানুষের জন্যে হেদায়াতের পয়গাম শুনিয়েছেন। হেদায়াতের আখেরী কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। এর সাথে আর কোন নিয়ামত তুলনা করার বিষয় নয়। অপরাপর সৃষ্টির জন্যে হেদায়াতের প্রয়োজন নেই, কারণ তাদেরকে গোমরাহ হবার অধিকার বা আজাদী দেয়া হয় নি। বরং তাদের সাথে কি ধরনের ইনসাফপূর্ণ

www.pathagar.com

ব্যবহার করা দরকার, একটি গৃহপালিত প্রাণীরও কি অধিকার বা হক্ব রয়েছে তার মালিকের নিকট, মহানবী (সঃ) সে বিষয়েও হেদায়াত দিয়েছেন। আবার মানুষেরা যখন কুফরীর পথ অনুসরণ করে তখন মানুষের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়, সে পাইকারী আযাব ও শাস্তি থেকে নিষ্পাপ প্রাণীরাও রেহাই পায় না। রাসূলের (সঃ) আদর্শ মেনে চললে আল্লাহর গজব থেকেও সবাই বেঁচে যায় আবার সকল সৃষ্টি আল্লাহর দয়ার অংশীদারিত্ব পায়। তাই সকল সৃষ্টির জন্য তিনি আল্লাহর রহমত স্বরূপ। এবার বলতে চাই, নবীগণ মূলতঃ কি দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। সে কথাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সকল পয়গম্বরকে সকল যুগে একই বক্তব্য রাখতে হয়েছিল, একই কারণে নবীগণ মজলুম হয়েছেন; এমনকি শহীদ হয়েছেন কিন্তু দাওয়াত থেকে সরে যান নি। আল্লাহর নিকট দাওয়াতের এ বিষয় নবীদের জীবন, খুন ও ইজ্জতের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা কে না জানে যে পৃথিবীর সকল মানুষের বিশেষ করে মুসলমানদের ধমনীতে যত রক্ত প্রবাহিত রয়েছে সব মিলিয়ে এক মহাসাগর রক্ত নবীদের পবিত্র শরীরে প্রবাহিত এক কাত্‌রা খুনের চাইতে কম মূল্য বহন করে। যে দাওয়াতের জন্যে প্রায় সকল পয়গম্বরের খুন পৃথিবীর মাটি সিক্ত করল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলো আর শাহাদাত বরণ করল অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)। আমি কোরআনে পাকের দলিলসহ সে আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতের মূল বিষয় আলোচনা করতে চাই।

তাদের দাওয়াত শুরু করার পদ্ধতি ও দাওয়াতী তৎপরতাকে ছড়িয়ে দেয়ার বিশেষ হিকমাত সম্পর্কে পূর্বের প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। আম্বিয়াদের দাওয়াতের মূল বিষয় নিয়ে নবীদের নাম সহ অনেক আয়াত কোরআনে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সূরা আন্‌নাহলের ৩৬ নম্বর আয়াতে কোরআনে সমস্ত নবীদের দাওয়াতের মূল বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে অতীব তাৎপর্যপূর্ণভাবেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

"নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকটি জনপদে রাসূল খাড়া করে দিয়েছি। তাঁরা তাঁদের দাওয়াতের ময়দানে খোদার পক্ষ থেকে একটি কথাই বলেছেন, হে জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার বন্দেগী ও গোলামীকে গ্রহণ কর ও ত্বাগুতকে প্রত্যাখ্যান কর।" (সুরাঃ আন নাহল- ৩৬)

আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দাওয়াতের কথাটি বলার জন্যে কোরআন **তিনটি** বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রথমত : অত্যন্ত তাকিদ ও গুরুত্বের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : নবীরা নিজের ইচ্ছায় আসেন নি ও নিজের থেকে একটি শব্দও বলেননি, তা-ই শুধু বলেছেন যা বলার জন্যে তাদের আগমন হয়েছে ও অহি পাঠানো হয়েছে।

তৃতীয়ত : فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জাতির নিকট, কালের প্রতিটি অধ্যায়ে নবীরা এসেছেন ও একই দাওয়াত দিয়েছেন।

www.pathagar.com

নবীদের দাওয়াত ছিল اَنِ اعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ একথাটির দুটি অংশ।

প্রথমাংশ 'আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও দাসত্ব গ্রহণ কর।' মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বান্দাহ্ হিসাবে। আর বন্দেগী তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর এ বন্দেগী জীবনের কোন একটি অংশের জন্যে নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি মুহূর্তে গোলামীকেই কবুল করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

আমার ইবাদাত ও গোলামী করবে এ মহান লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু করার জন্যে জ্বীন ও মানব সৃষ্ট হয়নি। (সূরায়ে বাকারা-)

❑ ইবাদাত (عِبَادَتْ)

ইবাদাত শব্দটি (عَبْدٌ) আ'বদ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হুকুম পালন করা, আনুগত্য করা, পূজা-উপাসনা করা। আ'বদ বা গোলাম হচ্ছে তার নাম যার নিজস্ব আজাদী নেই। এ কথাটি সমগ্র জীবন, জীবনের চিন্তা, কর্ম, ত্যাগ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে চূড়ান্ত ভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। গোলাম তার গোলামী ও বন্দেগীকে শুধু একমাত্র মনিব আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করবে। এই বন্দেগীর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। এটা সমগ্র জীবনের জন্যে গ্রহণ করতে হবে। হায়াতের সামান্যতম অংশ এবং কর্মকাণ্ডের একটি কর্মও আজাদ বা স্বাধীনভাবে করার কোন সুযোগ গোলামদের জন্যে নেই। গোটা ইসলামের প্রাসাদ- এ কথাটির বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কোরআনে কারিম একে 'সিরাতে মোস্তাকীম' বলে অভিহিত করেছে।

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ـ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

"সকল অবস্থায় শুধু আমারই গোলামী কর। ইহাই সিরাতে মোস্তাকীম।" (সূরাঃ ইয়াসমীন- ৬১)

❑ সৃষ্টির বন্দেগী

বন্দেগী ও ইবাদাত মানবের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত। মানব সৃষ্টির উপাদানের মধ্যেই যেন রয়েছে বন্দেগীর উপাদান। স্রষ্টার বন্দেগীর ক্ষেত্রে যারা উদাসীন ও উন্নাসিক বা বলা যেতে পারে দাম্ভিক তাদেরকেও দেখা যায় তাদের সম্মানিত কোন ব্যক্তি বা একটু অতি প্রাকৃতিক কোন নিকৃষ্ট সৃষ্টির সামনেও বন্দেগীর নিমিত্তে অহংকারীর মস্তক নত করে দিতে। অন্ধ অনুসরণ, পরম ভক্তি শ্রদ্ধায় নতজানু, সন্তুষ্টির জন্যে ত্যাগ কোরবানী সব কিছু ইবাদাত ও বন্দেগীর বিবিধ

www.pathagar.com

পর্যায় মাত্র। আল্লাহর নবীগণই মানব জাতিকে বন্দেগীর সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, নবীদের হেদায়েতের পূর্বে মানুষেরা হয় মানুষ বা ইতর সৃষ্টির গোলামী করত। এ ইতিহাস খুবই দীর্ঘ ও বীভৎস। গরু, বাছুর, গাছপালা, ইট, পাথর, মাছ, কচ্ছপ, আগুন, পানি, জীবিত ও মৃত, সুন্দর-কুৎসিত, দৃশ্য-অদৃশ্য হেন বস্তু নেই মানুষ যাদের বন্দেগী করে নাই ও করছে না। মানুষ তাদের পূজনীয়দের সংখ্যা এত বাড়িয়েছে যে উহা মানব সংখ্যার লাখ লাখ গুণ বেশী। মানুষের ইতিহাসে এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি যে যুগের মানুষেরা এ সৃষ্টির বন্দেগী করেনি। অথচ সমগ্র সৃষ্টির দিকে চোখ বুলালে একথা নিশ্চিত প্রতিভাত হবে যে মানব ছাড়া আর কোন ইতর সৃষ্টিও আর কোন সৃষ্টির ইবাদাত করে না। পাহাড়, পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, জমিন-আকাশ, সাগর-মহাসাগর, গাছপালা, পশু-পাখী কেউ তার সমজাতীয় ইতর ভদ্র কোন কিছুর পূজা অর্চনা করে না। তারা তাদের নিজ সৃষ্টিকর্তার হুকুমের কঠিন জিঞ্জিরে বেঁধে রেখেছে নিজেদেরকে। আর কারো গোলামীর সুযোগই নেই তাদের। মানব জাতির উপর নবীদের সব চেয়ে বড় অনুগ্রহ এই যে তারা মানুষদেরকে আল্লাহ তায়ালার গোলামীর শর্তে সৃষ্টির তামাম গোলামীর শিকল থেকে মুক্তির মহাবাণী ঘোষণা করেছেন। মানুষের অবস্থা সে রুগীর মত; যে কিছুদিন সুস্থ থাকার পর আবার 'সৃষ্টি পূজার' রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ রোগ এতো কঠিন ও ক্রনিক যে, এ পীড়া থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ মানবের ভাগ্যে কোন কালে হয়নি, মনে হয় হবেও না। মানবতার একটি অংশ এ পূজার রোগে আক্রান্তই থাকবে।

❑ মিথ্যা মাবুদের শ্রেণী

এক. আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ স্বীয় 'নফস'কে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। জীবন চলার বিধান সে নফসের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। নফস এর বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে সাবধান করে দিয়েছেনঃ

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ

"নিশ্চয়ই নাফস মানুষকে আল্লাহর নাফরমানীর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে কারো প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করে তা ভিন্ন কথা"। (সূরাঃ ইউসুফ- ৫৩)

মানুষকে নিজের গোলামীতে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইবলিসের মত এত বড় Agent আর নেই। পৃথিবীর বহু অসাধারণ মানবীয় গুণ সম্পন্ন মানুষ এ নাফসের বান্দাহ। সমগ্র জীবন এ 'নফস খোদার' পায়রবী করে চলছে। এমনকি বাইরে যারা বাতেল ও মিথ্যা খোদার দাবীদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এমন লড়াকুদের অনেকের এ দেবতার বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই। এর কারণে নবীজি (সঃ) বলেছেন "নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও বিজয়ী হওয়া সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া" :

قَالَ قَالَ ﷺ أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَاءِ

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটি অব্যাহত অবিরত ও বিরামহীন যুদ্ধ। মানুষকে ইহা এভাবে

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করে সহিস যেমন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে তার লাগাম কষে ধরে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। যারা নফসকে বাগে আনতে ও বাধ্য করতে পারেনি, নফস তাদের উপর আরোহণ করে। তার চোখের দেখা, কর্ণের শুনা, কদমের চলা, মস্তিষ্কের চিন্তা এক কথায় সর্ব সত্তাকে সার্বক্ষণিক তারই বন্দেগীতে লিপ্ত রাখে। নফসের গোলামদেরকে কোরান নিকৃষ্ট জীবদের মধ্যে সামিল করেছে–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে নফসের পায়রবীকারীদের চাইতে নিকৃষ্ট গোমরাহ আর কেউ নেই। এ জালেমদের জন্যে আল্লাহর হেদায়াত নেই"। (সূরাঃ কাসাস- ৫০)

দুই. আর একটি বিশেষ ব্যাধি মানব জাতির মধ্যে বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে। যখনই পথভ্রষ্ট মানবদেরকে আল্লাহ তায়ালার নবীগণ হেদায়েতের দিকে ডেকেছেন তারা পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা রীতিনীতি, রসম-রেওয়াজকে আল্লাহর হেদায়াতের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। পূর্ব থেকে চলে আসা রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণে এত দৃঢ় যে সেটি গ্রহণীয় বা বর্জনীয় কিনা এতটুকু ভাবতেও তারা প্রস্তুত নয়। এ কুসংস্কার মানব জাতির স্বভাবের যেন অংশ। এটা মরেও যেন মরে না। গরু বাছুরকে পূজা করা, নিজ হাতে মাটির পুতুল তৈরী করে সেটাকে মাবুদের মত সম্মান করা এটা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও মানুষের জন্যে অসম্মানজনক একথাটুকু সামান্য জ্ঞানের মানুষেরও বুঝবার কথা, কিন্তু জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষেরা যুগ যুগ ধরে বাপদাদার রীতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। কারো কোন উপাস্য দেবতার উপর আক্রমণ করে একটি শব্দ লিখা আমি বৈধ মনে করি না। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হলো চলে আসা রীতিনীতির দাসত্বের শিকল কত মজবুত তা শুধু বুঝিয়ে দেয়া। এখানেই শেষ নয়, কোরান ও সুন্নাতে রাসূলের সুস্পষ্ট দলীল পেশ করার পরও যারা এর মোকাবিলায় মুরব্বী ও বুজর্গ নামের ব্যক্তি পেশ করেন তারা যদি জ্ঞানহীন অন্ধ হন তবে অন্ধের পদস্খলনকে করুণার দৃষ্টিতে দেখা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু কোন সাহেবুল ই'লম ব্যক্তি যখন ইলমের চোখ বন্ধ করে মুরব্বী আর বাপ দাদা পূজায় লিপ্ত থাকেন তবে নির্দ্বিধায় বলব তার কাছে যা ছিল তা আর নেই; তার কাছে চেরাগ আছে কিন্তু আলো নিভে গেছে। কোরানুল করিম এ সমস্ত অন্ধদেরকে বেআকলদের মধ্যে গণ্য করেছে–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ـ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ـ

"যখন তাদেরকে আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের আনুগত্য করার আহবান করা হয় যেন তারা বলে

www.pathagar.com

আমরা ত আমাদের বাপ দাদা ও মুরব্বীদের থেকে আসা জিনিসের অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ দাদারা কাণ্ডজ্ঞানহীন ও গোমরাহ ছিল"। (সূরাঃ বাকারা)

তিন : গোমরাহীর তৃতীয় দেবতা পাথরের নির্মিত নয়, বরং উহার চাইতেও জঘন্য। পাথরের নির্মিত দেবতারা ভালমন্দ কিছুই বুঝে না। তাদের হাত আছে ধরে না, চোখ আছে দেখে না, কান আছে শুনে না। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষের মতামত ও রায়কে গ্রহণ, অনুসরণ ও আইন হিসেবে মেনে নেয়া আর এক ভয়াবহ বিষয়। এটা দিনকে রাত, রাতকে দিন, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলার মত ক্ষমতাশীল। এ গণতন্ত্রের পূজারীদের নিকট স্থায়ী কোন মূল্যমান নেই। এদের নিকট হক্ক ও নাহক্কের মানদণ্ড চিরন্তন নয়। ৫১% জন মানুষ এর রায় এদের নিকট যে কোন সত্যের চাইতে বড়। মনে করুন দুই এর সাথে দুই যোগ করলে চার হয়। এ সত্যটিও বেশীর ভাগ মানুষের মত পাওয়া সাপেক্ষে গ্রহণও করা যাবে আবার বর্জনও করা যাবে। সে মানুষগুলোর মেধা, মননশীলতা, যোগ্যতা, কোন কিছুই বিবেচনায় আসবে না। বিবেচনার বিষয় শুধু সংখ্যার আধিক্য। এ পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র বেশিরভাগ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত হারামকে হালাল করতে পারে। যারা আল্লাহর আইনের চিরন্তনতা উপেক্ষা করে বেশীর ভাগ মানুষের সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়, তাদের আল্লাহর উপর ঈমানের দাবী মিথ্যা। এরা যদিও পাথরের মূর্তি ভেঙ্গেছে কিন্তু এদের হৃদয় কন্দরে রয়েছে সংখ্যাধিক্যের নামে গণতন্ত্রের দেবতা। মোসলমানেরা আজ আল্লাহর বন্দেগী করছে ব্যক্তিগত বিষয়ে আবার সামাজিক ভাবে বন্দেগী ও অন্ধ এতেয়াত করছে সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির, আবার রাজনৈতিক ভাবে জনগণই ক্ষমতার উৎস বলে মানুষের গোলামীতে লিপ্ত। আল্লাহ তায়ালা কোরান করিমে অন্ধভাবে শুধু বেশীর ভাগ মানুষের আনুগত্যকে গোমরাহী বলেছে :

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"হে নবী (সঃ) আপনি যদি বেশীর ভাগ মানুষের অনুসরণ করেন তবে আপনি আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবেন।" আনয়াম-১১৬

❑ বন্দেগীর দাবী

জীবনের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি মুহূর্তে শুধু আল্লাহ্ তায়ালারই বন্দেগী করতে হবে অথচ মানুষেরা আল্লাহ্ ছাড়া সৃষ্টিরও বন্দেগী করছে। একথার ব্যাখ্যা বন্দেগীর পরের অংশে রয়েছে وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ "ত্বাগুতী শক্তিকে প্রত্যাখ্যান কর"। ত্বাগুতকে প্রত্যাখ্যান না করে আল্লাহর বন্দেগী যথার্থ হবে না। আল্লাহর গোলামী ও ত্বাগুতী শক্তির গোলামী এক সাথে চলতে পারে না। মুসলমানদের আজকের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে- রাজ নীতিতে, অর্থনীতিতে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ত্বাগুতকে বহাল রেখে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর যে

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকতা চলছে একে শিরকবাদ, বৈরাগ্যবাদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

যে ত্বাগুতকে চিহ্নিত করা, উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের অন্যতম বিষয় শুধু ছিল না বরং সমস্ত পয়গম্বরের সাথে যে অপশক্তির জীবন-মরণ যুদ্ধ হয়েছে; যারা নবীদের রক্ত জমিনে প্রবাহিত করেছে, অসংখ্য নবীকে শহীদ করেছে; সে ত্বাগুতীদের পরিচয় পর্যন্ত আজ মুসলমানদের কাছে জানা নেই। এদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। সব কাফেরেরা ত্বাগুত নয়। আবার তেমনি সব মুসলমানও ত্বাগুতী কর্ম থেকে মুক্ত নয়। মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী যারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, হজ্ব কাফেলার নেতৃত্ব দেয়, পীর মাশায়েখের দরবারে বড় খাদেমদের আসন দখল করে রয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিশ্ব আশেকে ইলাহী ইত্যকার কোন নাম দিয়ে সাথে শরীফ শব্দ যোগ করে ভক্তদের দরবার জমিয়ে বসেন। আবার নিজেদের এ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ততার হাস্যস্পদ সূত্র আবিষ্কার করেন ঐ সমস্ত পুণ্যবানদের সাথে- যাঁদের সমগ্র জীবন ব্যয় হয়েছে দ্বীনের দাওয়াত, ইজতেহাদ ও ত্বাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে। এরা নাকি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রঃ), শেখ বাহা উদ্দীন নকশবন্দী (রঃ), হযরত শাহ জালাল (রঃ), মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) ও সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ) এর মত মুজাহিদে মিল্লাতদের উত্তরসূরী। এটা আমার নিকট সত্যই আশ্চর্য ঠেকে যে তৎকালিন ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ফত্ওয়া ঘোষণা করেছিলেন, যার মূল বক্তব্য ছিল যে হিন্দুস্থান 'দারুল কোফর' যেহেতু এখানে কোরআনের বিধান জারী নেই। এ অবস্থার পরিবর্তন করে আল্লাহর আইন জারী করার জিহাদে অংশ গ্রহণ সকল বালেগ মুসলমানের উপর ফরজে আইন। এ দ্বীন কায়েমের জিহাদে অংশ না নিয়ে ত্বাগুতী ব্যবস্থা যারা মেনে নেবে তারা প্রতিনিয়ত গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত থাকবে, তাদের মৃত্যু হবে না ঈমানের উপর"। যে ঘোষণা সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলো, জিহাদের জন্যে লাখ লাখ লোক বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, জিহাদ আন্দোলনের সেনাপতি মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (র) যোগ্য শিষ্য সাইয়্যেদ আহ্মদ বেরলভী (র) এর হাতে। ১৮৩১ সালে ইংরেজ, শিখ ও তাদের চর বিশ্বাসঘাতক মুসলিম নামধারীদের বিরুদ্ধে এ কঠিন জিহাদে অগণিত মুজাহিদের সাথে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন বালাকোটের রণাঙ্গনে। আফসোস্ আজকের মুসলমানেরা এত বড় মুজাহিদ কমান্ডার শহীদে বালাকোটকে অভিহিত করছে ফারসি অভিধান থেকে আসা 'পীর' নামক জীবনী শক্তি শূন্য মৃতপ্রায় এক শব্দ দিয়ে। যে শব্দটির সাথে আমাদের অনেক মহান ব্যক্তিদের নাম জড়িত রয়েছে সে সমস্ত হক্কানী পীর-বুজুর্গদের কদম বুকে রেখে বলতে চাই এ শব্দটি বর্তমানে আমাদের সামনে তুলে ধরে এমন ব্যক্তির ছবি যার হাতে নেই জিহাদের হাতিয়ার। রয়েছে একটি তসবির জপমালা, দুটি লোচন প্রায় সর্বক্ষণ থাকে মুদিত, যেন পাপাচার ক্লিষ্ট পৃথিবীটা দেখতেই চান না, কানের শ্রবণ শক্তির কিছুটা হয়তো এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তবে নির্যাতিত মানবতার আহাজারী তাতে পৌছায় বলে মনে হয় না, তার স্বীয় জিহ্বা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত। বাকশক্তি বলা যায় রহিত হয়ে গেছে, তিনি কালোকে

www.pathagar.com

কালো, সাদাকে সাদা, ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে অন্যায় বলা থেকেও পরহেজ করে থাকেন; যাতে কালোর বা অন্যায়ের শরীরেও কোন আঁচড় না লাগে। এ তথাকথিত পীর সাহেবরা রাজ নীতি করা জায়েজ মনে করেন না। মুরিদানকেও দুনিয়াদারি থেকে দূরে থাকতে নসিহত করেন, অথচ যে কালেমায়ে তাইয়্যেবার জিকির করেন তা সমস্ত রাজনীতির মূল। মুখে জি কির করছেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন হুকুমদাতা মানেন না। বাস্তবে জ মিনের উপর আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত ত্বাগুতের হুকুম বিনা প্রতিবাদে মেনে চলেন। এর বিরুদ্ধে জি হাদ এর বায়াত করাতো দূরের কথা বরং জিহাদ না করার বায়াত করান। আল্লাহ্ তায়ালা সাক্ষী কারো হৃদয়ে আঘাত দেওয়ার জন্য নয় বরং হক্ব প্রকাশের জন্যে হাজার আঘাত গ্রহণ করার জ ন্য আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে বলছি। এমনি কিছু বিরল ব্যক্তিও আমার জীবনে দেখেছি সত্যিকার অর্থে তারা বড় মুজাহিদ, মুফাক্কর ও সংস্কারক। এদের একজনকে তো এটুকু পর্যন্ত বলতে শুনেছি, 'দ্বীনের জিহাদ থেকে যে পীরগিরি আমার জন্যে বাধা সে পীরগিরি আমার পায়ের নিচে' এই বলে জমিনে পা দিয়ে আঘাত করেছিলেন। তিনি আল্ ওস্তাদ মরহুম আবদুল জাব্বার ছাহেব (রঃ) বায়তুশ শরফ। এই রকম সম্মানিত পুণ্যবানদের সকলের নাম উল্লেখ ভিন্ন আলোচনার বিষয় তবে এঁদের মধ্যে গারাঙ্গীয়ার আল উস্তাদ মাওলানা আবদুল মজিদ (র), মীরসরাই এর গৌরব আল উস্তাদ মাওলানা আবদুল গণি ছাহেব (রঃ), মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর প্রমুখ উপমহাদেশের মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত শহীদে বালাকোট সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর সঠিক উত্তরসূরীদের অন্তর্গত।

❑ ত্বাগুত

ত্বাগুত طَاغُوْتٌ শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে এসেছে। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। যে ত্বাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে দাওয়াত ও বিদ্রোহ্ সকল আম্বীয়ায়ে কিরামের গোটা জীবনের সংগ্রাম। এ অপশক্তি অগণিত পয়গম্বরের রক্ত ঝরিয়েছে। পৃথিবীর মাটি লাল করেছে দা'য়ীদের পবিত্র খুনে। এ লোকগুলি আল্লাহ্কে, রাসূলকে ও পরকালে অবিশ্বাস করেছে, শুধু একারণেই তাগুত হয়নি। ত্বাওহীদে যারা বিশ্বাস করেনি, আল্লাহ্ তায়ালার আইন যারা মানে নি তাদেরকে বলা হয় কাফের ও অবিশ্বাসী। আর যারা আল্লাহ তায়ালার জাত, সিফাত ও হক্কের মধ্যে অন্য কোন সৃষ্টির অংশ স্থাপন করেছে তাদেরকে আমরা মোশরেক ও অংশিবাদী বলতে পারি।

সত্যকে মিথ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। এরপর যে কোন ব্যক্তির সত্যকে গ্রহণ করে হিদায়াত এর পথে আসা, ঈমানদার হওয়া অথবা গোমরাহির উপর থেকে কাফের, মোশরেক ও মোনাফিক থাকা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে ত্বাগুতকে পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা পর্যন্ত কোন লোকের ঈমানবিল্লাহ এর দাবী পরিষ্কার ভাবে মিথ্যা। কোরআন এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে–

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۔ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ

www.pathagar.com

وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ـ وَاللّٰه سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ (سورة البقرة)

'দ্বীনের বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই, নেই কোন জবরদস্তি। নিশ্চয়ই হেদায়াতকে সমুজ্জ্বল করা হয়েছে গোমরাহির অন্ধকার থেকে। যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করেছে ও তার সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছেদন করেছে অতঃপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ তায়ালার উপর, সে এমন মজবুত রশি ধারণ করল যা কখনও ছিঁড়ে যাবে না। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"

(সুরাঃ বাকারা- ২৫৬)

মেহেরবান প্রভু নিজ বান্দাহকে নাফরমানির এতটুকু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে সে স্বীয় প্রভুকে অস্বীকার করে, তার বিধানকে অমান্য করে কাফের ও মোশরিক হয়ে থাকতে পারবে। পারবে তাদের মিথ্যা দেবতার পুজা অর্চনা করতে। কিন্তু আশ্চর্য, খোদার দেয়া নাফরমানির এত বিস্তৃত অধিকারের উপরও যারা খামোশ হয়নি বরং এর সীমাও লঙ্ঘন করেছে তারাই ত্বাগুত। যারা আল্লাহর আইন ও তার বিধানকে শুধু অস্বীকার করেনি বরং নিজেরাই মানুষের জ ন্যে আইন তৈরী করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে নিজেদের তৈরী আইন ও কানুনের শিকল দিয়ে বন্দি করেছে আল্লাহর বান্দাদের। এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রেখেছে মানুষ যেন তাদেরই আইন মেনে চলতে বাধ্য হয়। মোমেনেরা যেমন আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করে তারই বিধান জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জিহাদ করছে। অপর দিকে খোদার দুনিয়ার বিস্তৃত অংশে আজ ত্বাগুত নামক মিথ্যা খোদার অনুসারীরা আল্লাহ্ তায়ালার কানুনের স্থলে তাদের মানবীয় প্রভুর আইন কায়েম করার যুদ্ধে লিপ্ত। এ ত্বাগুতী চক্রের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন মুমেনদের উপর।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ـ

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর তারা তো আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার পথে লড়াই করছে। আর যারা আল্লাহতে অবিশ্বাস করেছে, বিশ্বাস করেছে ত্বাগুতের উপর, তারা তো সংগ্রাম করছে ত্বাগুতের আইন কায়েমের পথে। শয়তানের এ চেলাদের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই কর। এদের চক্রান্ত দুর্বল"। (বাকারা-১৫৬)

এ ত্বাগুতেরা সকলেই মানুষ। এদের কোন ধর্ম, বর্ণ, নেই এদের নাম থেকেও বুঝার উপায় নেই। এদের আচরণ প্রমাণ করবে যে এরা ত্বাগুতী শক্তি; যেমন মিশরের ফিরাউন ত্বাগুত। কোরআন যেমন বলেছে اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى "হে মুছা ফিরআউনের কাছে দাওয়াত পৌছাও। সে একজন সীমালংঘনকারী- ত্বাগুত"। সে নবী (আঃ) আগমন এর ভয়ে

www.pathagar.com

অসংখ্য মায়ের সন্তান হত্যা করেছে। নিজকে রব দাবী করে জমিনে সৃষ্টি করেছিল ফেসাদ। আবার একই মিশরের মাটিতে মুসলমান নাম গ্রহণকারী জামাল আবদুল নাসেরও ছিল ভয়ংকর ত্বাগুত। মিশরের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিল তারই জুলুমের শাসন, খোদার আইন প্রতিষ্ঠাকারীদের অকাতরে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছিল। শুধু তার নির্দেশে ৪০ হাজার ইখওয়ানুল মুসলেমুন এর নেতা কর্মীদের শহীদ করা হয়েছে। এদের মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত মোফাচ্ছিরে কোরআন শহীদ সাইয়েদ কুতুব, বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ শহীদ আবদুল কাদের আওদার মত ব্যক্তিত্বও রয়েছেন। আজ ত্বাগুতী শক্তি শুধু আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইসরাইল ও ভারতসহ অমুসলিম দুনিয়ার ক্ষমতা দখল করেনি বরং মুসলিম দুনিয়ার গুটি কয়েক রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে প্রায় সবকটি আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্ব ত্বাগুতের হাতে জিম্মী। এখানে মুসলমান ও অমুসলমান শাসকদের মধ্যে নাম ছাড়া পার্থক্য নেই। মিশরের জালেম নাসের ও ফিরআউনের মধ্যে যেমন পার্থক্য শুধু নামের। এরা কেউ খোদার আইন জমিনে কায়েম হতে দেয়নি ও দিচ্ছে না। এদের মধ্যে তুর্কির প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মধ্যে কি পার্থক্য? বরং তুর্কিতে যেখানে চেহারায় নেকাব দেয়ার অপরাধে পার্লামেন্ট সদস্যার নাগরিকত্ব হারাতে হচ্ছে সেখানে খোদার বিধানের জন্যে কি কঠিন ও সংকীর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে অনুমেয়।

তাই ত্বাগুতকে শুধু চিহ্নিত করলে দায়িত্ব শেষ নয়, এদের ব্যাপারে যথার্থ করণীয় বিষয়ে উদাসীন থাকার সময় ঈমানদারদের নেই। প্রতিষ্ঠিত এ ত্বাগুতী চক্রকে সমর্থন করা, এর জন্যে হায়াতের একটি মিনিট ব্যয় করা, এর সমর্থনে একটি শব্দ উচ্চারণ করা, একটি বাক্য কাগজে লিখা, মালের একটি কপর্দক ব্যয় করা, এদের অত্যাচারের ভয়ে নিরপেক্ষতার নামে নিশ্চুপ থাকা, এমনকি এদের সহানুভূতির এক দানা গ্রহণ করা, শুধু হারামই নয় বরং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর।

❑ ত্বাগুতদের শ্রেণী

উপরে ত্বাগুতের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তাতে এদের কোন শ্রেণী বা সংখ্যা নির্ণয় করা এক কঠিন ব্যাপার। মানব জীবনের প্রতিটি অংগনেই এদের অবস্থান। যেমন ধরুন, অর্থনীতিতে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে যারা অর্থনৈতিক মতবাদ রচনা করেছে, সে মতবাদ কবুল করে তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কোটি কোটি মানব জীবন হত্যা করেছে। হোক পুঁজি বাদী বা সমাজবাদী এরা অর্থনীতিতে ত্বাগুত। ঠিক তেমনি রাজনীতিতে, আইন ও আদালতে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও ত্বাগুতী শক্তি আসন গেড়ে রয়েছে।

নিম্নে ত্বাগুতী বিভীষিকার একটি মৌলিক শ্রেণী বিন্যাস দেয়া হলো উপলব্ধির সুবিধার্থে :

- **প্রথমত :** সৃষ্টির প্রথম ত্বাগুত 'ইবলিস'। যে আল্লাহর হুকুমের সরাসরি বিরোধীতা করেছে। নিজে শুধু নাফরমানী করেনি বরং আদম ও জ্বীন শ্রেণীকে আল্লাহ তায়ালার

www.pathagar.com

বন্দেগীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বানাবার শপথ করেছে।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

অর্থাৎ "হে প্রভু, তোমার ইজ্জতের কসম! অবশ্যই আমি তোমার সমস্ত বান্দাহদের আমার গোলাম বানাব তবে মোখলিস বান্দাদের বিষয়টি ভিন্ন।" (সূরাঃ সোয়াদ- ৮২)

সে যদিও অদৃশ্য কিন্তু সমস্ত ত্বাগুত শক্তির আদি গুরু। সে আল্লাহ্ তায়ালার লানতগ্রস্ত। তার সমগ্র জীবনের ইবাদত বন্দেগী সবই এ অপরাধের অনলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সমস্ত দুনিয়ার কুফরী শক্তিকে আমি সাক্ষাত শয়তানী ত্বাগুতের অন্তর্ভুক্ত করে এদের আর শ্রেণী বিভাজন করতে চাইনে। এবার আমি মুসলমান নামধারীদের মধ্যে ত্বাগুতের বিন্যাস করতে চাই।

- **দ্বিতীয়ত:** যারা আল্লাহ তায়ালার নির্ভুল ও চিরন্তন ও শাশ্বত বিধানের ভুল আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে ও বদলিয়ে দিয়েছে খোদার বিধানকে– এরা ইসলামী পারিবারিক আইন, মিরাসী বিধান, তালাকের ও ইদ্দতে'র সময়, বিবাহের বিধান, অর্থনীতি, সুদী লেনদেন, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তন করে নতুন করে নিজেরা আইন রচনা করেছে ও কার্যকর করেছে, যারা আল্লাহর ঐ কিতাবকে পরিবর্তন করল যার প্রতিটি শব্দ অলংঘনীয় আইন– এরা সুস্পষ্ট ত্বাগুত। এদেরকে মুসলমান মনে করা শুকরকে ছাগল মনে করার সমতুল্য। যে কথা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনের পরিচয় দিলেন–

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۔

"এটা সে কিতাব যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।" এ জালেমেরা নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনাকে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

- **তৃতীয়ত :** ত্বাগুতের তৃতীয় শ্রেণীতে ঐ সমস্ত লোক অন্তর্ভুক্ত যারা খোদার নাযিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের রচিত *Roman law* বা *British law* তে মানুষের পারস্পরিক জীবনের বিচার ফায়সালা করে। মানব জীবনের যত অপরাধ রয়েছে– চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, জেনা, ব্যভিচার, আত্মসাৎসহ সবকিছুর জন্যে কোরআনের দণ্ডবিধি রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বিচার এর বিধানকে অবজ্ঞা করে যে *Court* মানুষের রচিত বিধানের ভিত্তিতে রায় দেয়, এরপর যারা অনৈসলামী আদালতকে বিচারক বলে মেনে নিয়ে আল্লাহ্র হাকিমিয়ত অস্বীকার করে মানুষকে বিচারক স্বীকার করে নিয়েছে এরা ত্বাগুত ও ত্বাগুতের অনুসারী। এ কুফরী ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন চেষ্টা না করে যারা নির্বিবাধে মানুষের আইনের ফায়সালা দেয় ও ফায়সালা চায় আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন পাকে এদেরকে কাফের, ফাসেক ও জালেম বলেছেন–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ...

www.pathagar.com

"যারা আল্‌লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা জালেম কাফের"।

- **চতুর্থত :** আর এক শ্রেণীর ত্বাগুতী চক্র রয়েছে যারা দাবী করে তারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র আবার উপর তারা আল্লাহর দিকে মানুষকে আসতে বাধা প্রদান করছে। তাদের জবান, জীবন, তাদের কলম ও তৎপরতা যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত রয়েছে আল্লাহ তার রাসূল ও আল কোরআনের বিরোধিতায়। এরা মানুষদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে নিজের ক্ষমতার দিকে, তার বিশেষ দলের দিকে, বা তার প্রিয় জালেম নেতার আদর্শের দিকে। এর জন্যে তারা মিডিয়ার সমস্ত শক্তি কাজে লাগাচ্ছে আর ব্যয় করছে কাড়ি কাড়ি অর্থ।

  খোদার বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে মানুষের আইনের পক্ষে প্রচারণা, তা প্রতিষ্ঠার জন্যে জ নমত সৃষ্টি, জান ও মালের কোরবানী দেয়া ও দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সব ত্বাগুতেরই কাজ। এদের সালাত, সিয়াম, হজ্ব এগুলো অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতা বৈ আর কিছু নয়।

নবীজি (দঃ) বলেন–

قَالَ قَالَ ﷺ مَنْ دَاعَ بِدَعْوَا الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔

"যে ব্যক্তি মানুষদেরকে খোদার বিধান ছাড়া অন্য কোন আদর্শ নামের জাহেলিয়াতের দিকে ডাকে সে নিকৃষ্ট জাহান্নামী যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা পালন করে ও নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় প্রদান করে।" (মুসনাদে আহমদ)

- **পঞ্চমত :** মুসলমানদের মধ্যে আরও একশ্রেণীর ত্বাগুত রয়েছে সবচেয়ে মারাত্মক। এরা ধর্মীয় নেতৃত্ব দিচ্ছে। লোকেরা এদেরকে বুজর্গ বলে অন্ধভাবে সম্মান করে। লাখ লাখ লোক এদের হাতে বায়াতও গ্রহণ করে কিন্তু এ লোকদের পুরো চরিত্র রাসূলের যুগে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আহবার ও রোহবানদের মত। হক্কানী পীর ও মাশায়েখদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ও তাদের কোরবানী স্মরণ রেখে ভণ্ডদের ব্যাপারে বলতে চাই, এরা আল্‌লাহর কিতাব এর আয়াত গোপন করে। প্রতিষ্ঠিত ত্বাগুতের বিরুদ্ধে ফত্‌ওয়া দেয় না বরং এরাও দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে কাফের ও আকিদা ঠিক নেই বলে ফতওয়াবাজি করে। এই জালেমেরা দ্বীনের সঠিক রাহবার ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধেও আপত্তিকর মন্তব্য করে। এরা আল্লাহর কোরআন শেখায় না ও বুঝতে বলে না বরং বিশেষ তাসবিহ ও তাল্‌কিনকে কোরআনের ফরজের উপর গুরুত্ব দেয়। এদের অনেকেই দ্বীনের জ্ঞানশূন্য ও অন্ধ অথচ এরপরও তারা পূর্বপুরুষের খান্দানী গদি দখল করে বসে– বণিকের পুত্র যেমন তার পিতার দোকানের প্রতিষ্ঠিত গদিতে বসে। খোদার বিধান দুনিয়ায় জারী করা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ এদের কাছে তার কোন গুরুত্ব নেই। এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি বিশেষ দিনে ওরশের জমজমাট অনুষ্ঠান। নবীজি (সঃ)

সুন্নাতের মিনার ভেঙ্গে তারা নির্মাণ করছে বিদায়াতের ভাস্কর্য।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ سورة التوبة

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তাদের পীর পুরোহিতদের অনেকে অন্যায়ভাবে মানুষের মাল লুণ্ঠন করছে। তারা মানুষদের জন্যে খোদার পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা"। (তাওবাহ- ৩৪)

এ ত্বাগুতেরা আজ দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে কঠিন দেয়াল। বাতিলেরা এদের পেটের সুস্বাদু অন্ন, পরিধানের দামী জামা, মাথার লম্বা পাগড়ি, স্বীয় বালাখানার ইটের যোগান দেয়। তাই বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের হায়াতের চাইতে দ্বীনের জন্যে তাদের মরণ আজ শ্রেয়।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে তামাম পয়গম্বর (আঃ) এর দাওয়াতের মূল ছিল তাওহীদ। বলতে গেলে গোটা ইসলামের বিশাল বৃক্ষ– যার শিকড় ভূমির নিম্নদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আর যার অসংখ্য ডালপালা মহাশূন্যকে ঘিরে আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত ইহা 'তাওহীদ' নামক বিচির বিকশিত বৃক্ষ। এর দাবী হচ্ছে জীবনের বিশালক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌রই আনুগত্য, উপাসনা ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হবে আর উৎখাত করতে হবে ত্বাগুতকে– জীবনের প্রতিটি অংশ থেকে।

❑ নবীদের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

সকল ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া আছে। বিজ্ঞানী নিউটন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে *"Every action has an equal and opposite reaction"*. প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি বিপরীত ও সমশক্তি সম্পন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

সকল নবীর দাওয়াত তাদের গোটা জনপদে প্রচণ্ড ও ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে মহান কাবার পাদদেশে অবস্থিত পবিত্র ছাফা পাহাড় এর মঞ্চ থেকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (দঃ) তাওহীদের যে দুনিয়া কাঁপানো ডাক দিয়েছিলেন তাতে সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল। জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার বছরের জাহেলিয়াতের প্রাসাদ সে কম্পনে প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠেছিল। সশব্দে ভেঙ্গে পড়েছিল মিথ্যা খোদার বালাখানা। তাদের দাওয়াত মানব গোষ্ঠীকে দু ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল। একদল মানুষ নবীদের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল। নবুয়তকে সাহায্য করার জন্যে সকল নির্যাতন বরদাশত করার জন্যে এগিয়ে এল। আর একদল তাদের গোমরাহীর উপর বাড়াবাড়ি করেছিল।

যে ত্বাগুতী শক্তি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ভাবে মানুষদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল নবীগণ সে গোলামীর জিন্দান ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, তাই কায়েমী স্বার্থবাদীরা নবীদের বিরোধীতা করেছিল।

www.pathagar.com

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ

"নবীদের দাওয়াত এর ফলে একদল মানুষ গোমরাহী থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে হেদায়াত লাভ করল আর একদল হেদায়াত কবুল না করে গোমরাহীর উপর জেদ ধরল"। (সূরা আন্ নাহাল-৩৬)

এ প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও দাওয়াতী ক্রিয়ারই ফল। জমিনে যদি প্রচণ্ড ঘূর্ণি বাতাস বইতে থাকে তবে কি গাছের পাতা নড়বে না, ডালপালা ভাঙবে না? শত বছরের জুলুমের টিউমার এর উপর অস্ত্রোপচার করা হবে অথচ তার রক্ত ক্ষরণ হবে না? ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেয়া হবে অথচ বিষাক্ত ভিমরুল কি হুল ফুটাতে এগিয়ে আসবে না? এটা কি করে সম্ভব? তাওহীদের ধারালো তরবারি দিয়ে ত্বাগুতের নাক কাটা হবে, কান ছিঁড়া হবে আর চোখ তুলে ফেলা হবে অথচ তাদের আর্ত চিৎকার শুনা যাবে না? এ প্রতিক্রিয়া সকল যুগে সকল পয়গাম্বরের জীবনে সংঘটিত হয়েছে। যে দাওয়াতের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, ত্বাগুতের গায়ে কোন আঁচড় লাগে না, আল্লাহকে রাজি রাখতে চায় আবার শয়তানকেও নারাজ করে না; যাঁরা আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত দেবে ত্বাগুতের ব্যাপারে চুপ থাকে। খোদার কছম! এটি কোন নবীর দাওয়াত নয়। নবীদের চাইতে উত্তম চরিত্রের কোন মানুষ পৃথিবী কি চিন্তা করতে পারে? তাদের চাইতে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদান কেউ কি ভাবতে পারে? এ উত্তম চরিত্রের মানুষগুলো ততদিন পর্যন্ত কওমের সকলের নিকট প্রিয় ছিল, ছিল 'আল্ আমীন', 'আস্ সাদেক'। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা দাওয়াত প্রদান করলেন ও তাওহীদের দিকে ডাক দিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে নবীদেরকে কঠিন ও ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একান্ত আপন ও পরিচিতদের মধ্যে থেকে প্রথম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোন নবীর ক্ষেত্রে হয় নি এর কোন ব্যতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা আফসোস করে বলেন –

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۔ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِؤُنَ ۔

سورة يـــس

অর্থাৎ "আফসোস্ আমার বান্দাদের জন্যে, তাদের কাছে এমন একজন রাসূলও আসেনি যাকে তারা উপহাস করে নি"। (সূরাঃ ইয়াসীন- ৩০)

❑ প্রতিক্রিয়ার ধরণ

নবীদের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও এর মধ্যে একটি অভিন্ন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

কওমের রাষ্ট্রশক্তি, আমলা ও ধর্ম ব্যবসায়ী ত্বাগুত চক্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রথমে দা'য়ীকে ও তাদের দাওয়াতকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

নবীদেরকে তারা ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছে। আর বলেছে, এরা আগে ভাল ছিল; এখন এদেরকে জ্বীনে পেয়েছে। এরা পাগল ও যাদুকর। মানুষদেরকে তারা বলেছে এরা নবুয়ত

www.pathagar.com

দাবীদার, অথচ লোকগুলি আমাদের মতই মানুষ। এরা খানা খায়, হাট বাজার করে, বিয়ে শাদী করে, এদেরকে আঘাত করলে রক্ত ঝরে, এরা অতিকষ্টে দিনাতিপাত করে, এরা নবী নয়। মানুষ নবী হতে পারে না। নবী হলে এদের সাথে সম্পদের পাহাড় হাঁটত, অতিপ্রাকৃতিকতার ছড়াছড়ি দেখা যেত। একথাগুলি মৌলিকভাবে হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) সকল আম্বিয়াদের জীবনে এসেছে।

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

ذارية ـ ٥٢

"এই ভাবে আপনার পূর্বেও এমন একজন রাসূল আসেন নি যাকে তাদের জাতি যাদুকর বা উম্মাদ বলে উপহাস করেনি"। সূরা জারিয়াহ- ৫২

কোরআনে কারিমে ১ লাখ ২৪ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে মাত্র ত্রিশ এর মত নবী ও রাসূলের আলোচনা হলেও আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত পয়গম্বরের দাওয়াতের সাথে কওমের এ অভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। সকল নবীর নাম আর নবীদের দাওয়াতকে তারা বলত 'এটি ক্ষমতা দখলের কারসাজি'। আশ্চর্য লাগে, নূহ (আঃ) মানব সভ্যতা বিকাশ যুগের নবী। সে যুগের লোকেরাও দাওয়াতের বিরোধিতায় পয়গম্বরকে ব্যক্তিগতভাবে উপহাস, ঠাট্টা বিদ্রুপ, শারীরিক নির্যাতন, নির্যাতনের উপর নির্যাতন, হত্যার ষড়যন্ত্র কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। এমনকি কওমের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী ও লুটেরার দল নবীদেরকে সমাজের অসহায় সম্পদহীন, দুর্বল, তাদেরই মত সাধারণ মানুষ, পাগল, জ্বীনগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী বলে উপহাস করেছে, নবীদের ও তাদের উপর ঈমান গ্রহণকারী মোমেনদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও জুলুমের যে দীর্ঘ ও করুণ ইতিহাস– ইহাই মানব জাতির ইতিহাস।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ فَقَالَ الْمَلَؤُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ـ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ـ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ـ (سورة المؤمن ٢٣ ـ ٢٤)

"আমি যখন নূহ (আঃ)কে তার জাতির নিকট নবুয়তের দায়িত্ব সহ পাঠালাম তিনি এই বলে দাওয়াত দিলেন, হে জাতি! তোমরা আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি সতর্ক হবে না? অতঃপর জাতির প্রতিষ্ঠিত ত্বাগুতী নেতৃত্ব

www.pathagar.com

বলল, হে লোক সকল! এ নূহ নাকি নবী। সেত আমাদের পরিচিত মানুষ বৈ তো আর কিছু নয়। সে আমাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়। আল্লাহ্ যদি রাসূল পাঠাবেন তবে মানুষ কেন? তিনি তো ফিরিশতা পাঠাবেন রাসূল হিসাবে, এ লোকটি এমন কথা বলছে যা আমাদের বাপ দাদারা শুনেনি, আসলে লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, অপেক্ষা কর আমরা দেখাচ্ছি।

(সূরা মুমিন- ২৩ -২৪)

প্রবন্ধের বিস্তৃতির কথা চিন্তায় না থাকলে কোরআনে যে সকল পয়গম্বরের আলোচনা রয়েছে সকলের দাওয়াতের বক্তব্য ও কওমের প্রতিক্রিয়ার আয়াত চয়ন করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা যেত। তাই শুধু একটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। প্রণিধানযোগ্য বিষয়টি এই যে সকল যুগের নবীদের সাথে কওমের আচরণ ও অভিযোগগুলো অভিন্ন ছিল।

❑ প্রতিক্রিয়ার অভিন্ন রূপ

(ক) প্রত্যেক কওম থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা নবীর উত্থান ঘটিয়েছেন।
(খ) কোন জাতি এমন ছিল না যাদের মাঝে নবী পাঠানো হয়নি।
(গ) দাওয়াত এর মূল ছিল 'তাওহীদ'।
(ঙ) দাওয়াত প্রদানের সাথে সাথে ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।
(চ) নবীদেরকে সাধারণ মানুষ বলে বার বার প্রত্যাখান করা হয়েছে।
(ছ) মানুষ জাতি থেকে নয় তারা নবী চেয়েছে ফিরিশতা জাতীয় অথবা অতিমানব জাতীয় কোন সম্প্রদায় থেকে।
(জ) নবীদের দাওয়াতকে ক্ষমতা দখলের কারসাজি, বাপ দাদাদের প্রচলিত রীতির বিরোধী ইত্যাদি বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
(ঝ) নবীদেরকে পাগল, জ্বীনগ্রস্ত, মাতাল ও সাধারণ ও নগন্য মানুষ বলে উপহাস করা হয়েছে।
(ঞ) নবীদেরকে সামাজিক ভাবে বর্জন, শারীরিক নির্যাতন ও হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
(ট) প্রায় সমস্ত নবীকে মুহাজির বানানো হয়েছে।
(ঠ) নবীদের দাওয়াত জনগোষ্ঠীকে সত্য গ্রহণকারী ও প্রত্যখ্যানকারী দু'দলে বিভক্ত করেছে।
(ড) দুর্বল, মজলুম, স্বচ্ছ মনের অধিকারী লোকেরা দাওয়াতে প্রথম সাড়া দিয়েছে।
(ঢ) ক্বায়েমী স্বার্থবাদী গ্রুপ, রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী, সম্পদের মালিক ও ধর্মীয় ত্বাগুতেরা নবীদের দাওয়াত সকল যুগে রুখে দাঁড়িয়েছে।
(ণ) নবীদের সাথী ঈমানদারদের উপর অকথ্য নির্যাতন, জেল, জুলুম, হাত-পা কেটে অমানবিকভাবে হত্যা ও ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দেয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।

মানব জাতির প্রথম যুগে নূহ (আঃ)-এর জামানায় যা হয়েছিল তার হাজার হাজার বছর পরে আজকের যুগেও নবীদের দাওয়াত প্রদানকারীদের সাথে জাতির জালেমদের আচরণের কোন পার্থক্যই নেই। আর একথাও মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে লাখ পয়গম্বরের জীবনে দ্বীনি দাওয়াতের যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, যে মনযিল গুলো তাঁদের সামনে একের পর এক হাজির হয়েছিল যা কোরআনে করিমে চিহ্নিত রয়েছে আজকের যুগেও নবীওয়ালা সে কাজ,

www.pathagar.com

দাওয়াতের সে ভয়াল পথে কোন পথিক বা কাফেলা যদি যাত্রা শুরু করে তাদের সামনে ঐ চিহ্নিত উপহাস, বিদ্রুপ, নির্যাতন ও যুলুমের মাইল ফলকগুলো একের পর এক আসতে থাকবে। সচেতন পথিক প্রতিটি মঞ্জিলে আখেরী রাসূলের (সঃ) এর হেঁটে যাওয়া পবিত্র কদমের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাবে যা তাকে সামনে চলার সাহস জোগাবে আর পথের হাজার বাঁকে সঠিক পথের উপর থাকার নিশ্চয়তায় তার মনকে করবে এতমিনান ও নিঃশঙ্ক।

কোন পথিক যদি ঐ পথে চলতে গিয়ে সে পথের চিহ্নিত মঞ্জিল সমূহের সাক্ষাত না পায়, ভিন্ন কিছু দেখতে পায় তবে সে পথিক নবীদের দাওয়াতী পথে চলছে, এটা কিভাবে বলব?

সে কাবার মুসাফির হলে কি হবে, চলছে কিন্তু তুর্কিস্তানের পথ ধরে। এ পথিক সমগ্র জীবন চলার পরও মনযিলের নিকটে আসবেনা বরং তার চলা তাকে নিয়ে যাবে মনযিল থেকে দূরে বহু দূরে।

❑ অশুভ প্রতিক্রিয়ার শুভ প্রতিক্রিয়াঃ

আলোচনায় এসেছে আম্বিয়া কেরামের দাওয়াতে তাওহীদের কি লোমহর্ষক প্রতিক্রিয়া জমিনে সংঘটিত হয়েছিল। এবার আমি আলোকপাত করতে চাই সে প্রতিক্রিয়ার কি সুদূরপ্রসারী ও কল্যাণপ্রদ প্রতিক্রিয়া ময়দানে তাওহীদে হয়েছে। সত্যি তা আলোচনারই এক বিষয়। হৃদয়ের কন্দরে হাজার কথা ব্যক্ত হওয়ার জন্য আকুতি করছে। আমি জানি তা ব্যক্ত করা যাবে না। সেগুলো গলিত লাভার চাইতেও উত্তপ্ত। স্থান ও পরিসর বিবেচনা করে আমি অতি সংক্ষেপে এ নিয়ে বলতে চাই। কোন আদর্শবাদী আন্দোলনের কর্মীদের উপর নির্যাতন জুলুম ও অত্যাচার সে আন্দোলনকে থামাতে পারে না। পর্বতের গা বেয়ে যে ঝর্ণাধারা বয়ে চলছে সাগরের পানে– পথের দুর্গমতা, পাথরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাকে করে তোলে আরো উম্মাদ ও বেগবান।

- অমানিশার অন্ধকার যত গাঢ় থেকে গাঢ়তর হবে– তা হতাশার কোন কারণ নয় বরং তাই জন্ম দেবে প্রভাতের হাসি। প্রসবের বেদনা যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হবে সন্তান লাভের আনন্দ ততই নিশ্চিত হবে। চিকিৎসকেরা প্রসূতিকে বেদনার ঔষধ দেন, কারণ বেদনাই বেদনার উপশম। মরিচা ধরা লোহাটিকে হাতিয়ার বানানোর জন্যে কর্মকার উহাকে প্রচণ্ড আগুনে পুড়ে লাল করে পিটাতে থাকে। লোহাকে নিখাত করার জন্যে আগুনে পোড়া আর আঘাতের পর আঘাত দেওয়ার কোন বিকল্প নেই।
- বিশ্বব্যাপী একটি বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে আখেরী নবী (সঃ) আগমন করেছেন। জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত জীবন ব্যবস্থা তাঁকে ভেঙ্গে ফেলতে বলা হয়েছে। কারণ এগুলোর মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। তার উপর বিশ্বব্যাপী, অনাদিকালের Foundation দিয়ে নূতন বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণের জন্যে তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কাজের জন্যে সারা দুনিয়া ব্যাপী শুরু করতে হবে ভাঙ্গনের এক মহা অভিযান। এ কাজের জন্যে লোকগুলোকে নবীজি (সঃ) মক্কী জীবনের কঠিন নির্যাতন আর জুলুমের ময়দান থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন যাদের বেঁধে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। গলায় রশি লাগিয়ে

www.pathagar.com

মক্কার খরতপ্ত পাথরের উপর টানা হয়েছে। ফাঁসির মঞ্চে আর গুলির উপর চড়ানো হয়েছে। ছেড়ে দেয়া হয়েছে টগবগে তেলের ডেকচিতে। এতকিছুর পরও যারা ঈমানের উপর মরণ কবুল করেছে। ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়ে জীবন কবুল করেনি। নিশ্চিত মরণ সামনে দেখে যারা উম্মাদ হয়ে আগুয়ান হয়েছে ঈমানের দিকে। এই লোকগুলো বাছাইয়ের জন্যে নির্যাতনের কোন বিকল্প ছিল না। লোক বাছাইয়ের এ যেন খোদায়ী তারবিয়াত। নির্যাতন প্রতিক্রিয়ার সার্থক ও সাক্ষাত ফল তা-ই ছিল।

- আগুনকে আঘাত করলে অনল কণাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, নিভে যায় না। প্রচণ্ড অমানুষিক নির্যাতন আর পাশবিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাহাবীদের নবীয়ে আকরাম (সঃ) হিযরতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কয়েক জন সাহাবী হযরত জাফরের (রাঃ) নেতৃত্বে আফ্রিকায় শুধু জীবন রক্ষার জন্য হিযরত করেননি বরং নাজ্জাসীর দরবারে তারা জ্বালিয়েছিলেন দ্বীনের মশাল। জুলুমের প্রতিক্রিয়া এত সফল হয়েছিল যে মদীনার ভূখণ্ড দ্বীনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল আর মদীনার আনসারেরা মজলুমদের সাহায্যের জন্যে আকাবার বায়াত করেছিলেন।

  অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে তা আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বের দিকে দিকে।

- জুলুমের আরও একটি ভাল প্রতিক্রিয়া এই যে, এটি বিপ্লবী আন্দালনকে আরও জঙ্গী ও লড়াকু করে এবং দুর্জয় শক্তিতে বলিয়ান করে। কঠিন ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার জন্যে তাদেরকে আরও সহিষ্ণু করে। ভীরু, কাপুরুষ, সুবিধাভোগী, মোনাফিকদের ছাঁটাই করে দেয়। যাদের বের হয়ে যাওয়া বিপ্লবের দেহকে যক্ষার জীবাণু থেকে মুক্ত করে সুস্থ করার নামান্তর। আপাত দৃষ্টিতে খুবই কষ্টদায়ক মনে হলেও বিপ্লবী আন্দোলনকে সুস্থ করার ও তার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার এবং বাতিলের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রয়োজনে আন্দোলনকে একটি দীর্ঘ সময় ধরে বেদনার কঠিন মঞ্জিলগুলো একের পর এক জয় করতে হবে। তাদেরকে পার হতে হবে জনমানব বিহীন বৃক্ষলতা শূন্য সাহারার তপ্ত মরু। জীবন ধারণের সমস্ত উপায় উপকরণ কেড়ে নিয়ে সৃষ্টি করা হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবরোধ ও বয়কট। বিপ্লবীরা গাছের পাতা খেয়ে, অনাহারের পর অনাহারে থেকে পেটে পাথর বেঁধে জীবন কাটাতে তারা অভ্যস্থ হয়ে উঠে। তাদেরকে হত্যা করা যায় কিন্তু বশীভূত করা যায় না।

- প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাদের সাজানো সংসার লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হবে, তাদের অবোধ শিশুদের ক্রন্দন, প্রিয়ার চোখের অশ্রু জালেমের হৃদয়ে কোন অনুভূতি জাগাবে না। তাদেরকে ফেলে দেয়া হবে আফ্রিকার গহীন বনে, আন্দামানের দ্বীপাঞ্চলে, অথবা সাইবেরিয়ার হিমাঞ্চলে। জালেমরা জানে না প্রতিকূল পরিস্থিতি আন্দোলনকারীদের জন্যে অনুকূল। জালেমেরা নিজেদের অবস্থা দিয়ে ওদেরকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বারবারই ভুল করেছে। মোমেনেরা তাদের মত মানুষ হলেও এদের প্রজাতি ভিন্ন। এরাতো

www.pathagar.com

তাদের উত্তরসূরী যারা জালেমদের সৃষ্ট অনল কুণ্ডে বেঁচে থাকে দিনের পর দিন। এদেরকে আগুনে ফেলা যাবে কিন্তু জ্বালানো যাবে না। এরা মহাসাগরের তলদেশে মাছের পেটে জীবিত থাকে। এদেরকে গিলে ফেলা যাবে কিন্তু হজম করা যাবে না। এ নির্যাতনে ও জুলুমে এদেরকে পরাজিত করা যায় না বরং জালেমেরাই তাদের কাছে বরণ করে সার্বিক পরাজয়।

- দাওয়াতের উপর নির্যাতন, জুলুম ও অত্যাচার এর আরও সুফল এই যে, তা নিজেই আর একটি দাওয়াত।

মুমেনদের উপর যখন জুলুম এর আনুষ্ঠানিকতা চলতে থাকে, তা উপভোগ করার জ ন্যে উৎসুক জনতার ভীড় জমে। জালেমেরা তাদের হাত পা বেঁধে প্রহার করতে থাকে, শরীর কেটে কেটে রক্ত ঝরে আর তাদের জবান কোরআনের আয়াত উচ্চারণ করে। জ্বলন্ত অনলের বিছানায় জীবন্ত মানুষ পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে– চর্বি গলে কয়লাগুলো দেহে ঢুকে যাচ্ছে সে অবস্থায় 'আহাদ আহাদ' চিৎকার শত শত দা'য়ীর দাওয়াতের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। ফিরআউনের যাদুকরেরা যখন মূছা (আঃ) এর খোদার উপর ঈমান আনল, ফিরআউন রেগে তাদের সকলের একহাত ও একপা কেটে শুলিতে চড়াতে আদেশ দিলে তারা শুলের উপর ঘোষণা দিলেন :

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ـ

"হে প্রভু! আপনি আমাদেরকে নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণের তাওফিক দিন ও মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুদান করুন" আরাফ - ১২৬

তাই বলছিলাম জ্বলন্ত আগুনে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকা শরীরের এক একটি অংশ খুলে নিলেও ঈমানের উপর ছাবেত থাকাই হাজার হাজার দা'য়ীর দাওয়াত এর চেয়ে শক্তিশালী। অসংখ্য কিতাব রচনার চেয়েও তা প্রভাবশালী। আশ্চর্য এই যে, তাদের দাওয়াতের অব্যর্থ তীর যারা তাদের উপর জুলুম করে ও জুলুমের দৃশ্য উপভোগ করে তাদের কঠিন হৃদয়কে বিদ্ধ করে দেয়।

- প্রতিক্রিয়ার রয়েছে আরও ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া এ মজলুম ও 'মোস্তাদ আ'ফিনে'রা প্রতিষ্ঠিত জালেম ও ত্বাগুতী শক্তির জন্যে এক ভয়াল বিষয়। এরা তাদের জন্য এক একটি বোমা, টর্পেডো ও মাইনের চাইতেও ভয়ংকর। একটি জীবন্ত ও শক্তিশালী বোমাকে লাথি মারা, আঘাত করা আঘাতকারীর জন্যে কি ভয়াবহ বিষয়! দা'য়ীদের উপর আঘাতের ফলে আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জালেমদের তখতে তাউস। যাদের ছিল সুরম্য দালান কোঠা, পাথর কেটে কেটে যারা নির্মাণ করেছিল সভ্যতার মিনার। মানুষগুলোও ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। এদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। এরা শুধু দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেনি দা'য়ীদের খুন করে তাদের রক্তের উপর উল্লাস করেছিল। অতঃপর প্রভুর গজবের বোমা বিস্ফোরিত হলো। কারণ দা'য়ীদের খুন করলে

www.pathagar.com

কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ তারাই জাতির জীবন। গজব যখন আসল তখন একজনকেও রেহাই দেয়া হয়নি। জালেম, জুলুমের সহযোগী, উপহাসকারী ও নিরপেক্ষতার নামে জুলুমের নীরব সমর্থনকারী ও তাদের সহায় সম্পদ সমস্ত কিছু এভাবে নিশ্চিহ্ন হলো যেন সেখানে কোন জনপদ ছিল না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ـ

"হে নবী! আপনি যদি গজবের পর আদ জাতিদের ধ্বংস দেখতেন মনে হত খেজুর গাছগুলোকে মূলসহ উপড়ে তুলে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কর ফেলে রাখা হয়েছে"। সূরা হাক্কাহ্- ৭

এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানতে চাই এ কথা বলে দাওয়াতের উপর যাদেরকে জুলুম করা হচ্ছে সে মজলুম ও 'মোস্তাদ আফিনদের' সাথে আকাশ জমিনের প্রভুর সম্পর্ক রয়েছে। দুনিয়ার কোন রাজা, বাদশা, পার্থিব সহায় সম্পদ অথবা জুলুম অত্যাচার এগুলো তাদের নিকট হিসাবের বিষয় নয়। একটি বালির হাজার ভাগের এক ভাগ যেমন এত ক্ষুদ্র যে নজরেই আসে না ঈমানের দৌলতের সামনে সমগ্র পৃথিবী ও পার্থিব সবকিছু এর চাইতেও নগন্য। ঈমানের পথে যারা জুলুমের পর জুলুম বরদাশত করছে তাদের হতাশা ও নিরাশার কোন কারণ নেই। তাদের উপর জুলুমের প্রতিক্রিয়া আল্লাহ্ তায়ালা ব্যক্ত করেছেন। যে জমিন থেকে দা'য়ীদের নির্যাতন করে বের করে দেয়া হয়েছে আমি আল্লাহ্ তাদেরকে সেই জমিনের উপরই প্রতিষ্ঠিত করব ঐ ময়দানের নেতৃত্বের মুকুট তাদের মাথায় পরাব।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ ـ قصص- ٥

"আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি 'মোস্তাদ আফিনদেরকে' নির্যাতনের ময়দানের নেতৃত্ব ও উত্তরাধিকার দুটিই বখশিশ করব"। কাসাস- ৫

এমনি করে কোরআনের পাতায় পাতায় বিধৃত রয়েছে সে সমস্ত ইতিকথা, যা ঈমান গ্রহণকারীদের জীবনে সংঘটিত হয়েছিল। তাদের উপর অত্যাচার, জুলুম ও জুলুমকারীদেরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট ছিল। অতপর আল্লাহ্ তায়ালা শাস্তির চাবুক হানলেন সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী দাম্ভিক কওমদের উপর। তাদের শক্তি সামর্থ ও সবকিছুর যোগফল আল্লাহ্র গজবের নিকট ছিল নিষ্ফল। আমার আলোচনার শুরুতে কোরআনের যে আয়াত দিয়ে শুরু করেছিলাম তার শেষ অংশ:

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ـ سورة النحل - ٣٦

www.pathagar.com

"জমিনে বিচরণ করে দেখে নাও। সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের কি মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল"। সূরা আন্ নাহল- ৩৬

❑ উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই, নবীদের দাওয়াত এর মূল বিষয় ছিল 'তাওহীদ'। উহাকে জাতির নিকট পেশ করার পর সৃষ্টি হয়েছিল একটি কঠিন ও ভয়ংকর পরিস্থিতি। সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবন ইতিহাস সাক্ষ্য ঐ দাওয়াতই জাতিকে হক্ব এর পক্ষ ও বিপক্ষ দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল। সত্যের পক্ষে অবস্থানকারীদের উপর অত্যাচারের একটি পর্যায়ে তারা জালেমদের রুখে দাঁড়ালো। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে ঈমানদার 'মোস্তাদ আফিনেরা' তাদের দুশমনদের উপর বিজয়ী হয়েছিল।

فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ - صف -١٤

"আল্লাহ্ তায়ালা মু'মিনদেরকে তাদের শত্রুদের উপর নিজ সাহায্যে বিজয় দিলেন"। সূরা ছফ- ১৪

আজ একটি শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ও নতুন একটি শতাব্দীর সূচনালগ্নে আমরা দাঁড়িয়েছি। সমগ্র পৃথিবী আজ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রের অধিকারী বৃহৎ শক্তি সীমাহীন উপায় উপকরণসহ খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মোশরেকেরা আজ এক শিবিরে দণ্ডায়মান। অপরদিকে শতধাবিভক্ত, মোহাজির, মজলুম, মুসলমানেরা রয়েছে ভিন্ন শিবিরে। তারা সহায় সম্পদহীন 'মোস্তাদ আফিনদে'র দল। আমি তাদের একজন হয়ে বলত চাই– শত্রুদের মহা আয়োজনে আমাদের বিহ্বল হলে চলবে না। আমাদেরকে তাওহীদ এর বুনিয়াদের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সীসা গলানো দেওয়ালের মত। পরিণতির কোন পরওয়া না করে নবুয়তী জজবা নিয়ে দুনিয়া প্রকম্পিত করে আরেকবার শুধু নবীদের দাওয়াত তাঁদেরই পদ্ধতিতে ঘোষণা করতে হবে। তবেই যুদ্ধ প্রচণ্ড ও ভয়াবহতায় রূপ নেবে এবং সে ফায়সালা অনিবার্য হয়ে উঠবে যা পৃথিবীর মালিক তার কিতাবে বলেছেন– 'আমি মজলুম মুমীনদের রক্তস্নাত জমিন তাদের হাতে উঠিয়ে দেব আর পৃথিবীর নেতৃত্বের মুকুট এই মোস্তাদ আফিনদের মাথায় পরাব'। সুরাঃ কাসাস- ০৫

وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ -

আল্লাহ পরওয়ার দিগার তার ওয়াদা পালন করেছিলেন প্রতিটি বর্ণসহ। মিশরের প্রতিষ্ঠিত জালেম ও তার পরিষদ এবং অসংখ্য সশস্ত্র বাহিনী যারা সর্বহারা, দুর্বল ও মজলুম মুছা (আঃ) ও তার অনুসারীদের জুলুমের পর জুলুম করে অতঃপর দেশ থেকে তাড়িয়ে নিয়েছিল নীলনদের উপর দিয়ে; 'মোস্তাদ আফিনদের' প্রভু তার অলঙ্ঘনীয় সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন। ফিরাউনের অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে সমস্ত বাহিনীসহ এভাবে পানিতে ডুবিয়ে চুবিয়ে মারলেন ইঁদুরের কলে আটকে পড়া ইঁদুরকে বালকেরা যেমন পানিতে ডুবিয়ে মারে। মহান প্রভু এরপর মিশরের মাটি ও মাটির নেতৃত্ব দুটোই মুছা (আঃ)-এর হাতে তুলে দিলেন। যে বিশ্বনবী

www.pathagar.com

(সঃ) নির্যাতন ও জুলুমের এক মর্মন্তুদ ও অসহ্য বেদনা সয়ে এক যুগেরও বেশী সময় অতিবাহিত করলেন মক্কায়। আল্লাহ্‌র নির্দেশে পরে তিনি হিযরত করেন মদীনায়। যে মক্কার পবিত্র জন্মভূমি ছেড়ে যেতে রাসূলের নাঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছিল। বারবার কাবার পানে তাকাচ্ছিলেন আর তাঁর পবিত্র চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল তপ্ত পানি। তার দীর্ঘ নবুয়তী জীবনের পরম বিশ্বস্ত সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ) আজকের একান্ত ভয়াল শত্রু পরিবেষ্টিত নি:সঙ্গ হিযরতের পথেও ছিলেন তাঁর সাথী। 'মুসনাদে আহমদ' তার হাদীসের গ্রন্থে 'উল্লেখ করেন 'হাযুরা' নামক স্থানে; যেখান থেকে আর কাবা দেখা যায় না, নবীয়ে আকরাম (সঃ) থমকে দাঁড়ালেন আর দুনিয়ার একমাত্র রোমাঞ্চকর ও মানব ইতিহাসের সকল ঘটনার নীরব সাক্ষী কাবা শরীফকে লক্ষ্য করে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বল্লেন –

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ الْخَيْرَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضُ اللّٰهِ اِلَىَّ وَلَوْ لَااَنِّىْ اَخْرَجْتُ مِنْكَ مَاخَرَجْتُ ـ

"হে কাবা! বিশ্ব চরাচরে তোমার চেয়ে সম্মানিত আর কোন গৃহ নেই, আমার নিকট তোমার ভালবাসা এত বেশী যে আমাকে যদি বের হয়ে যেতে বাধ্য করা না হতো আমি কখনও কাবার পাদদেশ ছেড়ে যেতাম না"। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

রাতের শেষাংশে একজন মাত্র সঙ্গি নিয়ে কোন বাহন ছাড়া পায়ে হেঁটে হেঁটে তিপ্পান্ন বছরের বৃদ্ধ, মজলুম ও কর্মক্লান্ত মুসাফির পাড়ি জমাচ্ছিলেন অনিশ্চয়তার পাহাড় মাথায় নিয়ে ইয়াসরীবের পথে। মাত্র আট বছরের ব্যবধানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রণবীর মুহাম্মদে রাসূল (সঃ) মক্কা অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যুদ্ধের শিরস্ত্রাণ মাথায়, হাতে লড়াইয়ের ধারালো কৃপাণ, সাথে রয়েছে দশ সহস্র যোদ্ধা যারা জীবন বাজি রেখে চলছে সম্মুখে পানে। যারা তাঁকে রাতের আঁধারে বের করে দিয়েছিল আজ তারা দিনের আঁধারে লুকিয়ে রয়েছে। যারা তাঁকে কাবা তাওয়াফ করতে বাধা দিয়েছিল সে অবিশ্বাসীদের জন্য চিরতরে কাবার হুদুদে প্রবেশাধিকার রহিত করে দেয়া হয়েছে। কার সাধ্য আজ তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়? আজ ত আল্‌লাহর সে ওয়াদাহ্ পূর্ণ হওয়ার দিন। আজ "মোস্‌তাদ আফিনদের" নেতা নবীয়ে আকরাম (সঃ) এর হাতে গোটা জাজিরাতুল আরব এর মিরাস ও উহার নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে দেয়ার অভিষেক অনুষ্ঠান।

অবশেষে বলতে চাই, সময় এসেছে আজ দুনিয়ার ত্বাগুতদের নিকট নবীদের আনিত দ্বীনের পয়গাম তাদেরই তরিকায় ঘোষণা করে দেয়ার। যে দাওয়াতই একটি মহাযুদ্ধের ইশতিহার। যে দাওয়াত এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হবে এক মহাসমর। দুনিয়া ব্যাপি সে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে হবে। পৃথিবী একটি ভয়াবহ যুদ্ধের প্রহর গুনছে। সে ভয়াবহ, বিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী লড়াইয়ে রয়েছে আজ কের বিশ্ব সমস্যার সমাধান।

নবীদের সে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন দুনিয়ার পরাশক্তির অন্যতম রাশিয়ার গর্বাচেভের নিকট, বিংশ শতাব্দীর লৌহ মানব দ্বীনের শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনী।

www.pathagar.com

দাওয়াত প্রত্যাখ্যানই রাশিয়া পতনের কারণ। আজকের বিশ্বের একমাত্র মোড়ল হোয়াইট হাউজের সিংহাসনে আসীন দাম্ভিক ব্যক্তিটি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নামের এ নব্য ফেরাউন আল্লাহ্‌র দুনিয়াকে আজ জিম্মী করে রেখেছে। অবরোধের অস্ত্র প্রয়োগ করে ইরাকের অসংখ্য মানব শিশু হত্যা করে চলছে। বিশ্ব বিবেক আজ তার হাতের ক্রীড়নক সে আবার অবরোধের ভয়াবহ অস্ত্র প্রয়োগ করছে যুদ্ধরত আফগানিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের উপর। দাবি তুলেছে উসামাবিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে হবে। সৌদী আরবের ধন কুবরের এ সন্তান জীবনের সমস্ত আরাম আয়াশ, ঐশ্বর্য ও বৈভব, পরিবার পরিজন, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের স্বপ্ন, সব কিছুকে লাথি মেরে সার্বক্ষণিক জিহাদের জীবন বরণ করেছেন। তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদের ফিকিরে যার জীবন কাটছে আফগানিস্তানের পাহাড়ের গুহায়। যে একটি মাত্র মুজাহীদ কমান্ডারের ভয়ে সমগ্র দুনিয়ার ত্বাগুতী শক্তির হৃদকম্প শুরু হয়েছে। শুকিয়ে গিয়েছে তাদের কলিজার পানি। মুসলমান যুবকদেরকে বিন লাদেনের জিহাদী জীবনকে গ্রহণ করে বাতেলের বিরুদ্ধে পরিণত হতে হবে পরমাণুর চেয়েও ভয়াল এক একটি জীবন্ত বোমায়। নবুয়তের পদাংক অনুসারী 'মোসতাদ আফিনদের' নেতা মোল্লা উমর আঙ্গুল তুলে নির্ভয়ে ক্লিনটনকে বলেছেন, 'উসামা বিন লাদেনের জন্যে প্রয়োজনে আফগানিস্তান আর একটি যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। আমেরিকার অন্যায় আবদার রক্ষা করার প্রশ্ন নেই। তিনি সাবধান করে বলেছেন, আর বাড়াবাড়ি করলে সমস্ত শক্তির উৎস আল্‌লাহ তা'য়ালা অহংকারী আমেরিকার সবকিছু প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গুড়িয়ে দেবেন। গেড়ে ফেলবেন মাটির অভ্যন্তরে'। এটাতো সে কথারই প্রতি ধ্বনি- হোদায়বীয়ার প্রান্তরে মহানবী (সঃ) যেমন বলেছিলেন এক উসমানের (রঃ) জন্যে আল্লাহর রাসূল সহ চৌদ্দশত সাহাবী আজ শাহাদাত বরণ করবে।

সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতির মূল সমস্যা যেন আমরা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হচ্ছি। পৃথিবীর শতাধিক রাষ্ট্র মুসলমানদের মালিকানায়। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ- যা নাহলে দুনিয়া এক দিনও চলতে পারবে না সে তৈল, রাবার, গ্যাস সহ খনিজ ও বনজ সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্বে এবং জনশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমান। পরমাণু শক্তিও মুসলমানেরা অর্জন করেছে কিন্তু আমাদের জাতীয় দৈন্যদশা কিছুতেই কাটছেনা। রক্ত শুধু মুসলমানদের ঝরছে অকাতরে। আমাদের বাড়ীঘর সহায়-সম্পদ আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হচ্ছে। দুনিয়ার ৯০% বাড়ীঘর থেকে উৎখাত হয়ে আসা উদ্বাস্তুরা আমাদের আত্মীয়। মুসলিম, রাষ্ট্রের প্রায় সবকটি রাষ্ট্রপ্রধান শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক। ঐ মীরজাফরেরা শত্রুর নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে সমস্ত রাষ্ট্র শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। তাদের হাতে খালি হচ্ছে হাজার হাজার মায়ের বুক। তাদের জিন্দানে বন্দী হয়ে আছে অসংখ্য সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠী।

আমার মনে হয় বিভক্ত মুসলিম জনতাকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সীসা গলানো প্রাচীর হয়ে, আর তাওহীদের দাওয়াতকে নবীদের পন্থায় ঘোষণা দিতে হবে। গোটা মুসলিম উম্মাহ দাওয়াতে দ্বীনকে মিশন হিসেবে কবুল করতে হবে এর মধ্যেই মুসলিম দুনিয়ার পুনঃজাগরণের বীজ নিহিত।

www.pathagar.com

আদর্শ দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

❑ প্রসংগ কথাঃ

সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ– আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত পুরুষগণ। তাঁদের সাথে পৃথিবীর কোন কালের কোন মহা-মানবদের কোন তুলনাই চলে না। সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা নিখুঁত ও অতুল। তাঁদের উপর সত্যের পথে আহবান করার এমন একটি দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে আরোপিত হয়েছে যা পালন করা তাঁদের জন্য এমন অপরিহার্য যে মহান মালিক সে বিষয়ে নবীদেরকেও দাঁড় করাবেন জিজ্ঞাসার কঠিন কাঠগড়ায়। আর আল্লাহ তায়ালার দিকে মানুষকে আহবানই হচ্ছে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ যা নবুয়াতের মূলকাজ। এ দাওয়াতী কাজ যারা করেন তারা দা'য়ী ইলাল্লাহ্। এ বিষয়ে আমার দুটি প্রবন্ধ, একটি "দাওয়াতে দ্বীনঃ গুরুত্ব ও পদ্ধতি" অপরটি "আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতের মূল বিষয় ও দাওয়াতের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া" পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে। একই বিষয়ে আরও একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করার ইচ্ছা করছি। "একজন আদর্শ দা'য়ী ইলাল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী" এ শিরোনামে।

সভ্যতার ক্রম বিকাশে কালের বিবর্তনে একই মৌলিক বিষয়কে যুগে যুগে মানুষের বিচিত্র রুচির সামনে সার্থকভাবে পেশ করেছেন সকল যুগের নবীগণ। যেহেতু আল্লাহর অহি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছে তাই প্রত্যেক নবী (আঃ) তাঁর সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ দা'য়ী' ইলাল্লাহ্। কালের শেষাংশে আগমনকারী সকল যুগের নবীদের দাওয়াতী চরিত্রের সার্থক সমষ্টি সকল রুচি-অভিরুচি, সময় ও কালোত্তীর্ণ দা'য়ী ইলাল্লাহ্ 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)' হলেন পৃথিবীর শেষ দিন অবধি আদর্শ দা'য়ীর মূর্ত প্রতীক।

❑ আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও ইসলামঃ

আগামী সহস্রাব্দের বিশ্ব অনেক জটিল ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে একবিংশ শতাব্দী মানবতার সামনে হাজির হয়েছে এর মোকাবিলা চাট্টিখানি বিষয় নয়। এটি মূলতঃ Intellectual & Cultural Challenge. রাশিয়ার মত পরাশক্তি তার আদর্শ Communism কে রক্ষা করতে পারেনি যদিও তার ছিল অপরিমেয় অর্থ আর অস্ত্রাগারে ছিল টন টন পরমাণু বোমা, কারণ তা সংস্কৃতির যুদ্ধে টিকে থাকতে পারেনি। আজকের পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের জাহেলিয়াতকে ইসলামই মোকাবিলা করতে পারে। ইসলামে রয়েছে সার্বজনীনতা, মানবতা, সহনশীলতা ও অনন্তকাল বেঁচে থাকার খোদা প্রদত্ত জীবনী শক্তি। তাই সমস্ত বৈরি পরিবেশ অগ্রাহ্য করে সকল পরাশক্তির রক্ত চক্ষুকে পরোয়া না করে, অপপ্রচারের আক্রমণকে প্রতিহত করে চক্রান্তের সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম বেঁচে রয়েছে ও বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলাম আল্লাহর কিতাবে বেঁচে থাকা

www.pathagar.com

আর কিছু অনুভূতিহীন ও পীড়িত মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ইসলামের কিছু আচার অনুষ্ঠান কি আজকের মৃতপ্রায় সংজ্ঞাহীন মানবতাকে উদ্ধার করতে পারবে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের অতলান্ত সমুদ্রের তলদেশ থেকে? যদি ইসলামকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়, বিশ্ব অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা হয়, ইসলাম যদি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে বিজয়ীদের জীবন যাপনের বিধান হিসেবে গৃহীত হয়- তবে একমাত্র ইসলামই দিতে পারে মানবতাকে শান্তি ও মুক্তির গ্যারান্টি। অবক্ষয় এর তাহ্তাছ ছারা (সর্ব নিম্নস্থল) থেকে কুঁকড়ে পড়া মানবতাকে দিতে পারে জীবনের সঞ্জীবনী, আজকের ক্ষুধিত বনি আদমের মুখে তুলে দিতে পারে অন্ন, বিবস্ত্র মানুষকে পরাতে পারে ইজ্জতের আবরণ, দিতে পারে খোলাকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে বালির বিছানায় নিশি যাপনকারীদের এতটুকু ঠাঁই।

হতাশার তিমিরে আচ্ছন্ন, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া সমস্যার অক্টোপাসে জর্জরিত বিশ্ববাসীকে কে দেবে পথের সন্ধান? কে তাদেরকে শুনাবে মুক্তির মহাবাণী? কে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার আখেরী পয়গাম পৌঁছে দেবে? আল্লাহ তায়ালার অনুগৃহীত, সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত একদল আহবানকারীর দুনিয়া কাঁপানো এক ডাকের অপেক্ষা করছে আজকের পৃথিবী। যা সম্বিত হারা মানবতাকে দেবে চেতনার

❑ বিপন্ন মানবতার ভবিষ্যতঃ

অনুভূতি, পৃথিবীর প্রতিটি মৃত বস্তিতে তারা শুনাবে ইস্রাফিলের কানফাটা চিৎকার। যাদের কণ্ঠে থাকবে কোরানের বাণী আর হৃদয়ে থাকবে মানবতার আবেগ। এই দাওয়াত দানকারী দলটি সম্পর্কে কোরান বলেছেঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ (آلِ عمران ١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায়ের আদেশ দেবে আর বিরত রাখবে অন্যায় থেকে– আর তারাই সফলকাম।"

সুরাঃ আলে ইমরান- ১০৪

দা'য়ী দের এ দল থাকা না থাকার উপর মানবতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে। নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এ পৃথিবী ও এর তাবৎ ঐশ্বর্য ও সভ্যতার শেষ অনু যাদের কারণে বেঁচে যেতে পারে তারা দা'য়ী ইলাল্লাহ্। যাদের তৎপরতার উপর বিপন্ন মানবতার জীবন-মরণ সম্পৃক্ত তাদের বিষয় আলোচনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ দায়িত্ব যাঁরা পালন করবে তাঁদেরকে কঠিন দূরুহ এক পথ অতিক্রম করতে হবে। আমি এবার দায়ীদের পরিচয় ও যোগ্যতার বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

www.pathagar.com

- **দায়ী ইলাল্লাহ্‌র পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ঃ**
- পথ হারা মানুষদের হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করা যাঁদের জীবনের অন্যতম কাজ।
- তৃষ্ণার্ত মানবতার দ্বারে দ্বারে যারা পৌঁছে দেন শান্তির আবেহায়াত।
- অত্যাচারী জালেমদের সামনে দাওয়াত পেশ করতে তাঁরা সাহসী ও নিষ্ঠাবান।
- মানুষের কল্যাণে নিরন্তর ব্যস্ত থাকাতে যাঁরা নিজেদের ব্যাপারে রয়েছে নির্লিপ্ত।
- দিশাহারা মানুষকে হকের পথে আহবান করতে গিয়ে তাঁদেরই হাতে দা'য়ীরা হয়েছেন মজলুম।
- অনাহারী বনি আদমের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয়ার আওয়াজ তুলেছে যাঁরা তাদের আহলেরা রয়েছে অনাহারে।
- জুলুমের জিন্দান ভেঙ্গে আজাদীর পয়গাম নিয়ে এলো যারা, তারা আজ জালেমের জিন্দানে।
- জমিনের উপর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দাওয়াত পেশ করেছে যাঁরা তাঁদের জন্যে জমিন হয়েছে সংকীর্ণ। তাদের বাড়ীঘর সহায় সম্পদ থেকে তাঁদেরকে উৎখাত করা হয়েছে তারা আজ নীড় হারা যাযাবর।
- মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্লোগান যারা দিয়েছে সে দা'য়ীদের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে বারে বারে। আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে তাঁদের বুকের পাঁজর, তুলে ফেলা হয়েছে তাঁদের দু'টি নয়ন।
- নিপীড়িত মানুষের মলিন চেহারায় হাসি ফুটাতে গিয়ে তাদের হাসি ম্লান হয়ে গেছে।
- উলুল আযম নবীদের জীবন রৌশনী দায়ীদের জীবন চলার মশাল, ব্যথিত মনের শান্ত্বনা।
- কওমের প্রস্তরাঘাতে শত শত বছরের মজলুম-নির্যাতিত পয়গম্বর নূহ (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবেন দা'য়ী হওয়া কাকে বলে?
- নমরুদের দাউ দাউ অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত সায়্যিদেনা ইব্রাহীম (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করুন দা'য়ী হওয়ার পরিণতি কি?
- নিষ্ঠুর মানুষেরা যে পয়গম্বরকে করাত দিয়ে চিরে নির্মমভাবে শহীদ করছে, সে পয়গম্বরের লাশ ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা করুন দা'য়ীদের সামনে কি রয়েছে? সাইয়্যিদেনা যাকারিয়া (আঃ) এর খন্ডিত লাশ বলে দেবে দা'য়ী দের সামনে রয়েছে কি ভয়াল পথ।
- মক্কার মোশরেকরা নবী করিম (সঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় ভারাক্রান্ত মনে নূতন আশা বুকে নিয়ে তিনি চললেন তায়েফের পথে। একটি বাহন সংগ্রহ করার অবস্থাও ছিলনা। তপ্ত মরু পার হয়ে তিনি চলছেন পায়ে হেঁটে হেঁটে। নিঃসঙ্গ নবীজি (সঃ) এর সাথে ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনুল হারেছা (রাঃ)। তায়েফের প্রতিষ্ঠিত মানুষগুলো নবীজি (দঃ) এর সাথে কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল, ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। তারা উপহাস ও বিদ্রুপ করে এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন, "কোরান নাযিলের জন্যে আল্লাহ্ তোমার মত একজন নিঃস্ব, নিরক্ষর ও নিরাশ্রয়কে খুঁজে পেলেন ?" সূরাঃ যুখরূপ- ৩১

www.pathagar.com

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ـ

অতঃপর তারা তাদের দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিল। তারা নবীজি (সাঃ) কে পাথর মারতে শুরু করল। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠল। পাথর মারা বন্ধ হলোনা তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে রইলেন।

দাওয়াতের ময়দানে নবীয়ে পাকের প্রবাহিত খুন কিয়ামত অবধি উম্মতের দা'য়ীদের সামনে ত্যাগের মশাল হয়ে থাকবে।

দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌র পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর এবার আমি একজন দা'য়ীর অপরিহার্য গুণাবলী নিয়ে লিখতে চাই।

❒ দায়ী ইলাল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয় গুণাবলীঃ

যদিও গুণাবলীর বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। আমি সংক্ষিপ্তভাবে তা আলোচনায় আনতে চাই যা নাহলে একজন দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি এ পথে সামনে চলতে পারবে না। এ কঠিন দুর্গম ও দীর্ঘ পথের একজন পথিকের জন্যে অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় পাথেয় নিম্নে আলোচিত হলো।

❒ একঃ কোরআনের ইলমঃ

ইসলামের যথার্থ জ্ঞান থাকা দা'য়ীদের প্রথম পুঁজি। যে বিষয়ের দিকে মানুষকে দাওয়াত প্রদান করবে দা'য়ীকে সে বিষয়ে স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। দাওয়াতের মূল বিষয় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত উল্লেখিত বিষয়ে কোরান হাদীসের অন্ততঃ এতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন যাতে দা'য়ীর হৃদয়ে ইলমুল ইয়াক্বীন পয়দা হয়। সন্দেহ ও অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এ ময়দানে দাঁড়ানোই সম্ভব নয়।

কোরান বলেছে "যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কখনও এক হতে পারে না। অবশ্যই জ্ঞানীরা জাহেলদের উপর মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত"

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

দা'য়ীকে খুটিনাটি বিষয়ের লোকদের এতমিনান (প্রশান্তচিত্ত) করার যোগ্যতা প্রয়োজন। দাওয়াতের ময়দানে হাজারো রুচির ও প্রকৃতির মানুষ সামনে আসবে। তিনি হবেন সকল প্রশ্নের সঠিক ও সুন্দর জবাব।

এটি সত্যিকার অর্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। আর কোরানই সকল জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস। সকল যুগের কঠিন জাহেলিয়াত কোরানের কাছে এমন, আগুনের কাছে বরফের চাকা যেমন। কোরানের ইলমকে মানুষের নিকট সুন্দর ভাবে পেশ করার অসাধারণ যোগ্যতা দা'য়ীকে যে কোন মূল্যে অর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে অজ্ঞতা নিয়ে চলা এমন কঠিন, যেমন কোন এক অন্ধের পক্ষে অচেনা এক ব্যস্ত শহরের চৌমুহনী অতিক্রম করা কঠিন।

নবীদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ একটি পুঁজি দিয়ে পৃথিবীর মানুষদের নিকট পাঠিয়েছেন-

www.pathagar.com

কোরান আমাদেরকে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছে–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ (التوبة : ١٢٢)

তাহাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসবে যারা দ্বীনিজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করে নিজ জাতির কাছে ফিরে যাবে এবং জাতিকে সতর্ক করবে যেন তারা বাঁচতে পারে।

(তাওবা-১২২)

❑ দুইঃ গুরুত্ব উপলব্ধি করাঃ

এ মহান দায়িত্বের আযমত দা'য়ীর হৃদয়ে বসিয়ে নেয়া দরকার। যে পথে আপনজন, সহায়-সম্পদ, জান পর্যন্ত কোরবানীর ঝুঁকি নিশ্চিত সে পথে পা বাড়াবার আগে দা'য়ীর এ বিশ্বাস একান্ত জরুরী যে জীবনের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু এমন কি জীবন মরণের চেয়েও এ দাওয়াত গুরুতর বিষয়। পথের দুর্গমতা, বিস্তৃতি, বেদনা ও নিঃসঙ্গতা তাকে হতাশ করতে পারে না। যে পথিকের কাছে মঞ্জিলের পথ অতিক্রম করার সব খবর রয়েছে জানা।

হিমালয়ের দুর্লংঘ চূড়ায় যেখানে শত শত বছরের হিম রয়েছে জমা। জীবনের চাইতে মৃত্যু যেখানে স্বাভাবিক। শত অভিযাত্রীর লাশ যেখানে বরফের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে। সে অজেয় হিমালয়ের চূড়াও ইচ্ছা শক্তি ও সাধনার কাছে পদানত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর তামাম মানব গোষ্টির সমুদয় খুন একত্র করলে হয়তো এক মহাসমুদ্রে রূপ নেবে। কিন্তু মহানবী (দঃ)-এর এক কাতরা খুন সকল মানুষের সাগর সাগর রক্তের চেয়ে বেশী তাৎপর্যবহ। দা'য়ীর হৃদয়ে এ উপলব্ধি থাকা দরকার দাওয়াতের কঠিন ময়দানে নবীজি (সঃ) স্বীয় রক্তে তায়েফের মাটি সিক্ত করে দিয়েছিলেন।

তাই বলছিলাম দা'য়ীর নিকট দাওয়াত প্রদানের এ ফরিজা (আবশ্যকতা) যদি ভালভাবে বুঝে না আসে তবে এ পথে আসা উচিত নয়।

❑ তিনঃ দরদপূর্ণ হৃদয়ঃ

দা'য়ীদের হৃদয় হবে মানুষের জন্যে কোমল ও প্রেমময়। দ্বীনের পথে আহবান কারীদের হৃদয়ে বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। ধ্বংসের দিকে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে চলছে যারা, তাদের কোমর ধরে জান্নাতের পথে আনতে হবে। এ কাজটি বিরক্তিকর, কারণ যাদেরকে কল্যাণের পথে ডাকা হয়েছে তারাই উল্টো আঘাত হেনেছে দা'য়ীদের উপর। অত্যাচারিত ও মজলুম হওয়ার পরও জালেম ও অত্যাচারীর জন্যে কল্যাণ কামনা বিরাট হৃদয়ের বিষয়। মানবতার জন্যে হৃদয়ের প্রশস্ততা এতটুকু প্রয়োজন সন্তানের জন্যে মায়ের হৃদয় যতটুকু প্রশস্ত। দুষ্ট সন্তানের প্রতি মায়ের হৃদয়ে বেশী জ্বলন অনুভূত হয়।

দা'য়ীকে মনে রাখতে হবে নবীজি (সঃ)-এর ঐ উম্মতের নিকট দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে যারা পাথর মেরে আহত করার পরও রক্তাক্ত মহানবী তাদের হেদায়াতের জন্যে দোয়া করছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি অবুঝদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন নি, বদদোয়া দেননি, অভিশাপ দেননি বরং তাদের হেদায়াতের জন্যে হাত তুলে এই বলে দোয়া করছিলেন, "হে প্রভু! আমার জাতিরা অবুঝ, তারা জানেনা, তুমি তাদের হেদায়াতের ফায়সালা দাও।"

اَللّٰهُمَّ اِهْدِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

আল্লাহ তায়ালা নবীজি (সঃ)-এর মমতাপূর্ণ হৃদয়ের প্রশংসা করেছেন তাঁরই পাক কালামেঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا من حولك ـ

"এটি আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তুমি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। তুমি যদি পাষাণ হৃদয় ও রূঢ় ব্যবহারকারী হতে, তবে এসব লোক তোমার চারিপাশ থেকে সরে যেতো।

(সূরাঃ আলে ইমরান–১৫৯)

তাই একজন দা'য়ী ইলাল্লাহর জন্যে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এ পথে সফলতার জন্যে মৌলিক একটি গুণ।

❑ চারঃ সত্য প্রকাশে অকুতোভয়ঃ

দাওয়াতের পথ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ, নিঃসঙ্গ ও যাতনার কাঁটা বিছানো। সালাত ও সিয়াম পালন করতে গিয়ে আমলকারী আবেদের উপর অত্যাচার তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু সালাত ও সিয়ামের দাওয়াত দিতে গিয়ে কোন দা'য়ী এমনকি নবীগণ পর্যন্ত অকথ্য ও অবর্ণনীয় জুলুম থেকে রেহাই পায়নি। প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতা জেনে বুঝেই এ পথে পা বাড়াতে হবে। ভীরু, কাপুরুষ, হিসেবী ও অতি সাবধানীর পক্ষে দাওয়াতের উত্তপ্ত জমিতে কদম রাখা সম্ভব নয়। একটি ভিমরুলের চাকে যেখানে অসংখ্য বিষাক্ত ভিমরুল রয়েছে, তাতে কেউ যদি ঢিল ছুঁড়ে দেয় তবে হাজার হাজার ভিমরুল তাকে ঘিরে ধরবে ও হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলবে। মানব সমাজ যেন এক প্রকাণ্ড ভিমরুলের চাক। মানুষেরা এ চাকের অধিবাসী। কোন দা'য়ী যখনই তাদের সামনে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করবে তখন সমাজের মানুষ তার সাথে ভিমরুলের মত আচরণ করবে। এটি সত্যি এক দুঃখজনক ট্রাজেডি। তাই দাওয়াত দানকারী মহান ব্যক্তিটিকে অসাধারণ সাহসী হতে হবে। সমগ্র পৃথিবীর চলমান স্রোতের বিপরীতে তাকে অবস্থান নিতে হবে। পৃথিবীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত অনেক শক্তিমান ও খ্যাতিমান মানুষ ফিরআউনের মত দুর্ধর্ষ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতি, কারুনের মত অঢেল প্রাচুর্যের মালিক, নমরুদের মত অত্যাচারী শাসক, হামানের মত নিষ্ঠুর সেনাপতি, আবুজেহেলের মত দাম্ভিক সমাজপতির নিকট তাদের নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাওয়াত পেশ করে জীবন নিয়ে ফিরে আসা সহজ বিষয় নয়। হযরত মুছা (আঃ) এর মত পয়গম্বরও ফিরআউনের নিকট দাওয়াত পেশ করার জন্যে যখন আদিষ্ট হলেন, এতবড় জালেমের সামনে দাওয়াত প্রদানে তিনিও তার

www.pathagar.com

ভাই হারুন উভয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। সে প্রসংগে কোরান বলেছে–

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ـ (طه : ٤٥)

"তারা বলল, হে আমাদের প্রভু! আমরা ভয় করছি ফিরআউন আমাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হবে ও সীমালংঘন করবে।" (সূরাঃ ত্বাহা-৪৫)

কোন জালেমের হুঙ্কার আর রাষ্ট্র-শক্তির অত্যাচার নয়, দুনিয়া শুদ্ধ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখেও দাওয়াত থেকে এক চুল পিছনে আসার কোন সুযোগ নেই। দা'য়ী তো এ বিশ্বাস বুকে নিয়ে নির্ভয়ে সামনে যাবে, আকাশ ও যমীনের মালিক আল্লাহ তায়ালা দা'য়ীর সাথে রয়েছেন। সে মহান প্রভুকে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য কার।

তাই তো আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বত্রাস ফিরআউন ও তার অস্ত্রধারী সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলায় নির্ভয়ে দাওয়াতের মিশন চালিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করে বলেন–

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ـ (طه : ٤٦)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তোমরা ভয় করোনা। আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি শুনছি ও দেখছি।" ত্বাহা-৪৬।

এ দুরন্ত সাহস দা'য়ীর বড় অবলম্বন। তা যেন মুছা (আঃ)-এর হাতের লাঠি। অসংখ্য ফিরআউনের বাহিনীকে এই লাঠি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। এটি অনেক চক্রান্তকে গিলে ফেলতে পারে। ভয় করাকে আল্লাহ্ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন। ভয়কে শুধু আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে নির্ধারিত করতে হবে। নিমজ্জিত যাত্রীদের বাঁচাবার জন্যে ঝাঁপ দিয়েছে যারা পাহাড়সম তরঙ্গকে তারা ভয় করেনা। সর্বগ্রাসী আগুনের মাঝখান থেকে মানব সন্তানকে যারা বাঁচাতে চায় লেলিহান অগ্নি শিখাকে তাদের ভয় করলে চলবে না। গহীন অরণ্যের ভয়াল পথে চলছে যারা হিংস্র প্রাণীদের ভয় করলে তাদের পথ আগাবেনা।

সাহারার ধু ধু মরুভূমি যাদের পার হতে হবে বালির তুফানকে তাদের হিসেব করলে চলবে না। হিমালয়ের চূড়া জয় করবে যারা ঠান্ডার কাছে তাদের নতি স্বীকার করা যাবেনা। দাওয়াতের জমিনে দাঁড়িয়েছে যারা, বিরোধিতার প্রচন্ড তুফানকে তারা স্বাগত জানাবে। এটিই স্বাভাবিক, এটিই নিয়তি।

❑ পাঁচঃ নির্লোভ ও ত্যাগীঃ

দা'য়ীদের অন্যতম একগুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো তারা নির্লোভ। তাদের মহান কাজের কোন বিনিময় তারা পৃথিবীর কারো কাছে চায়না। দুনিয়ার সমস্ত প্রাচুর্য দা'য়ীর দায়িত্ব পালনের সামান্যতম কোন বিনিময় নয়। পৃথিবীর কোন মর্যাদা বা পার্থিব কোন সম্পদের আকর্ষণ দা'য়ীর জন্যে মারাত্মক হলাহল তুল্য। তাদের সমস্ত তৎপরতার মূল–মানব জাতির হেদায়াত। একটি গোমরাহ মানুষের হেদায়াতের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ এর কাছে কোন মূল্যই বহন করেনা। পথহারা মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার চাইতে এমন

www.pathagar.com

কোন নেক আমল রয়েছে যাতে আল্লাহ বেশী খুশি হবেন? আল্লাহ্ তায়ালা নবীদেরকে এ কাজটির জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মালিকের পক্ষ থেকে আরোপিত এ দায়িত্বের বিনিময় মালিকই দেবেন। নবীদের জন্যে দাওয়াতী কাজের সামান্যতম উযরত গ্রহণ করা হারাম ছিল। মানুষ যখন দা'য়ীর মধ্যে জাগতিক কোন বিষয়ের লোভ দেখতে পায়, তখন দাওয়াতের আর কোন প্রভাব মানুষের হৃদয়ে থাকেনা। নিঃস্বার্থতা ও ইখলাস দা'য়ীর বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। কোরান এ ব্যাপারে বলেছে—

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ (يـــس ٢١)

"তোমরা তাদের অনুসরণ কর যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহেনা এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।" (সূরাঃ ইয়াসিন-২১)

নবীগণ তো জাতিকে একথা বারংবার বলেছেন যে দাওয়াতের কোন বিনিময় তারা চাননা, তারা চান পথহারা জাতি হিদায়াতের সন্ধান পেয়ে ধন্য হোক। তাদের এ মহান কাজের বিনিময় শুধু আল্লাহ্ তায়ালার কুদরাতের হাতে রয়েছে।

দাওয়াতের ময়দানে প্রায় হাজার বছর যিনি মজলুম হয়েছেন হযরত নূহ (আঃ)-এর বক্তব্য আল্লাহ্ তায়ালা কোরানে বলেনঃ

وَيٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ط اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ـ (هود : ٢٩)

"হে আমার জাতি। দাওয়াতের পরিবর্তে পার্থিব কোন মাল সম্পদ আমার চাওয়া নয়। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ তায়ালার নিকটই রয়েছে।" (সূরা হুদ-২৯)

অনুরূপ ভাবে দেখা যায়, সবচেয়ে শক্তিশালী ও উদ্ধ্যত জাতির কাছে যিনি দ্বীনী হকের দাওয়াত নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, যারা নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় তাদের উপর নেমে এসেছিল সর্বগ্রাসী বিপর্যয় সে আদ জাতির নবী হযরত হুদ (আঃ) তার কওমকে বলেছিলেনঃ

يٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ـ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ـ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ (هود : ٥١)

"হে জাতি! আমি তোমাদের নিকট দাওয়াতের কোন বিনিময় চাইনা। আমার কাজের বিনিময় আমার মহান স্রষ্টার নিকট। তোমরা কি এর পরও অনুধাবন করবেনা"। (সূরাঃ হুদ-৫১)

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, নবীগণ কওমের নিকট থেকে দাওয়াতে দ্বীনের কোন বিনিময় চাননি। লিওয়াজহিল্লাহ্ তারা দাওয়াত দিয়েছেন। নবীদের পথ অনুসারীদের জন্যও ভোগ নয়, লোভ নয় বরং ত্যাগ ও ইখলাসের পথ অনুসরণীয়। দা'য়ীদেরকে নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াতের জিম্মাদারী পালন করতে হবে। দাওয়াত বিক্রয়যোগ্য কোন পণ্য নয়। এ পথে উপবাসে কাটবে তাদের দিন। খাদ্যের এতটুকু কণা তারা চাইবেনা। রাজপথে কাটবে তাদের

www.pathagar.com

সময়, কারো কাছে আশ্রয় তারা প্রার্থনা করবেনা, জ্বলন্ত অনলে ফেলে দেয়ার সময়ও কারো সহানুভূতি তারা চাইবেনা। সাগরে নিক্ষেপ করার সময়ও তারা সাহায্যের হাত বাড়াবেনা। ফাঁসির রশি গলে পরার সময়ও প্রাণভিক্ষা তারা করবেনা। না, না দাওয়াতের ময়দানে বিনিময় তারা চাইবে না।

❑ ছয়ঃ সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীলঃ

ছবর দা'য়ীদের এমন একটি অপরিহার্য গুণ যাকে সে সারা জীবন ধারণ করে চলবে। অন্ধের যষ্ঠি যেমন তার চলার একমাত্র অবলম্বন, ধৈর্য এবং ছবর দা'য়ীর জন্যে সেরূপ। পৃথিবীর যেখানে যতটুকু সফলতা আমাদের নজরে আসে তার অধিকাংশ ছবরেরই ফসল। এ শব্দটির বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অনেক বেশী। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে রয়েছে এর ভূমিকা ও অবদান। একজন দা'য়ীর পথ অনেক দীর্ঘ, বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। প্রতিটি পদক্ষেপে বিরোধিতার প্রাচীর রয়েছে। অসহিষ্ণু, চঞ্চল, তাড়াহুড়াকারীদের জন্যে এ পথে সামান্য পথ অতিক্রম করার সুযোগ নেই। একটি মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে বিপ্লব আনা, সারা জীবনের চলার পথ পরিবর্তন করে দেয়া বা ভোগ, বিলাস, আরাম, আয়াস, ইন্দ্রিয় পূজার রোমাঞ্চকর জীবনকে পদাঘাত করে হকের মরু, কঠিন ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত হওয়া দীর্ঘ সাধনার ও সময়ের ব্যাপার। দা'য়ীকে তাই চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও উত্তেজিত না হয়ে স্বাভাবিক থাকতে হবে। দীর্ঘপথ যাতে ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, আছে শুধু কষ্ট, বেদনা, লাঞ্ছনা, অপমান, হতাশা ও নিরাশার অন্ধকার। সর্বাবস্থায় শুধু আল্লাহর দিকে চেয়ে সব কিছুকে মেনে নিতে হবে। সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে কামানের সামনে দাঁড়ানো যায়, ট্যাংকের নিষ্ঠুর চাকার নিচে পিষ্ট হওয়া সম্ভব, অসম্ভব নয় ফাঁসির রজ্জু গলায় জড়িয়ে নেয়া। এর চাইতে অনেক কঠিন ও সাহসিকতার বিষয় হলো সত্যকে চরমভাবে গ্রহণ করে হাজারো বিরোধিতার মোকাবিলায় আপোষহীন থেকে গোমরাহ মানুষকে হকের দিকে দাওয়াত দিতে দিতে তিল তিল করে জীবনকে সার্থক পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

এটা যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের সংখ্যা অতি নগন্য, তারাই সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহনকারী। কোরানে কারিম তাদেরই প্রশংসা করে বলছে—

وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ـ

"এই গুণ কেবল তাদেরই ভাগ্যে জুটে যারা ধৈর্য্যশীল, এই মর্যাদা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা বড়ই ভাগ্যবান।" সূরাঃ হামীম সিজদা– ৩৫

কোন অবস্থায় দা'য়ীকে বেছবর হলে চলবেনা। ধৈর্যের ঐ মিনার সে গড়বে যার, চূড়া দেখা যায়না, ছবরের সে সাগর তারা রচনা করবে যার জলরাশি অপরিমেয়। ধৈয্যের সেই কানন তারা বুনবে যার বৃক্ষরাজি অগণন। অধৈর্য্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে, কারণ তা-ই দা'য়ীর সমস্ত ফসল বিনষ্ট করে দেবে। তা বিরান করে দেবে তার সাজানো বাগান, আগুন ধরিয়ে দেবে তার রচিত প্রাসাদে। ধৈর্যের সাথে লেগে থাকাই কৃতকার্য হওয়ার পথ।

www.pathagar.com

❑ সাতঃ কথা বলার শিল্প জানাঃ

একটি ক্ষুদ্র কাজও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য উহার কলা রপ্ত থাকা জরুরী। মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া ও তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে বলার শিল্প অন্যতম হাতিয়ার। বোবাদের পক্ষে এ মহান কাজের দায়িত্ব পালন কিভাবে সম্ভব? মনের ভাবকে ব্যক্ত করার জন্যে প্রয়োজন ভাষার। এ ভাষার জন্য মানুষ অসংখ্য ভাষাহীন ইতর প্রাণীদের উপর মর্যাদার দাবীদার। এ ভাষাই হচ্ছে ভাবের বাহন। মনের ভাব ব্যক্ত হচ্ছে ইহারই মাধ্যমে। এ ভাষা না হলে মানবহৃদয়ে সৃষ্ট হাজার ভাব ও অনুভূতি অপ্রকাশের যাতনায় ছটপট করত। ভাষাহীনের কি যাতনা ভাবতেই যেন সর্বসত্বা শিহরে উঠে।

আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের মধ্যে ভাষা অন্যতম। শুধু মনের ভাবকে কোন মতে প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। এ প্রকাশ করার দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি দা'য়ীর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভাষার মধ্যে মৌলিক জিনিষ হচ্ছে ঐ ভাষার শব্দ ভাণ্ডার আয়ত্ব করা আর শব্দকে ব্যবহার করার নিয়ম জানা। নিয়ম একবার জেনে নিলে হয়। কিন্তু শব্দের জগৎ প্রত্যহ বেড়ে চলছে। ভাষার উপর দখল সৃষ্টির জন্যে দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তিটিকে ঐ ভাষার হাজার হাজার শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ও যথাস্থানে প্রয়োগ করার কৌশল রপ্ত থাকা দরকার। সঠিক শব্দ চয়ন, উচ্চারণ ও যোজনার মধ্যে কি প্রচণ্ড শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে কালামে ইলাহী তার জ্বলন্ত দলিল। আল্লাহ তায়ালা গায়েব। সৃষ্টির বৈচিত্রতার মাধ্যমে তিনি নিজকে প্রকাশ করেছেন আর প্রকাশ করেছেন তার কালাম এর মাধ্যমে। জ্ঞানীদের নিকট এটা স্পষ্ট যে মিজানের এক দিকে যদি সমগ্র পৃথিবীও তুলে দেয়া হয় আর অপর দিকে রাখা হয় কালামে রাব্বীর একটি আয়াত। কালামের পাল্লাই হবে অনেক বেশী ভারী ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবীয়ে করীম (সঃ) কে আল্লাহ তায়ালা যে ছয়টি বিষয়ে তামাম নবীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন তার অন্যতম হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্য্যপূর্ণ কথা বলার যাদুকরি ক্ষমতা—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ... (مسلم)

এ ব্যাপারে নবীজি (সঃ)-এর বাণী প্রণিধান যোগ্য। তিনি এতটুকু বলেছেন যে 'অনেক বক্তব্যের মধ্যে যাদু রয়েছে'–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ـ

দা'য়ীদেরকে এমন যাদু সৃষ্টিকারী বক্তব্যের ভাষা ও কলা রপ্ত করতে হবে যা মানব হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করবে। মৃত কাল্‌ব জিন্দা করে দেবে ॥ লক্ষ্যের দিকে, পাগল হয়ে ছুটে চলবে আর ছিঁড়ে

www.pathagar.com

ফেলে দেবে সমস্ত সম্পর্কের পিছুটান। আর জবানে যাদের রয়েছে আড়ষ্টতা তাদেরকে প্রভুর নিকট সাহায্য চাইতে হবে আর প্রচেষ্টা চালাবে নিরন্তর। মুছা (আঃ)-এর মুখের জড়তার সমস্যাকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে পরামর্শ রেখেছেন—

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ـ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِيْ ـ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ـ (طه~ : ٢٥ - ٢٨)

হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার দায়িত্বকে সহজ করে দাও। আমার জবানের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমার কথা তারা বুঝতে পারে"। (ত্বোয়া হা-২৫-২৮)

❑ আটঃ অনুপম চরিত্রঃ

দা'য়ী ইলাল্লাহর চারিত্রিক গুণাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুপম নৈতিক চরিত্র। সবার জীবনে উন্নত চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ হলেও দা'য়ীদের জন্যে এর গুরুত্ব শতগুণ বেশি। লোকেরা দাওয়াত শুধু শুনতে চায়না, দা'য়ীর জীবনে তাকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। একটি বাস্তব সত্য এই যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের মূল ধর্মীয় কিতাব Original নয়। ধর্মীয় ব্যক্তিদের ও ঐ ধর্মের বিশ্বাসীদের জীবনে তাদের কেতাবের কোন প্রভাব নেই। কারণ ঐ বাইবেল, গীতা, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা আর গ্রন্থ-সাহেব এগুলোর একটিও জীবন্ত মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। এগুলো কাল্পনিক, বিকৃত, অবাস্তব, জীবন ও জগতের সাথে সম্পর্কহীন। হয়তো বা কোন একদিন এই কেতাব গুলো মানুষের সঠিক পথ প্রদর্শনের গ্রন্থ ছিল, কিন্তু শতশত সংস্করণ আর সংশোধন এগুলোর আসল চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। ডাঃ মরিস বুকাইলি এগুলোকে প্রমাণ করেছেন ভুলের দলিল হিসেবে। একমাত্র ব্যতিক্রম আল্লাহ তায়ালার নাযেলকৃত হেদায়াতের শেষ কিতাব 'আল কোরান'। এর প্রতিটি বর্ণ যেভাবে নাযিল হয়েছিল সেভাবেই পুরাপুরি রয়েছে ও থাকবে। পৃথিবী প্রলয়ের পরও এর একটি বর্ণ পরিবর্তন হবেনা। এই কিতাবকে যারা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে চায়, এর দাওয়াত যারা প্রচার করে, তাদের নিজ জীবনের মধ্যে তাকে জীবন্ত করতে হবে। সে দাওয়াত মানুষের জন্যে অথচ দা'য়ীর জীবনে যার কোন প্রভাব নেই। তাতো সে তীরের মত যা নিক্ষেপ কারীর দিকে ফিরে আসে। কোরান তাদেরকে অপছন্দনীয় মানুষের মধ্যে গণ্য করে বলেছে—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ـ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ـ (صف : ٣ - ٢)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন বিষয়ে মানুষদেরকে বলছ যা তোমরা আমল করনা। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ইহা খুবই অপছন্দনীয় যে ঐ বিষয়ের দাওয়াত দেয়া হবে যা আমল করা হবে না।" সাফ-২/৩

www.pathagar.com

দা'য়ীর জবান যে দাওয়াত পেশ করছে তার আমল যদি তারই সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। তবে মানুষের হৃদয়ে সে দাওয়াতের প্রভাব প্রচণ্ড ও অপ্রতিরোধ্য। ইসলামের প্রথম যুগে এক একজন সাহাবী এক একটি জনপদের হেদায়াতের জন্যে যথেষ্ট ছিলেন। এদের জবানের চাইতে জীবনের প্রভাব মানব জীবনের উপর বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। আজকের যুগে ইসলামকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে অমুসলমানেরা নয় বরং মুসলমানেরাই হিমালয়ের বাধা। আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ড, আচার আচরণ ইসলামের পক্ষে দাওয়াত না হয়ে উল্টো ইসলামের বিরুদ্ধে এক একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। দা'য়ীদের বিশ্বাস ও দাওয়াতের সাথে আমল ও চরিত্রের বৈসাদৃশ্যের কঠিন বাঁধ যে দিন ভেঙ্গে যাবে, সে দিনই ইসলামের গণজোয়ার সৃষ্টি হবে। ইসলাম কতগুলো সুন্দর সুন্দর কথামালার সমষ্টি নয় বরং উহা চারিত্রিক বিপ্লবের নাম। নবীয়ে পাক (সঃ) এ চরিত্রের বিপ্লব সাধন করতে এসেছিলেন—

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ـ

"আমি চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে এসেছি"

আর তিনি নিজে আদর্শ চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার চারিত্রিক সনদ দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ (قلم : ٤)

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত"। (সূরাঃ কালাম-৪)

চরিত্র এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড যাদুর ক্ষমতা। যা অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করে নির্বাক করে দিতে পারে। মানুষের হৃদয়ে দাওয়াতের আসর সৃষ্টির জন্যে দা'য়ীকে এই চুম্বকীয় ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যার অদৃশ্য মোহনীয় ক্ষমতা অসংখ্য মানুষকে তার কাছে টেনে আনতে ও পরাভূত করতে বাধ্য করে। বিরোধিতার কাঠিন্য চরিত্রের উষ্ণতার কাছে এতই দুর্বল যে আগুনের নিকট মোম যেমন দুর্বল। আবার তা এতই শক্তিশালী যে শত শত কামান স্তব্ধ কর দিতে পারে। শুধু তাই নয় বরং হাতিয়ার চালনাকারীকেও তার গোলাম বানিয়ে দেয়। যার নিকট সমস্ত জনবল, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ও মারণাস্ত্র সমূহ অকেজো হয়ে পড়ে, দা'য়ীকে নিতে হবে সেই অপরাজেয় চরিত্রের হাতিয়ার।

❑ নয়ঃ দাওয়াতী উন্মাদনাঃ

দা'য়ী হওয়ার মৌলিক গুণাবলী আলোচনার শেষের দিকে আমি বলতে চাই দাওয়াতের জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ পাগলামী, Madness বা উন্মাদনার। যে কোন কাজে সফলতা লাভের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রা ও জাগরণে পথহারা মানুষের পথের সন্ধানকে মূল দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, স্থিরতা-অস্থিরতাকে দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এর

www.pathagar.com

জন্যে এমন উন্মাদনা প্রয়োজন যে গলায় রশি লাগিয়ে তাকে কংকরময় পাথরে টানা হবে, তপ্ত মরুর উপর বুকে পাথর রেখে শুইয়ে রাখা হবে, কারার অন্ধ প্রকোষ্টে বছরের পর বছর আটকে রাখা হবে, আত্মীয় পরিজনেরা এক এক করে তাকে ত্যাগ করবে, সহায় সম্পদ কেড়ে নেয়া হবে। এত কিছুর পরও তার হৃদয় থেকে দাওয়াতের আগুনকে নিভাতে পারবে না।

তার জবানের প্রতিটি কথা, চলার প্রতিটি কদম, চোখের প্রতিটি পলক, লিখনীর প্রতিটি আঁচড় দাওয়াতে দ্বীনের প্রয়োজনে নিবেদিত। কোন মানুষ যদি কারো প্রতি আসক্ত হয়, চরমভাবে যদি কাকেও ভালবাসা নিবেদন করে, এক কথায় যদি মজনু হয়ে পড়ে তবে স্বাভাবিক জীবন তার কাছে স্বাভাবিক থাকে না। অন্যদের মত গল্প গুজব, হাসি তামাশা, খাওয়া দাওয়া, আরাম আয়েশ, বিশ্রাম, নিদ্রা, সংসার সুখ তার জীবন থেকে চিৎকার মেরে বিদায় হয়ে যায়। তার পেটের ক্ষুধা, চোখের নিদ্রা, শরীরের আরাম এক কথায় সমস্ত প্রয়োজন তার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একটি পরম চাওয়া জীবনের আর সমস্ত চাওয়াকে ভুলিয়ে দেয়। মানব জাতির হেদায়াতের ফিকিরে নবীদের জীবন দারুণ অস্থিরতায় কেটেছে। পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্য্য বৈভব কোন কিছুর প্রতি এক তিল পরিমাণ আকর্ষণ ছিলনা তাদের হৃদয়ে, মানব সমুদ্রের ঊর্মিমালায় তারা ছিলেন নিঃসঙ্গ, আনন্দের কল-কোলাহলের মধ্যে তারা ছিলেন নির্লিপ্ত। আপনজনদের পরিচিত পরিমন্ডলে তারা ছিলেন অপরিচিত। নিদ্রার কোলে যখন সমগ্র সৃষ্টি নাক ডেকে ঘুমাত তখনও তারা থাকতেন অনিদ্রায়। মানুষেরা যখন ভোগ বিলাসে রসনা পূজায় ব্যস্ত তখনও তারা অনাহারে। জাতির সাধারণ মানুষেরা তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান নবীদেরকে পাগল, উম্মাদ ও জ্বীনগ্রস্ত বলে অভিহিত করত। কোরান তার সাক্ষ্য দিয়ে বলছেঃ

كَذٰلِكَ مَآاَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْاسَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

(جارية : ٥٢)

"এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসুল এসেছে তারা নবীদেরকে উন্মাদ ও যাদুকর ছাড়া আর কিছু বলেনি।" (জারিয়া-৫২)

যে অবস্থার কারণে নবীদেরকে জাতির লোকেরা মজনু বলে ডাকত। আজকে সমাজ পরিবর্তনের সর্বাত্মক ডাক নিয়ে যারা উঠেছে তাদের জীবনের সার্বিক তৎপরতা এই পর্যায়ে যাওয়া প্রয়োজন, যেন সমাজ তাদেরকে পাগল ও উন্মাদ বলে ডাকতে শুরু করে। যেই দিন তারা নবীদের সেই বিশেষণে বিশেষিত হবে, ডাকা হবে মজনু বলে আমার মনে হয় সেইদিন তারা হবে নবীদের পদচিহ্ন অনুসারী, হবে সার্থক দা'য়ী ইলাল্লাহ।

❑ উপসংহারঃ

পরিশেষে বলতে চাই, বিশ্ব যে ডাক শুনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে, যে ডাক ঘুমন্ত মানব সমাজে জাগাবে শিহরণ, নিপীড়িত মানবতার কর্ণে যা শুনাবে আশার পয়গাম, সর্বহারাদের মধ্যে আবার যে ডাক যুদ্ধের ঘোষণা দেবে, জালেমদের জন্যে যে আওয়াজ বয়ে আনবে মরণের

www.pathagar.com

দাওয়াতে দ্বীন- ৬১

খবর॥ অত্যাচারীর কারাগারে ক্রন্দনরত মানবতার জন্যে যা নিয়ে আসবে মুক্তির সুসংবাদ। সাম্রাজ্যবাদী দানবীয় শক্তির জন্য যা নিয়ে আসবে বিদায়ের হাহাকার ॥ অবক্ষয়ের Waste Land এ যা বয়ে আনবে বসন্তের জাগরণ। এ মহান দায়িত্বের প্রয়োজনে সকল প্রয়োজনকে ভাবতে হবে অপ্রয়োজন, সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজ নবীজি (সঃ) এর উম্মতের সচেতন অংশকে। পৃথিবীর সকল মৃত জনপদে আজ দিতে হবে আযান। শৃঙখলিত মানবতার কারাগার ভেঙ্গে দিতে হবে। সম্মিলিতভাবে শ্লোগান তুলতে হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো আইন মানিনা, মানবনা। জালেম শাসকের দলন পীড়নকে পরওয়া করার সুযোগ নেই, পুলিশী ব্যারিকেড ভেঙ্গে দিতে হবে। লাঠি, গুলী, টিয়ার গ্যাস এর মধ্য দিয়ে এগুতে হবে মুক্তি পাগল জনতার মিছিল নিয়ে। লাখো জনতার এ উত্তাল জনস্রোত কার সাধ্য রুখে দেবে? এ অপ্রতিরোধ্য গণবিপ্লব সৃষ্টির কারিগর- দা'য়ীগণ। আসুন! আমরা দা'য়ীদের কাতারে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করি। দাওয়াতের মিশন নিয়ে ছড়িয়ে পড়ি মানুষের দুঃসহ বস্তিতে।

হে প্রভু! আমাদেরকে দায়ী হওয়ার সে সমস্ত গুণাবলী দান কর যাতে আমাদের দাওয়াত গোমরাহ্ মানব গোষ্ঠীর হেদায়াত অনিবার্য করে তোলে।

www.pathagar.com

দাওয়াতে দ্বীনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

❑ ভূমিকাঃ

ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলের নাম দাওয়াতে দ্বীন। যে বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখা হয়েছে। আবার দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি ও তরিকার উপরও লিখা হয়েছে ভিন্ন প্রবন্ধ।

এখানে আমি আলোকপাত করছি বাস্তব দাওয়াত প্রদান ও আদর্শ দাওয়াত কিরূপ ও উহার ফলাফল সম্পর্কে।

এ আলোচনায় আমি নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর বিন আবু তালেব এর ঐতিহাসিক দাওয়াতী বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। একটি সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে কত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামকে ফুটিয়ে তোলা যায় উহা তার একটি সার্থক নমুনা। আমাদের জন্যে রয়েছে এতে অনুকরণ ও শিক্ষার উৎস।

আবার লিখনীর মাধ্যমেও দাওয়াতকে দূর থেকে বহুদূরে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। জ্ঞানকে বিস্তৃত জমিনে প্রসার ও কালজয়ী করে রাখার ক্ষেত্রে কলমের কোন বিকল্প নেই। তাই তৎকালীন শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর রোম সম্রাট হেরাকেল এর নিকট নবীয়ে আকরাম(সঃ) প্রেরিত প্রথম চিঠি যা হযরত দাহিয়া কালবী(রাঃ) বহন করে নিয়েছিলেন উহাও আলোচনায় আনা হয়েছে। কলমের জবানে কথা পেশ করার এ ঐতিহাসিক দলিল থেকে দায়ী ইলাল্লাহ্‌দের রয়েছে অনাদিকালের অনন্ত শিক্ষা-

আবিসিনিয়ার রাজদরবারে
হযরত জাফর বিন আবু তালেব(রাঃ) এর দাওয়াত পেশ ঃ

চারিদিকে আর্তনাদ, মজলুম মুসলমানদের আহাজারী, নিপীড়িতদের হাহাকারে মক্কার বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। নবীজি(সঃ) নতুন মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে হিযরত করার হুকুম দেন। আর পরামর্শ রাখেন যে আবিসিনিয়ায় হিযরত কল্যানপ্রসূ হবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْخَرَجْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَ بِهِمَا مَلَكًا لَايُظْلَمُ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ۔

নবীজি(দঃ) বলেন, "তোমরা যদি হাবশায় হিযরত কর ভাল হয়, কারন সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যিনি তার প্রজাদের উপর জুলুম করেন না। উহা কল্যানপ্রদ দেশ। আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালা বর্তমান এ কঠিন অবস্থা থেকে যতদিন মুক্তির কোন ব্যবস্থা না করছেন ততদিন তোমরা সেখানে অবস্থান কর"। নবীয়ে করিমের পরামর্শসহ মজলুমদের এ ছোট্ট কাফেলা যাদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ছিল। তারা আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিল। এদিকে কোরাইশরা ইহা জানতে পেরে তাদের ধরে আনতে লোক পাঠালো। কিন্তু মজলুমদের কাফেলা ততক্ষনে নাগালের বাইরে। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে মূল্যবান উপহার সামগ্রীসহ আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাসীর দরবারে আমর ইবনুল আস এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী টিম পাঠালো যাতে করে বাপদাদার ধর্ম থেকে ফিরে যাওয়া মুসলমানদেরকে তাদের হাতে উঠিয়ে দেয়া হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে মুসলমানেরা না স্বীয় জন্মভূমিতে থাকতে পারছে না তাদেরকে মুহাজির জীবনেও শান্তিতে থাকতে দেয়া হচ্ছে। যথারীতি প্রতিনিধিদল নাজ্জাসীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের আবেদন পেশ করল। সম্রাট অতঃপর মুহাজির মুসলমানদেরকে দরবারে ডাকলেন ও নতুন ধর্মমত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবু তালেবের পুত্র হযরত জাফর(রঃ) বক্তব্য দেয়ার জন্যে মনোনীত হলেন। তিনি নাজ্জাসীর ভরা দরবারে উঠে দাড়ালেন। উম্মতের জননী হযরত উম্মে ছালমা(রঃ) বর্ণনা করেন আমাদের মধ্য থেকে হযরত জাফর বাদশাহকে সম্বোধন করে বলেন,

قَالَ اَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا اَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ ـ وَنَاْ كُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِى الْفَوَاحِشَ ـ وَنَقْطَعُ الْاَرْحَامَ ـ وَنَسِئُ الْجَوَارَ ـ وَيَاْكُلُ الْقَوِىُّ مِنَّا الضَّعِيْفَ ـ

"-হে বাদশাহ! আমরা জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিপতিত ছিলাম। এক ও লা শরীক আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে আমরা অসংখ্য মূর্তির পূজা করতাম। আমরা মৃত লাশ ভক্ষন করতাম। এছাড়া জুয়া, ব্যভিচার, লুটতরাজ চৌয্যবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলাম, নিকটাত্মীয়দের কোন হক আমরা আদায় করতাম না, আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সহিত সদাচারণ করিনি আমাদের মধ্যে দুর্বলেরা নির্যাতিত হতো শক্তিমানদের হাতে।

এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলছিল আমাদের জীবন। অবশেষে আল্লাহ্তায়ালা মেহেরবানী করে আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠালেন-"

وَكُنَّا عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْنَا رَسُوْلًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهٗ ـ وَصَدَقَهٗ وَاَمَانَتَهٗ ـ وَعَفَافَهٗ ـ فَدَعَانَا اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لِنُوَحِّدَهٗ وَنَعْبُدَهٗ وَنَخْلَعُ مَاكُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْاَوْثَانِ ـ

www.pathagar.com

"আমরা তার বংশ খান্দানকে জানি, তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ কোরায়েশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আশৈশব থেকে সত্যবাদী ও আমানতদার বলে সকলের নিকট মশহুর, পাপাচারে নিমজ্জিত সমাজে তার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ নিস্কলুষ ও পবিত্র।

তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিলেন ও তার বন্দেগীর আদেশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে মূর্তি পূজা ছেড়ে দিতে বললেন, যে সব মিথ্যা মাবুদদেরকে আমাদের পূর্ব পূরুষেরা পূজা করে আসছিল যুগ যুগ ধরে।"

وَاَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ ، وَاَدَاءِ الْاَمَانَةَ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَحُسْنِ الْجَوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ ، وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ ، وَاَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ ـ وَقَذْفِ الْمُحْصِنَةِ ـ وَاَمَرَنَا اَنْ

হযরত জাফর আবার বলতে লাগলেন, "তিনিই আল্লাহর রাসুল যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- সত্যবাদিতার উপর, আমানতের হক্ব আদায় করার ব্যাপারে, রক্তের অধিকার সম্পর্কে, প্রতিবেশীর সাথে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয়ে সাবধান করলেন ও রক্তপাত খুনখারাবি থেকে বিরত থাকতে বললেন। ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে পরহেজ থাকতে আদেশ দেন, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ ও নারীদের অপমান করতে নিষেধ করেন।

অতপর তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করতে ও তার সাথে শেরক না করতে নির্দেশ দেন। আমরা যেন সালাত কায়েম করি ও যাকাত প্রদান করি।"

- মোসনাদে আহমদ

হযরত জাফর কিছুক্ষন থামলেন অতঃপর আবার বলতে শুরু করেন, "হে রাজন! আমরা মহানবী মুহাম্মদ(সঃ) এর উপর ঈমান এনেছি। আমরা তাকে বিশ্বাস করি ও তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। এতে আমাদের জীবনে এসেছে আশ্চর্য পরিবর্তন। এই লোকেরা তাই আমাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে যেন আমরা পুনঃরায় মূর্তি পূজায় ফিরে যাই। তাদের বর্বরতা যখন সীমা অতিক্রম করল তখন আমরা হিযরতের সিদ্ধান্ত নিলাম। এমন দেশের সন্ধানে আমরা চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম যে দেশ আমাদেরকে আশ্রয় দেবে। হে সম্রাট! আমাদের হৃদয় আপনাকে বেছে নিল এবং আশ্রয়ের আশায় আমরা আপনার দেশকে গ্রহণ করে নিয়েছি, আমরা নিশ্চিত যে মহানুভবতার জন্যে আপনি সুপরিচিত তা থেকে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না"

নাজ্জাশী বললেন, বেশ, তোমাদের নবীর উপর আল্লাহর যে কালাম নাযিল হয়েছে তা থেকে কিছু অংশ পড়ে শুনাও। হযরত জাফর সুরা মরিয়ম থেকে কতিপয় আয়াত পড়ে শুনালেন-এ আয়াত

www.pathagar.com

সমূহে ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। নাজ্জাশী মনযোগ সহকারে আল্লাহর আয়াত শুনলেন অতঃপর এত বেশি কাঁদলেন যে চোখের পানিতে তার দাঁড়ি ভিজে গেল। হযরত জাফর(রাঃ) কোরান পাঠ শেষ করলেন অতপর বাদশাহ বললেন, "এ কালাম ও হযরত ইসা(আঃ) নিয়ে আসা কালাম যে একই মূল উৎস হতে উৎসারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। খোদার শপথ, আমি তোমাদেরকে কিছুতেই এদের হাতে সঁপে দেবনা।

পরদিন কোরাইশ নেতা আমর ইবনুল আস আর একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করল। সে নাজ্জাশীকে বলল, এ মুসলমানদেরকে আপনি ডেকে ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এরা তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন না"। পরদিন বাদশাহ মুহাজিরদেরকে আবার তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। মুসলমানেরা আমর ইবনুল আসের নতুন ষড়যন্ত্রের বিষয় জেনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তারা ঠিক করলেন অবস্থা যাই হোক আল্লাহ ও তার রাসুল যা শিখিয়েছেন তাই বলবেন। বাদশাহ তাদেরকে ঈসা(আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন হযরত জাফর বিন আবু তালেব দাঁড়ালেন ও ভরপুর দরবারে বললেন-

هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَرُوْحُهٗ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ الْعَذْرَةُ الْبَتُوْلَ

"তিনি ঈসা বিন মারইয়াম আল্লাহর বান্দাহ্, তাঁর রাসুল, তাঁর নিকট থেকে আসা এক রূহ, একটি বাণী, আল্লাহ্ তাকে কুমারী কন্যা মরইয়ামের গর্ভে নিক্ষেপ করেন"।

জবাব শুনে নাজ্জাশী একটি তৃণ খন্ড তুলে নিলেন। আর বললেন, "খোদার শপথ, তুমি যা বলছ ঈসা(আঃ) এর মর্যাদা তা থেকে এই তৃণ খন্ডের চাইতে অধিক কিছু ছিল না" অতঃপর নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রেরিত সব হাদীয়া তোহ্ফা ফেরত দিয়ে বললেন, "আমি ঘুষ খাই না"। নাজ্জাশী হযরত জাফরের সঙ্গী সাথীদের সম্মানের সাথে তার দেশে বসবাস করার অনুমতি দিলেন এবং তিনি মুহাম্মদ(দঃ) এর নবুয়তের সত্যতা মেনে নিয়ে ইসলাম কবুল করেন। যার ইন্তেকালের সংবাদে রাসুল(সঃ) তার গায়বানা জানাযা আদায় করেন।

❑ হযরত জাফর বিন আবুতালিবের দাওয়াত এর কৌশল ও উহার সার্থকতা ঃ

দ্বীনের পথে আহ্বানকারী সকল যুগের দায়ীদের জন্যে যে দাওয়াত একটি চিরন্তন শিক্ষার উৎস হয়ে রয়েছে। প্রথমে প্রশ্ন মনে জাগে মুসলমানেরা হযরত জাফর বিন আবু তালিবকে কেন বক্তব্য প্রদানের জন্যে মনোনীত করেন। তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশ কোরাইশ খান্দানের লোক। তিনি যে আবু তালিবের পুত্র। কাবার মোতাওয়াল্লী হিসেবে যে আবু তালিব ছিলেন আরব আযমে সুপরিচিত। তিনি মহানবী(দঃ) এর চাচাত ভাই। যে নবীর উপর ঈমান আনার কারনে তারা মুহাজির হয়েছেন।

তিনি সে ত্যাগী ব্যক্তিত্ব ইসলামের জন্যে সর্বস্ব কোরবান কারীদের অন্যতম। যার গোটা জীবনটাই ছিল ইসলামের উপর শাহাদাত। পরবর্তী সময়ে তিনি মুতার যুদ্ধে দুই বাহু কর্তিত অবস্থায় ইসলামের ঝান্ডা কামড়িয়ে পড়েছিলেন এবং শাহাদাতের শত শত তীর ও নেযার আঘাত বক্ষে নিয়ে ইসলামের পতাকা বক্ষে ধারণ করে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চৌকশ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক বিচক্ষন ও সুদর্শন পুরুষ। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী ও নির্ভীক। সুতরাং

www.pathagar.com

দায়ীদের মুখপত্র হিসেবে বক্তব্য রাখার জন্যে হযরত জাফর বিন আবু তালিবের নির্বাচন ছিল একটি উত্তম ও যথার্থ বাছাই। চারিদিকে প্রতিকূল পরিবেশ, বৈরী কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত, উহা ছিল আবিসিনিয়ার উপছে পড়া রাজদরবার, পনের জনের দরিদ্রপীড়িত, নির্যাতিত মুসলমান কাফেলার দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। জিজ্ঞাসার জবাবে স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সহ নির্ভয়ে দাঁড়ালেন মোস্তাদ আফীনদের নেতা হযরত জাফর(রাঃ)। বিনয়ের সাথে সম্বোধন করেন সম্রাটকে আর শুরু করেন তার ঐতিহাসিক ভাষণ। যার যথার্থতা ও চমৎকারিত্বের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে খ্যাতনামা বৃটিশ রাজনীতিবিদ ও চিন্তানায়ক লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) বলেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত ধর্ম বিশারদদের যদি জমা করে ইসলামের উপর বক্তব্য রাখতে বলা হয় আমার বিশ্বাস হাবশার মুহাজির নেতার ভাষণে ইসলামের যে সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে তা সকলের বর্ণনাকে ম্লান করে দেবে।"

আলোচনার সূত্রপাত করেন তিনি আরব জাহেলিয়াতের এক বিভৎস বর্ণনা দিয়ে। বর্বরতার এমন সাতটি বৈশিষ্ট্য তিনি তুলে ধরেন যা ছিল 'অন্ধকারের এক আলোকময় বর্ণনা'। উহা ছিল রাসুল আগমনের পূর্বে আরব তথা সারা দুনিয়ায় মানবতার জন্যে নেমে আসা বিপর্যয়ের এক জীবন্ত ও প্রামাণ্য দলিল। উহার শৈল্পিক বর্ণনার শব্দমালা, এর গাথুনী পরম্পরা এত নিঁখুত, মার্জিত ও সত্যাশ্রিত যে উহার আবেদন কালের সীমানায় চিহ্নিত নয়। তিনি বলেন যে,

আরব ছিল অন্ধকারের অমানীশায়, সভ্যতা ও মানবিকতার শেষ চিহ্নটুকুও বিদায় নিয়েছিল বেদুইনদের জীবনাচরণ থেকে। তাদের পাশবিকতা, অমানবিকতা ও বর্বরতার সামনে অরন্যাচারীরাও লজ্জায় মাথা নত করত।

- এক ও লাশরীক আল্লাহ ছাড়া অসংখ্য কল্পিত দেব-দেবীরা ছিল তাদের উপাস্য। একটি প্রয়োজন পুরনের জন্যে একটি দেবতা, আর অসংখ্য প্রয়োজন পুরণে এগিয়ে আসছিল লাখ দেবতার মিছিল। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ, বাঁশ, নুড়ি, পাথর, জীবিত-মৃত হেন কিছু ছিলনা মানুষ যার উপর দেবত্ব আরোপ করেনি। আশ্চর্য্য যে তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র খোদ কারাগৃহেও আশ্রয় নিয়েছিল ৩৬০ মুর্তি। তাদের জীবন ধারনের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ছিলনা বৈধ-অবৈধ, পবিত্র ও অপবিত্রতার কোন সীমা রেখা। শুকর, কুকুর, শুধু নয়, লাশের মত অখাদ্যকেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা ক্ষুধার অনল নেভাত। ইতর প্রাণীদেরও খাদ্য-অখাদ্যর বাছ-বিছার আছে কিন্তু ছিলনা এ মানুষ নামের মানবেতরদের।

- শরাব, নারী ও যৌনাচারের নিকৃষ্ট কীটে পরিণত হয়েছিল এ মানুষগুলো অসভ্যতার তাহাতাচ্ছারায় তার পৌঁছে গিয়েছিল। বর্বরতার কদর্য্য রুপ, ষোল কলায় বিকশিত হয়েছিল তাদের জীবনে। মা, বোন ও কন্যার নৈতিক সীমারেখা ও এ শরাবাসক্তদের জীবন থেকে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। হায়া ও লজ্জার আবরণ শুধু তারা খুলেনি বরং নারী-পুরুষ একত্রে, যখন তারা কাবার প্রাঙ্গনে জমায়েত হতো তখন তারা হয়ে পড়তো সম্পূর্ণ নিরাভরণ।

- পিতা-মাতা, ভাই-বোন এমনকি রক্তের আপন জনেরাও তাদের কাছে ছিলনা আপন। স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব পালনের কোন নৈতিক অনুভূতি ছিলনা তাদের হৃদয়ে। বৃদ্ধ পিতামাতা,

www.pathagar.com

অসুস্থ ভাই-বোন ও আত্মীয়দের সুখ-দুঃখ জীবন মরণে তারা ছিল নির্বিকার। আকৃতিতে তারা অবশ্য মানুষ ছিল কিন্তু প্রকৃতিতে তারা ছিল অমানুষ। চতুষ্পদের চাইতেও হীন।

- হযরত জাফর বলে চললেন, প্রতিবেশিদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে একটি সামাজিক ও মানবিক জীবন যাপনে তারা ছিল অনভ্যস্ত। প্রতিবেশির কোন কল্যাণ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এসবত ছিলইনা বরং নিকটতর প্রতিবেশি একই কুপের ঘাটে যারা তাদের উটকে পানি পান করতে দিত তারা তাদের সাথে অকারণে বা যেনতেন কারণে বাঁধাত লড়াই। যা চলত যুগ যুগ ধরে। আর জীবনের পর জীবন বলি দিতে হতো জিঘাংসারই বেদীমূলে।

- এ প্রসংগে **সর্বশেষ** বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে তিনি বলেন এ আরব বেদুঈনদের জীবনে ন্যায়, সততা ও ইনসাফের কোন মূল্যই ছিল না। তাদের সমাজে ছিল পেশী শক্তির প্রতাপ। দুর্বলদের সেখানে ছিল না বেঁচে থাকার নূন্যতম অধিকার। যালেম, অত্যাচারী সন্ত্রাসীদের নিকট ছিল সবকিছু অসহায়। শক্তিমানদের হাতে দুর্বলদের সহায়-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু সবকিছু ছিল হালাল। অতঃপর হযরত জাফর বললেন হে রাজন! এমনি গাঢ় অমানিশায় আমাদের জীবন চলছিল যুগের পর যুগ ধরে। যে জীবনের চারিদিকে অন্ধকারের উপর অন্ধকারের পর্দা ঘণিভূত ছিল, এতটুকু আশার আলো ছিল না কোথাও। শত শত বছরের সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের জন্যে আল্লাহতায়ালা হাজির করলেন নবুয়তের এমন এক সূর্য যা সমগ্র দুনিয়ার অন্ধকার শুধু বিদুরীত করেনি বরং পৃথিবীর শেষদিনাবধি যা থাকবে দেদিপ্যমান। সে রাসুলে আররী(সঃ) পরিচয় দিতে গিয়ে নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর(রাঃ) মাত্র চারটি শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য উচ্চারণ করেন। যার প্রতিটি শব্দের তাৎপর্য, রহস্য ও গভীরতা যেন এক একটি স্বতন্ত্র ও অতলান্ত সমুদ্রের সাথে তুলনীয়। একথাগুলো বলার পূর্বে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংযোজন করে বলেছেন- نَعْرِفُ আমরা তাকে চিনি, জানি। তার বিষয়ে আমরা ভালভাবে অবহিত। আমরা যারা ঈমান এনেছি তারা যেমন জানি, আর যারা ঈমান আনেনি তারাও তেমন জানে এবং উভয় পক্ষ দরবারে উপস্থিত। এ বিষয়গুলোতে গোটা আরব দুনিয়ার জনশ্রুতি ছিল। এগুলো কোন কাল্পনিক, কারো থেকে শুনা বিষয় নয় যে সত্যের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। অতিরঞ্জন ও বন্দনার কোন বিষয় উহা নহে। যা নিরেট সত্য।

- **প্রথমতঃ** نَسَبَهُ তার বংশ ও খান্দান ছিল সারা দুনিয়ার সম্মানিত সায়েদেনা ইব্রাহীম(আঃ) এর পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর বংশ ও খান্দান। তার বংশ পরম্পরা রক্তের ধারা অতীব পবিত্র। বিখ্যাত কোরাইশ বংশের দুনিয়ায় পরিচিত কাবার মোতওয়াল্লী আব্দুল মোত্তালিব এর দৌহিত্র।

- **দ্বিতীয়ত ঃ** وَصَدَقَهُ তার সত্যবাদিতা ছিল এক জনশ্রুত। এর চাইতে আশ্চর্য কি হতে পারে যে ব্যক্তিটি সমগ্র হায়াতের কোন পর্যায়ে ঘটনার কোন প্রেক্ষিতে এক বর্ণ মিথ্যা উচ্চারণ করেননি। নবুয়ত ঘোষণার ৪০টি বছর আরব জনপদে সকলের মাঝে তার জীবন কেটেছে। সমস্ত আরব যাকে আস্‌সাদেক সত্যবাদী বলে চিনত ও ভাবত। তিনি আজ

www.pathagar.com

কেন? কিসের জন্যে নবুয়তের মিথ্যা দাবী করবেন। এ সত্যবাদিতা হচ্ছে ঐ বুনিয়াদ যার উপর নবুয়তের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। তামাম জীবনে কোন পর্যায়ে একটি মিথ্যা কথা বলেননি এমন ব্যক্তির সংখ্যা সারা দুনিয়ায় কত?

- **তৃতীয়ত ঃ** وَامَانَتَهُ তার আমানতদারী ছিল কিংবদন্তির তুল্য। অর্থ সম্পদ ইজ্জত আব্রু, গোপনীয়তার সংরক্ষন সহ সবকিছুর জন্যে শত্রু-মিত্র, আপন-পর, পরিচিত-অপরিচিত সকলের জন্যে মুহাম্মদ(সঃ) অবিসংবাদিত আমানতদার। সমগ্র জীবনে এমনকি নবুয়ত পূর্ব জীবনেও একটি ঘটনা এমন নেই যে তিনি কারো কোন প্রকার আমানত খেয়ানত করেছেন। এমনকি হত্যার সিদ্ধান্তকারীরা যখন তার বাসগৃহ অবরোধ করে সে মূহুর্তে, হিযরত এর প্রাক্কালে তিনি তাদের আমানত এর কথা ভুলেননি, শত্রুর আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে হযরত আলীকে সমস্ত গচ্ছিত আমানত বুঝিয়ে দেন। সমগ্র আরব জাহানে যে ব্যক্তিটিকে সকলে বলত, 'আল-আমীন'।

- **চতুর্থত ঃ** وَعِفَافَهُ তাঁর চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা-ছিল প্রবাদের মত। যার গোটা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্ম ছিল সভ্যতার চূড়ান্ত পরিচায়ক। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন পৌঢ়ত্ব কাল কেটেছে আরব বর্বরতার গহীন অন্ধকারে। অথচ অসভ্যতার অণু-পরমাণু ও তার জীবনকে স্পর্শ করেনি। পরিবেশের প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। গোটা অন্ধকার পরিবেশে তিনি যেন আলোর চেরাগ।

  শরাব, নেশা, রক্তপাত ও বর্বরতার সমাজে সম্পূর্ণ নতুন ও মার্জিত এ ব্যক্তিটির দিকে গোটা আরব জগৎ এর দৃষ্টি নিবদ্ধ। নিজেদের মধ্যে সব হানাহানি, বিবাদ, বিসংবাদের পরও তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিত নত মস্তকে।

  নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ একটি পরিচিতি দিয়ে হযরত জাফর(রাঃ) বুঝালেন যিনি দাওয়াতে ইলাহাকে মানব সমাজে উপস্থাপন করলেন তিনি কে ও কেমন? দরবারে নাজ্জাশীতে দাওয়াত প্রদানকারী ব্যাক্তিটি সমগ্র দুনিয়ার দায়ীদের জন্যে একটি স্বার্থক উদাহরণ, অতঃপর তিনি বলতে শুরু করলেন, নবীজি(সঃ) আনীত দ্বীনের মূল বক্তব্য কি? এবার তাঁর দাওয়াতের উপর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে চাই ঃ-

فَدَعَانَا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ ـ

'তিনি বললেন, নবীজি(সঃ) আমাদেরকে এক ও লাশরীক আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেন ও তাঁরই বন্দেগী করার আদেশ দেন।

-সত্যিকার অর্থে ইসলাম এ তাওহীদের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তায়ালার সমস্ত অহির মূল কথা তাওহীদ। নবীজি(সঃ)'র দাওয়াত উহাই ছিল। অতঃপর হযরত জাফর(রঃ) ইসলামের কতিপয় মৌলিক শিক্ষা সম্বন্ধে বললেন যা নবীজি(সঃ) তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

وَاَمَرَنَا بِصِدْقِ ـ الْحَدِيْثِ ـ

www.pathagar.com

(i) তিনি বলেন, রাসুল আমাদেরকে সত্যবাদিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারন ইসলামের মূল শিক্ষার অন্যতম স্বীয় জিহ্বার হিফাজত করা।

(ii) তিনি আমানত পুরা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই যার কাছে আমানতের হিফাজত নেই রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। وَاَدَاءِ الْاَمَانَة ـ

(iii) ইসলামে আত্মীয়তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে যাবে না। এটি সমাজ গঠনের নিয়ামক শক্তি। وَصِلَةِ الرَّحِمِ

(iv) নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিবেশির সাথে সদাচারণের - এটি ইসলামের অন্যতম সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। আরবদের নিকট প্রতিবেশির কোন মর্যাদাই ছিল না। রাসুল(সঃ) ইসলামের প্রাথমিক দাওয়াতে এ বিষয়ের গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি পারস্পরিক সামাজিক দায়িত্ব। وَحُسْنِ الْجَوَار

(v) وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ ـ وَالدِّمَاءِ ـ তিনি হারাম থেকে ও রক্তপাত থেকে বেচে থাকার আদেশ দিয়েছেন। আরব জনপদের মানুষের নিকট বৈধ ও অবৈধের কোন সীমারেখা ছিল না। রাসুল(সঃ) তাদেরকে নৈতিকতার সীমা শিক্ষা দিয়েছেন। আর রক্তপাত যা ছিল তাদের প্রাত্যাহিক কাজ উহা থেকে জীবনকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেন মানব হত্যার মত ভয়ানক বিষয়কে ইসলাম কঠিনভাবে নিয়েছে।

(vi) وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ ـ তিনি তাদেরকে অশ্লীলতা থেকে ফরহেজ থাকতে নির্দেশ দেন। এ অনাচার ছিল তৎকালীন আরব জাতির ধ্বংসকারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ব্যভিচার একটি সমাজ দেহের Cancer তুল্য।

(vii) وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ ـ তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। যা সামাজিক অবক্ষয়ের একটি মারাত্মক ক্ষত। এটি সমাজে সংঘাত-সংঘর্ষের মত বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

(viii) مَالِ الْيَتِيْمِ ـ তিনি ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাত হারাম করেছেন। এটি একটি সামাজিক বিষয়। এ জুলুম পূর্বেও ছিল এখনও রয়েছে। সমাজের দুর্বল, ইয়াতীমদের সম্পদ শক্তিমানেরা লুন্ঠন করত। ইসলাম সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে।

(ix) وَقَذْفِ الْمُحْصِنَةِ ـ সতীসাধ্বী রমনীর উপর-চারিত্রিক দোষের তোহমত হারাম করেছেন। এটা সামাজিক ব্যধি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইসলাম এ সকল অনাচার থেকে সমাজকে পরিচ্ছন্ন দেখতে চায়। وَاَمَرَنَا اَنْ نَعْبُدَ

(x) اللّٰهَ وَلَانُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا ـ তিনি আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার দাসত্ব করার ও বন্দেগীর ক্ষেত্রে কাকেও অংশ না দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ

www.pathagar.com

দিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার বন্দেগী করা-সিরাতে মুস্তাকীম। আর বন্দেগীর ক্ষেত্রে অন্যকে অংশ দেয়া বড় শিরক।

(xi) وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ সর্বশেষ হযরত জাফর বললেন রাসুল(সঃ) আমাদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন।

সালাত ভিত্তিক সমাজ ও যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল বিষয়। রাসুলের চাচাত ভাই হযরত জাফর(রঃ) নাজ্জাশীর দরবারে সভাসদ ও কাফের, খৃস্টান সকলের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরে যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন, তার উপর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করা গেল। এতে আমরা দেখি-

- প্রথমত ঃ তৎকালীন সমাজ এর বর্বরতার বর্ণনা
- দ্বিতীয়ত ঃ তাদের নিজেদের জীবনে ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কদর্য রূপ।
- তৃতীয়ত ঃ নবুয়ত এর মহান নিয়ামত প্রসঙ্গে-যা আল্লাহর বড় অনুগ্রহ
- চতুর্থত ঃ নবীগণ মানুষদের মধ্য থেকে আগমন ও এ ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত
- পঞ্চমত ঃ রাসুল মুহাম্মদ(সঃ) এর সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্য্য পূর্ণ পরিচয়।
- ষষ্ঠত ঃ ইসলামের মূল তাওহীদ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কর্তব্য ও অনাচারমুক্ত সমাজ গঠনের মূলনীতি বর্ণনা।
- সপ্তমত ঃ অত্যন্ত বিনীতভাবে আবিসিনায় হিযরতের কারন ও বাদশার ন্যায় নীতির প্রশংসা।
- অষ্টমত ঃ সুরা মররইয়াম থেকে আয়াত তিলাওয়াত যা সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে।
- নবমত ঃ স্বয়ং বাদশার ইসলাম কবুল।
- দশমত ঃ দায়ীদের নিরাপত্তা দান।

আলোচনার উপসংহারে বলতে চাই ইসলামকে মানুষের কাছে যোগ্যতার সাথে সার্থকভাবে পৌঁছে দেয়ার ফল সব সময় কল্যাণপ্রদ। হযরত জাফর (রঃ) অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষনতার সাথে আবিসিনিয়ার বাদশাহের দরবারে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তাঁর দাওয়াতের ফলে খোদ বাদশাহ ঈমান আনয়ন করেন ও মুসলমানদের জন্যে আবিসিনিয়ার মাটি আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। যে আবিসিনিয়ার বাদশার মৃত্যুতে নবীজি(সঃ) তাঁর গায়েবানা জানায়া আদায় করে সম্মান প্রদর্শন ও দোয়া করেন।

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صلعم صَلّٰى عَلَى النَّجَّاشِىْ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِىْ اَوِالثَّالِثِ ـ

হযরত ইবনে আবদুল্লাহ(রাঃ) বলেন, নবীয়ে করিম(সঃ) নাজ্জাসীর জানাযা পড়েছেন আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে ছিলাম। (বোখারী)

www.pathagar.com

রোম সম্রাট হেরাকল এর প্রতি মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর চিঠি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ ـ اَسْلِمْ تَسْلِمْ ـ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ـ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْيَرِيْسِيِّيْنَ ـ وَيَااَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَانَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمِيْنَ ـ (بَخَارى)

শুরু করছি মহান প্রভু আল্লাহতায়ালার নামে যিনি দয়ালু ও মেহেরবান। এই চিঠি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহর পক্ষ থেকে মহান রোম সম্রাট হেরাকল এর প্রতি-শান্তি বর্ষিত হোক হেদায়ত প্রাপ্তদের উপর। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আহ্বান করছি। আমি আশা করি আপনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিরাপত্তা লাভ করবেন। আল্লাহতায়ালা আপনাকে ঈসা(আঃ) ও মুহাম্মদ এর উপর ঈমান আনার কারনে দ্বিগুন পুরষ্কারে পুরুষ্কৃত করবেন।

আপনি যদি আমার দাওয়াত প্রত্যাখান করেন তবে জেনে রাখবেন-শাসক হিসেবে আপনার সকল প্রজাদের কুফরীর দায়ভার আপনাকে বহন করতে হবে।

অতঃপর কোরানে কারিমের আয়াত উদ্ধৃতি দিলেন, "হে কেতাবের অনুসারীগণ, চল আমরা সে কথার দিকে ফিরে যাই, যে ব্যাপারে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন মত বিরোধ নেই- আমরা আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবনা, আর ইবাদতের মধ্যে আল্লাহতায়ালা

www.pathagar.com

ব্যতীত আর কাকেও অংশ দেবনা। জীবনের কোন ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালাকে ছাড়া আর কাকেও রব হিসেবে মেনে নেব না। যদি তোমরা এ সাক্ষ্য না দাও তবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমরা - মুসলমান।- বোখারী।

❑ এবার আমি এ প্রসংগে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যেতে চাই।

- নবীজি(সঃ) এ চিঠি বহন করার জন্যে এমন একজন ব্যক্তিকে বাছাই করলেন যিনি একটি বড় কবিলার একচ্ছত্র ও গ্রহণযোগ্য নেতা। একটি মহান রাজদরবারে বিশ্বনবীর চিঠি বহন করার জন্যে হযরত দাহিয়া কালবী ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি।
- চিঠি শুরু করলেন মহান প্রভু আল্লাহতায়ালার নামে- ইসলামী সংস্কৃতির অংশ, ভাল কাজের এটাই উত্তম শুরু।
- চিঠির শুরুতে নবীজি(সঃ) পরিচয় দিতে গিয়ে তার পৈত্রিক ও বংশের পরিচয় দেননি বরং তাঁর দায়িত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন বান্দাহ ও রাসুল হিসেবে। যে দায়িত্বের প্রয়োজনে এ চিঠি। যে পরিচয় দেয়ার পর আর কোন পরিচয় প্রয়োজন নেই।
- 'মহান রোম সম্রাট' বলে তিনি হেরাকলের প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন এটি ভদ্রতা ও সুরুচির পরিচায়ক।
- অতঃপর সালাম দিয়ে কথা শুরু করেছেন ইসলামী রীতির অনুসরণে। কিন্তু বিজ্ঞতার সাথে সালামের সংগে যোগ করেছেন 'হেদায়াত প্রাপ্তদের প্রতি'।
- সহজভাবে গুরুত্বের সাথে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন হেঁয়ালীর আশ্রয় নেননি।
- দাওয়াত গ্রহণের জন্যে উৎসাহ্ব্যঞ্জক বাক্য ও দ্বিগুন পুরুস্কারের খবর দিয়েছেন। এটি দায়ীদের জন্যে লক্ষ্যনীয়। দয়ার কথা আগে ভয়ের কথা পরে বলাটা মনস্তাত্ত্বিক। দাওয়াতুর রাসুল প্রত্যাখান করার ভয়াবহ পরিণতি ও প্রজাদের দায়িত্বের বিষয় সাবধান করেছেন। এটি দাওয়াতের গুরুত্বকে মহান করেছে। এটি এমন বিষয় গ্রহণ ও বর্জন এক নয়।
- অপ্রয়োজনীয় বাক্য ব্যয় করেননি। চিঠি ছিল সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ। এটি নবীজি(সঃ) কথা বলার অনন্য বৈশিষ্ট্য।
- অতঃপর কোরানের আয়াত সংযোজন করে চিঠির গুরুত্ব ও মাহাত্মকে অনেক তাৎপর্য্যমন্ডিত করে তুলে ধরেছেন। দায়ীদের কথার দলিল হবে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসুল।
- আয়াতে কারিমা চয়নের ক্ষেত্রে প্রাসংগিকতা এতই চমৎকার যে উহা যেন আহ্লে কিতাবীদের প্রতি আল্লাহতায়ালার দাওয়াতের অপূর্ব সংযোজন। কোরানের উদ্ধৃতিসহ কথার মূল্য অনেক। তবে আয়াত হতে হবে প্রাসংগিক যা আলোচনাকে জীবন্ত করে তুলবে।

www.pathagar.com

- এ চিঠিকে হেরাকল যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে পরিষদ সদস্যদের ডাকেন ও চিঠি পড়ে শুনান ও তার নিজ পক্ষ থেকে ঈমান ঘোষনা দিয়ে তাদেরকেও দাওয়াত দেন। সংগে সংগে দরবারে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। হেরাকেল এর বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ শুরু হলে সম্রাট মত পরিবর্তন করে বললো আমি তোমাদের পরীক্ষা করছি মাত্র।

- এ চিঠির একটি সুপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কিন্তু সমাজ আচার, কুসংস্কার ও স্বার্থের কারনে সত্য গ্রহণে অনেক সময় সৃষ্টি হয় বাঁধার হিমালয়।

  পরিশেষে বলতে চাই- দাওয়াতের অন্যতম বাহন 'কলম'। দায়ীদের জন্যে কলম এর সার্থক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। নবীজি(সঃ) বলেছেন, 'জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র'। আল্লাহ তায়ালা কোরানে এই কলম ও দোয়াতের এবং কাগজের উপর লিখার শপথ করেছেন। সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে 'কলম'।

نٓ ۔ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۔

শপথ দোয়াতের কলমের আর কলম যা লিখছে উহার শপথ। - সুরা 'কলম-১'

এই শপথ এর মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা লিখার তিনটি উপাদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আজ পর্যন্ত জ্ঞান টিকে আছে এর মাধ্যমে। আগামী দিন থেকে পৃথিবীর শেষ অবধি লিখনিই ধারণ করে রাখবে ও বহন করে নিয়ে যাবে সভ্যতার সমগ্র উপাদানকে অনাগত কালের মানুষের কাছে। যে জাতিরা এ কলমের ব্যবহার বেশি করেছে তারা বেশি সভ্য ও বেশি জ্ঞানী। অসির চেয়ে শক্তিশালী এ মসিকে আমরা কঠিন হাতে ধারণ করি আর দ্বীনের পয়গামকে পৌঁছে দেই কালো অক্ষরে বন্দী করে।

এ যুগের দায়ীদের জন্যে জবানের ভাষার পাশাপাশি কলমের ভাষা বেশি জরুরী। উহা স্থায়ী, নিখুঁত ও সুদূরপ্রসারী। আল্লাহ্তায়ালা যেন আমাদেরকে এমন কলম বখশিস করেন যা হবে শাণিত, তীব্র, ক্ষুরধার ও কল্যাণপ্রসূ।

❑ **উপসংহার ঃ** ২০০২ সালের নতুন শতাব্দীর সূচনায় ইসলামী দুনিয়ায় বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের উপর ইতিহাসের কঠিন বিপর্যয় নেমে এসেছে। লাখ লাখ মুসলমানের লাল শোণিতে পৃথিবীর মাটি সিক্ত ও রক্তাক্ত। পৃথিবীর সমস্ত পরাশক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর হামলা শুরু করেছে আজ নিরস্ত্র ও নিরীহ মুসলিম জনপদে। তাদের স্বাধীকার আন্দোলন ও ইসলামী পুনঃ জাগরনকে ঐ অসভ্যরা নাম দিয়েছে 'সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে'। আর দ্বীনের পথে জানবাজ মুজাহিদদেরকে ও আল্লাহর রাহে সর্বস্ব ত্যাগী যামানার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে অভিহিত করছে জঘন্য সন্ত্রাসী বলে। আর হত্যা করছে নির্বিচারে। এমনকি বন্দী শিবিরে তাদেরকে অনাহারে রাখা হচ্ছে, কারা বিদ্রোহের নামে হাজার হাজার বিপ্লবীকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয়েছে। দুনিয়াজুড়ে তাদের বিরুদ্ধে ছড়ানো হচ্ছে Media এর মাধ্যমে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি। প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশকে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে জালেমদের নীল নকশা বাস্তবায়নে বাধ্য করা হচ্ছে। কোন মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের টু শব্দটি করার কোন অধিকার যেন নেই। স্বাধীনতা,

www.pathagar.com

দাওয়াতে দ্বীন-৭৪

মানবাধিকার, ইনসাফ, ন্যায়নীতি সবকিছু আজ জালেম, লুটেরা ও অস্ত্রবাজদের উদ্ধত মারনাস্ত্রের নীচে পদদলিত ও লাঞ্ছিত। এতকিছুর পরও ইসলাম আজকের এক জীবন্ত সত্য। বিরোধীতার হাজার হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ইসলাম তার জীবনী শক্তিতে বলীয়ান। টনটন বোমাবাজির পরও ইসলামের শির রয়েছে উন্নত। এটা বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রীয় আলোচনা। বিস্ময়ের অপরূপ বিস্ময়। সকল দেশের নূতন প্রজন্মের নিকট আজকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এক খন্ড 'আরবী কোরান'। ইসলামের দুশমনেরা আজ ইসলামের 'নাম' পৌঁছে দিয়েছে মাগরিব থেকে মাশরিক পর্যন্ত। যদিও উহা বিকৃত ও খন্ডিত রূপে।

তাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ, সঠিক ও জীবন্ত রূপ মানুষের কাছে তুলে ধরার কঠিন কাজটি সম্পাদন করতে হবে দ্বীনের দায়ীদেরকে। তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গের নড়াচড়া, প্রতিটি আচার ও আচরণ হবে ইসলামের জীবন্ত রূপ, জীবন্ত দাওয়াত।

তাদের জবানের প্রতিটি উচ্চারিত শব্দ ও বাক্য হবে ইসলামের দিকে হৃদয় স্পর্শকারী আহ্বান। এবং তাদের কলমের আঁচড়ে ও শিল্পীর তুলিতে আঁকা ইসলামের অপরূপ রূপ পৌঁছে যাবে বিশ্বের প্রতিটি বন্দরে। যা পিপাসিত নয়নকে করবে শীতল আর হাহাকারী হৃদয়কে করবে আপ্লুত।

www.pathagar.com

দাওয়াতে দ্বীন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

❑ **ভূমিকাঃ** ইতিমধ্যে দাওয়াতে দ্বীন কি ও কেন, দাওয়াতে দ্বীনের প্রতিক্রিয়া ও দায়ীদের গুনাবলী ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য পেষ করার পর এবার দাওয়াতে দ্বীনের সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের চলমান রাজনৈতিক সংকট। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মানবাধিকার লংঘন ও সাম্রাজ্যবাদীদের অমানবিক কার্য্যকলাপ ও সন্ত্রাসের কবলে ক্ষত-বিক্ষত, অশান্ত ও উত্তপ্ত দুনিয়ায় আল্লাহ তালার মনোনিত ইসলামকে হতাশার তিমিরে নিমজ্জিত মানবতার কাছে পৌছে দেয়া একটি অতিব গুরুত্বপূর্ন এবং জরুরী বিষয়। এ পথে প্রতিটি সম্ভাবনাকে সার্থক ভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন প্রতিটি সংকট চিহ্নিত করণ ও উত্তরণের উপায় উদ্ভাবন। উক্ত বিষয়ে আমার বিনীত পরামর্শ সহ এ প্রবন্ধ রচনার ইচ্ছা রয়েছে। আমার চিন্তা, চেতনা, যোগ্যতা ও কলম যে কুদরাতের হাতে রয়েছে নিবন্ধ তার কাছে তাওফিক ও সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করছি। যিনি ইচ্ছা করলে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠে। অন্ধকারের বুক চিরে আলোর বন্যা নেমে আসে, বাকহীনেরা কথা বলতে শুরু করে জন্মান্ধরা চোখে দেখে আর খোঁড়া ব্যক্তি পাহাড় লংঘন করে এগিয়ে যায়। কোরানে করিম তাই উচ্চারণ করেছে-

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۔

"তিনি যখন কোন বিষয়ে ইচ্ছা করেন আর বলেন- 'হয়ে যাও' আর অমনি উহা হয়ে যায়।"

❑ দাওয়াতে দ্বীনের ময়দানঃ

প্রতিটি মানুষ আমাদের দাওয়াতের লক্ষ্য। মানুষের বিশাল জমিনই আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্র-
-এর মধ্যে সাধারণ ভাবে যারা ঈমান আনেনি।
- আর ঈমান গ্রহণকারী সকলেই রয়েছে।

এক কথায় সমগ্র মানবগোষ্টি এ দাওয়াতের আওতায় থাকবে। ইসলামী আদর্শ তুলে ধরা যেমন জরুরী তেমনি যারা জন্মসূত্রে মুসলিম তাদের নিকট ইসলামী জীবনাদর্শের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

❑ **(ক) দাওয়াতের ময়দানে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারঃ** অন্তহীন সমস্যা থেকে আলোচনার জন্য বাছাই করা হয়েছে কয়েকটি মাত্র। ইসলামের দুশমনেরা তাদের সমস্ত প্রযুক্তি ও অর্থ-সম্পদ সব কিছুকে নিয়োজিত করেছে ইসলামী রেনেসাঁকে প্রতিহত করার জন্যে। আর এ সর্বনাশা আয়োজনের প্রথম কাজটি হচ্ছে বিভ্রান্তি, অপপ্রচার ও মিথ্যাচার ছড়ানো। আন্তজ র্াতিক সমস্ত Media কে তারা একাজে সার্থক ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠির এক শ্রেনীর বুদ্ধিজীবিকে তারা বিপুল অর্থ সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে ক্রয় করে নিয়েছে। তথাকথিত এ সকল মুসলিম চিন্তাবিদদের জবান, কলম ও তাদের জীবনাচার সবকিছু ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের এক একটি দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জালেমেরা ইসলামকে আজ একটি সন্ত্রাসী আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করতে অনেকটা সফল হয়েছে বলা যায়।

❑ **(খ) আদর্শহীন শিক্ষা ব্যবস্থাঃ** অমুসলিম দেশের মত মুসলিম দেশ সমুহেও রয়েছে অনৈসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি জাতি গঠনে ও প্রজন্ম তৈরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপূর্ন ইসলামী নয়। ইহা লক্ষ্যহীন সেকুলার ও বৃটিশদের কেরানী সৃষ্টি আর গোলাম তৈরীর কারখানা বৈ আর কিছু নয়। গোটা মুসলিম বিশ্বের তরুনেরা আজ মুসলমানদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক না হয়ে বরং বিজাতীয় সংস্কৃতি সভ্যতার অনুসারী হয়ে উঠছে।

মুসলিম মিল্লাতের জন্যে ইহা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। ইহা ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও অপূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্য হীন। দেশ গড়ার ও পরিচালনার যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিতে ইহার অবদান সামান্য। একটি দেশে দুধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন রয়েছে। একটি এ জীবনের জন্য। পৃথিবী পরিচালনায় একজন চৌকষ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। এ সেকুলার ব্যবস্থায় মৃত্যুর পর জীবনের ব্যাপারে সংশয় ও বিরুপ ধারনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

অপরদিকে ধর্মীয় শিক্ষার নামে মৃত্যুর পর মুক্তি ও নাজাতের বিষয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে কিন্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যে আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি প্রয়োজন উহা উপেক্ষিত।

ফলে উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গের বেশীর ভাগের মধ্যে ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে অস্পষ্ট, একপেষে, খন্ডিত ধারনা বিদ্যমান।

দুঃখের বিষয় এইযে যুগ যুগ ধরে মুসলিম দুনিয়ায় এ দ্বীমুখী শিক্ষাব্যবস্থা লাখ লাখ বিভ্রান্ত জ নপদ সৃষ্টি করে চলছে। যাদের সামনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সঠিক রূপরেখা তুলে ধরা উচিত ছিল।

আজকে প্রয়োজন সময়ের আর অপচয় না করে গোলাম তৈরীর ব্যবস্থা নয় বরং স্বাধীন দেশের উপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এক সুখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

❑ **(গ) অশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীঃ** পৃথিবীর মানুষেরা আজ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিটি শাখায় বিচরন করছে। স্বিয় দেশের শতকরা একশত ভাগ জন গোষ্টি শিক্ষিত। তখন মুসলমানদের জ্ঞানের আকাশে রয়েছে পুঞ্জিভূত মেঘমালা। আমাদের জনপদের বিরাট অংশ আজও অজ্ঞতার তিমিরে, ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরজ করে দিয়েছে। মুসলিম শাসকদের শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ দেখলে মনে হয় ইহা আজও তাদের কাজ জরুরী কোন বিষয় নয়। ইহার চেয়ে বেদনা আর কি হতে পারে। ইসলামের উপর চলা, ইসলামকে সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহন ও ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়ার প্রয়োজনে জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। অজ্ঞতা

www.pathagar.com

আমাদের অগ্রগতি, উন্নতির ও সমৃদ্ধির পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা, এক চ্যালেঞ্জ, একদল বিকলাঙ্গ ও প্রতিবাদী জনগোষ্ঠী যেমন সমাজ বিনির্মানে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে অসমর্থ। তেমনি অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনগোষ্ঠীকে প্রতিবন্দীদের সাথে তুলনা করা যায়। যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমাদেরকে অজ্ঞতার এ পাহাড় ভাংতেই হবে।

অজ্ঞতার গহিন তলদেশ থেকে মুসলিম জনগোষ্টিকে টেনে আনতে হবে আলোর পথে। এ দায়িত্ব নিতে হবে প্রত্যেক মুসলিম নর নারীকে। ব্যক্তিগত ভাবে বছরে যদি ১ জন অশিক্ষিতকে অক্ষর জ্ঞান দানে আমরা সিদ্ধান্ত নেই তাহলে বছরে শিক্ষিতের হার আমাদের বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। এভাবে যদি ৫ বছরের পরিকল্পনা নেয়া হয় তবে বিপুল সংখ্যক লোক জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হবে।

এরপর সামাজিক ভাবে প্রতিটি মসজিদ, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনকে দ্বীনের আলো বিতরনের দায়িত্ব গ্রহন উদ্যোগ করলে বিপুল পরিমানে লোক শিক্ষিত হবে ও ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে।

❑ **(ঘ) সরকারী প্রতিকূলতাঃ** ইসলামের দাওয়াত ও জ্ঞান বিতরনে মুসলিম দুনিয়ার শাসকগোষ্টির উপর রয়েছে জাতীয় গুরুত্বপূর্ন এক দায়িত্ব। দুঃখের বিষয় আমাদের শাসকদের বেশীর ভাগ আজ অমুসলিম শাসক গোষ্টির অন্ধ অনুসারী। মুসলিম জনগোষ্টির চিন্তা চেতনা, ঈমান আকিদা, ধ্যান ধারনা এর কোন কিছুর প্রতি তাদের নেই সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ। তারা আমাদের প্রজন্মকে ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত করাও দূরের কথা বরং যারা ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে নিজেদের গঠন করতে আগ্রহী তাদের চলার পথকে তারা করে তুলছে কঠিন ও সংকটাপূর্ন। ইসলামী আন্দোলনের হাজার হাজার কর্মও অসংখ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আজ মুসলিম রাষ্ট্রের কারাগারে বন্দী। তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে অকথ্য নির্যাতন। ইসলামের কথা বলার কারনে বা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলায় তাদের সংসদ সদস্য পদও হারাতে হচ্ছে। যা কোন অমুসলিম দেশেও কল্পনা করা যায় না। বহু মুসলিম দেশের আইনে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলন নিষিদ্ধ। বহু অনৈসলামী দেশে ইসলামী দাওয়াত পেশ করার গনতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। কল্যাণ ও অকল্যাণ সৃষ্টিতে সরকারী ক্ষমতার কোন তুলনা নেই। রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড ক্ষমতার উৎস। এ ব্যবস্থাকে দ্বীনি দাওয়াতের প্রয়োজনে ব্যবহার করার সুযোগ আল্লাহর অসীম নেয়ামত। মুসলমানেরা দীর্ঘদিন থেকে এ নিয়ামত হতে বঞ্চিত। মুসলিম জনতার ঈমনী চেতনার বিরোধী সরকার পরিবর্তনের একটি গনতান্ত্রিক ও ব্যালট বিপ্লব প্রতিটি দেশে আজ অনিবার্য্য। এ কাংক্ষিত বিপ্লব সংগঠিত হলে ইসলামী জ্ঞান বিকাশে ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।

❑ **(ঙ) যোগ্যতা ও প্রযুক্তির স্বল্পতাঃ** আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে দুনিয়ার মানুষদের নিকট পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতম মানুষদের সংখ্যা অতি নগণ্য যাদের যাদুময় বক্তব্য ও ক্ষুরধার লিখনী মানুষের গোমরাহীর পর্দা ছিড়ে নিয়ে যাবে হিদায়াতের আলোর দিকে এমনিতে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা সকল যুগে কম ছিল। বর্তমানে মনে হয় সংখ্যা আরও নগন্য। যে কোন কাজের সফলতার জন্যে নিছক কতগুলো লোকের সংখ্যা কোন উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় নয়।

www.pathagar.com

Quantity এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে Quality. সফলতা যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত। আজকের যুগকে বলা যায় Media ও প্রচারের যুগ। যোগ্যতাও দক্ষতার সাথে উপস্থাপনা ও প্রচারনার কারনে অনেক অচল অনপোযোগী অকল্যাণকর বিষয়ও মানুষের নিকট গ্রহন যোগ্য হয়ে ওঠে। আবার প্রচার ও দাওয়াতের অভাবে অনেক সুন্দরও কল্যানপ্রদ আদর্শও মানুষের অগোচরে থেকে যায়। এক সময় মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উস্তাদ ছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির সব হাতিয়ার মুসলমানদের করায়ত্বে ছিল। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে আর বিশ্বাসীরা শূন্য হাতে হতাশার পলকহীন চাহনিতে দাঁড়িয়ে আছে এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে ইতিহসের ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যাবে মুসলমানেরা।

ইসলামের দুশমনেরা অতিব চাতুর্য্য ও দক্ষতার সাথে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। ব্যবহার করছে প্রযুক্তির সর্বশেষ আবিস্কারকে। হতভাগ্য মুসলমানেরা আজ ইসলামের অপপ্রচারের জবাব দিতে যেমন ব্যর্থ তেমনিভাবে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরার ক্ষেত্রে শোচনীয় ভাবে পিছিয়ে রয়েছে। উম্মাহর সর্বোৎকৃষ্ট অংশকে তাদের যোগ্যতার শেষ বিন্দুকে দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। একে গ্রহণ করতে হবে জীবনের Mission হিসেবে। যে কোন ভাবে শত্রুদের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের জবাব দিতেই হবে তুলে ধরতে হবে ইসলামের সৌন্দর্য্যকে। আমাদের বলার জবান ও লিখনীর কলমকে করতে হবে শাণিত। বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিস্কারকে সংযুক্ত করতে হবে দাওয়াতের হাতিয়ার হিসাবে।

❑ **(চ) সাম্রাজ্যবাদী দানবীয় শক্তির কঠিন বিরোধিতাঃ** এ পথে কঠিন সমস্যার একটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের অমানবিক যুলুম ও প্রতিবন্ধকতা। ইসলামের আওয়াজকে স্তব্দ করে দেয়ার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ তারা তাদের বিষাক্ত দন্ত বিকশিত করছে। অস্ত্র ও পরমাণুর ভয়াল আতংক দিয়ে সারা দুনিয়ায় সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ, গনতন্ত্র, মানুষের মৌলিক মানবাধিকার সব কিছুকে গুড়িয়ে দিচ্ছে। পরমত সহিষ্ণুতা, অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, অপরের সভ্যতাও সংস্কৃতির চর্চা, ন্যায়-অন্যায়, অপরাধ-নিরাপরাধ সব কিছু আজ তাদের পাশবিক শক্তি, অহংকার, এর পদতলে পিষ্ঠ হয়ে চলছে।

বিশেষ করে ইয়াহুদী-মোশরেক, খৃষ্টান ও নাস্তিকরা আজ ঐক্য বদ্ধ হয়েছে তাদের চির শত্রু মুসলিম শক্তির বিনাস সাধনে। হায়, ইসলামের পূনঃজাগরনের চেষ্টা যারাই করছে, যারা ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে। লাখ লাখ টন বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে ঐ জনপদে। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের চিৎকার বাতাস ভারী, হয়ে উঠেছে। আফগানিস্তানে আমেরিকার নির্মম বর্বরতা, ফিলিস্তিনে চলছে মুসলিম জনপদের উপর অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের জঘন্যতম হত্যাকান্ড, কাশ্মিরে চলছে মোশরেকদের নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরতা সারা দুনিয়ায় বয়ে যাওয়া মুজলুমদের প্রবাহিত খুন নিজদের ভিটামাটি থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তুরা, নারী ও শিশুগণ যারা অমানবিক অবরোধের কারণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে লাখে লাখে এরা সবাই অসহায় বিশ্বাসীদের দল।

www.pathagar.com

সমস্ত মজলুমদের যুলুম, নির্যাতন, নিষ্পেষন ও অত্যাচারের একটিই কারণ তারা মুসলমান। এক লা শরিক মাবুদের উপর তারা ঈমান এনেছে আল্লাহ-তায়ালা কোরানে বলেনঃ

وَمَانَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِا للّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

অর্থাৎঃ "আর তারা কেবলমাত্র এই জন্যই মুমিনদের উপর জুলুম ও প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল যে, তারা ঈমান এনেছিল সেই সত্তার প্রতি যিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুপ্রসংসিত"। বুরুজ-৮

একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তাদের যুলুম অত্যাচার, পাপাচার আল্লাহর গজবকে আহবান করবে। মজলুমদের আহাজারী, তাদের অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটা জালেমদের জন্য গজব হয়ে বিষ্ফোরিত হবে। কোন সীমালংঘন কারী, অসৎ ও জালেম কওমকে আল্লাহ তায়ালা তার গজ বের কঠিন চাবুক থেকে রেহাই দেননি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ـ

"কত জনপদ ও সভ্যতার অহংকারীদের আমরা গজবের চাবুক হেনেছি কারন তারা ছিল যালেম। তাদের সবকিছুকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হয়েছে। পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে তাদের হাম্মামখানা আর তাদের সুউচ্চ বালাখানা সমুহ।" হজ্ব-৪৫

দাওয়াতে দ্বীনের জন্যে সম্ভাবনাময় বিশ্বঃ

আমার বিবেচনায় আজকের বিশ্ব ইসলামী দাওয়াতের জন্যে বেশী উপযোগী। যে সমস্ত জ াহেলিয়াতের মোকাবিলার জন্যে আম্বিয়া কিরামদের আগমন হয়েছিল আজকের বিশ্ব তার চাইতে বেশী গোমরাহীতে আক্রান্ত যদিও গোমরাহির রূপ এক এক জায়গায় এক এক ধরণের ছিল। ইসলামের জন্যে আজকের দুনিয়া অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বেশী সম্ভাবনাময় সে বিষয়ে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই-

সাইয়্যেদুনা আদম (আঃ) মানব বংশের সূচনা করেন। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ-তায়ালা তাকে দায়িত্ব হীন ভাবে ছেড়ে দেননি। তিনি শুধু প্রথম মানব ছিলেন না বরং প্রথম অহিপ্রাপ্ত সম্মানিত মহাপুরুষদের একজন ছিলেন। মানুষের জন্যে আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত 'অহি' বা হেদায়েত।

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

www.pathagar.com

"আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে হেদায়েত অবতীর্ন হবে তোমাদের মধ্যে যারা এর অনুসরণ করবে তাদের জন্যে ভয়-ভীতির কোন কারন নেই।" বাকারা-৩৮

❑ **(ক) ব্যর্থ মানব রচিত সমস্ত মতবাদঃ** কালের বিবর্তনে মানুষেরা হেদায়েতর মূল রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহিতে নিপতিত হয়েছে। আল্লাহ-তায়ালা মেহেরবাণী করে তার বান্দাদের হিদায়তের জন্যে আবার নবী রাসুল পাঠিয়েছেন। এ ধারা অব্যাহত ভাবে চলে আসছে। নবীও রাসুলদের সংখ্যা কমপক্ষে সোয়া লাখ বলে বলা হচ্ছে এ ধারার সমাপ্তি ঘাটিয়েছেন সাইয়্যেদুল মোরসালীন মুহাম্মদ (সঃ) আগমনের মধ্য দিয়ে। নবীজি (সঃ) এর বিদায়ের পর দেড় হাজার বছরের মধ্যে মানুষের আল্লাহর প্রদত্ত ও রাসুল প্রদর্শিত হেদায়েত থেকে আবারও গোমরা হয়েছে জন্ম দিয়েছে জাহেলিয়াতের হাজারো বাঁকা পথ। মানুষের তৈরী করা যত প্রকারের মতবাদ আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ শালী করার চেষ্টা করেছে সেগুলু ব্যর্থতার কতগুলু প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, বর্নবাদ, জাতীয়তাবাদ, বৈরাগ্যবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, যৌনবাদ, ভোগবাদ, নৈরেশ্বরবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি মতবাদের নামে যা কিছু মানবতার সামেনে হাজির হয়েছে উহা বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু আনেনি। যা অসংখ্য মানুষের জীবন সংহার করেছে, মানুষের আবাসস্থল, সভ্যতার উপকরণ সব কিছুকে ছারখার করেছে, সৃষ্টি করেছে সংঘাত, খুনাখুনি আর ভয়াবহ যুদ্ধের লেলিহান আগুন।

কোরান তাই বলছে মানব রচিত মতবাদ হচ্ছে শান্তির নামে মরিচিকা।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ـ

"অবিশ্বাসীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা যেন মরিচীকা। তারা উহাকে মনে করেছে তৃষার্তদের জন্যে সুপেয় পানি। সেখানে গিয়ে উহা তারা পেল না যা তারা আশা করেছিল। - সূরা নূর-৪০

মানব রচিত মতবাদ ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিদায় নিচ্ছে আজ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদের শ্লোগান দিয়ে যে সমাজতন্ত্র আসরে এসেছিল। অভিনয়ের মাঝপথে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। কোটি কোটি দর্শক হতবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিন্তু উপর চেতনা আজও ফিরেনি মনে হয় ফিরবেনা।

এমনি অবস্থায় বিশ্ব মানবতার ভবিষ্যৎ কি? কোন আদর্শ মানবতাকে আশার বাণী শুনতে পারে? দিতে পারে শান্তির গ্যারান্টি? যা দেড় হাজার বছর পূর্বে এর চাইতেও বিশৃংখল পরিবেশে এনেছিল শৃংখলা, অশান্ত পরিবেশে এনেছিল কাংখিত স্বস্তি। দিয়েছিল মানুষের জীবন সমস্যার স্বার্থক ও সুন্দর সমাধান।

সে আদর্শ হাজার হাজার বছর পরও আদর্শ হিসেবে শুধু টিকে আছে তা নয়। পূর্বের চাইতে হাজার গুন উজ্জ্বল্য নিয়ে মানব জীবনের জটিল ও সার্বিক সমস্যার সমাধানের দৃঢ় প্রত্যয়ে হাত

www.pathagar.com

ছানি দিয়ে ডাকছে। হতাশার গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মানবতাকে। আশ্চর্য মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সে বিধানের একটি শব্দও কালের হাজার বছর অতিক্রমে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষতায় কোন তথ্য ও তত্ত্বগত ভুল প্রমানিত হওয়া দূরের কথা বরং আধূনিক বিজ্ঞানের চলার পথে অনেক ভূল তা-ই শুধরে দিয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আজকের জটিল বিশ্ব এই আদর্শের জন্যে সময়ের প্রতিটি প্রহর গুনছে। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাইত এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন, "সেদিন দূরে নয় যেদিন সমগ্র ইউরোপ বিশেষ করে England ইসলামকে আলিঙ্গন করবে, "তাদের সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে। "Within one Century the whole Europe particularly England will embrace Islam to solve their problems."

তিনি বিংশ শতকে শেষার্ধে যখন এ মন্তব্য করছেন তখন সমস্ত মানব রচিত মতবাদ প্রমানিত ভাবে মানব জীবনের সার্বিক প্রয়োজন পুরনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।

ইসলাম, কেবল ইসলামই আজ বিশ্ব মানবতার শেষ আশা। বিপন্ন মানবতার শেষ অবলম্বন। বিপর্যস্ত, আশাহত ও বঞ্চিত মানুষের শেষ চাওয়া।

ইসলামকে আজ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার সে সময় যার প্রয়োজনীয়তা এত তীব্র ভাবে আর কোন দিন অনুভূত হয় নি। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্যে মুসলমান তরুনদের আজ জে গে উঠতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর যোগ্য তার হাতিয়ার হাতে হতে হবে প্রস্তুত। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সব প্রয়োজনকে এ মহা প্রয়োজনের সামনে মনে করতে হবে অপ্রয়োজ ন।

❑ **(খ) পৃথিবী ছোট হয়ে আসছেঃ** যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি পৃথিবীকে আজ Global village-এ পরিণত করেছে। আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে পৃথিবী ছিল অনেক প্রশস্ত, জটিল, দুর্গম। পৃথিবীর কোন এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সাথে অন্য এলাকার মানুষের যোগাযোগের সহজ কোন পথ ছিল না। এক সময়কার মাস এর পর মাস আজ কয়েক ঘণ্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ আজ জলস্থলও আকাশ পথে অবাধ ও নিরাপত্তা সহ ভ্রমণ করছে।

এক সময় আরবীয় বণিকেরা ব্যবসা উপলক্ষে ভারত বর্ষে আসত বাধার তরঙ্গ মানা উপেক্ষা করে সাথে ইসলামের দাওয়াত ও নিয়ে আসে। সে যুগে দায়ীদের জন্যে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান অনেক কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ছিল। আজকে সারা পৃথিবী ও পৃথিবীর সব মানুষ পাড়া প্রতিবেশীর মত বসবাস করছে। ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত প্রতিটি জনপদে প্রতিটি বস্তিতে সহজে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেয়ার অফুরন্ত সম্ভবনা আমাদের নিকট উপস্থিত, তাকে কাজে লাগাতে হবে।

মানুষেরা আজ মহাকাশ চষে বেড়াচ্ছে। তারা গ্রহ ও উপগ্রহে জীবন ও প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজছে। যদি পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহে মানব এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তবে ইসলামের মহান

www.pathagar.com

পয়গামকে অন্য গ্রহবাসী মানুষের নিকট পৌঁছানোর সুযোগও আমরা পেয়ে যাব।

পৃথিবীর এপ্রান্তে কি ঘটছে এক নিমিষে অপর প্রান্তে তা পৌঁছে যাচ্ছে। এক দেশের অতি নিকটে অন্যদেশ। চলাফেরা, লেনদেন, উৎপাদন, বিনিয়োগ ভাবের আদান প্রদানে একে অপরের অতি কাছে এসে গেছে। এক দেশ অপর দেশের উপর নির্ভরশীল। কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়।

উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশ। প্রত্যেকের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে একদেশ অপর দেশের উপর নির্ভরশীল। আজ হয়তো EUROPE এর ১৪টি দেশ মিলে একটি মুদ্রা 'ইউরো' চালুর মাধ্যমে মনে হচ্ছে দুনিয়া একটি দেশ বলে গঠিত হওয়ার সূচনা হয়েছে। সে দিন হয়তো আসবে যেদিন একটি বিশ্ব রাষ্ট্র গঠিত হবে। সকলে একই রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে। সাদা-কালো, ধনী-গরীব, আরবী-আযমী, শিক্ষত-অশিক্ষিত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলে মিলে মিশে একই পরিবারের সদস্য হতে পারেন। সে রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনকে সংবিধান হিসেবে আর মুহাম্মদ (সঃ) কে সে রাষ্ট্রের কর্ণধার। হিসেবে বিবেচনার বিকল্প নেই। কারণ ইসলামের চাইতে আর কোন মানবতাবাদী আদর্শ বিশ্ববাসীর জানা নেই। মুহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত এত সার্বজনীন মানবতাবাদী, সর্বজনগ্রাহ্য আর কোন মহামানব পৃথিবী দেখেনি আর দেখবে না।

"If all the world was united under one leader then Mohammad (Sm) would have been the best fitted man to the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness." - George Bernad Shaw.

❑ **(গ) আদর্শিক শূন্যতা ও আজকের যুগঃ** ইসলামী দাওয়াতের জন্যে আজকের যুগের সম্ভাবনা অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বেশি। আজকের জামানায় চলছে এক মহা আদর্শিক শূন্যতা। পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে রাসুল আসেনি আর আল্লাহ্‌র অহি অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু ইয়াহুদী, খৃস্টানসহ সকল জাতিরা তাদের হেদায়েতের কিতাব হারিয়ে ফেলেছে। আশ্চর্য বিষয় তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুরসহ শতাধিক ছহিফা কালের গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। এ সমস্ত কিতাবের একটি অবিকৃত আয়াত ও আমাদের সামনে বর্তমান নেই। Old Testament & new Testament নামে যে Bible রয়েছে তা আল্লাহ্ তায়ালার নাযিলকৃত কোন কিতাব নয়। ইঞ্জিল শরীফকে নতুন নিয়ম ও তাওরাত ও যবুরকে পুরাতন নিয়ম নামে যে অনুবাদ বই বাজারে রয়েছে তার প্রায় অর্ধশত সংস্করণ বেরিয়েছে একটির সাথে অপরটির মিল নেই। তাই আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়া আজ দৈন্য। সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহ্ তায়ালার শুধু একটি কেতাবই সম্পূর্ণ আবিকৃত ভাবে Original form এ রয়েছে। এটি কোরআনুল করিম। এর প্রতিটি বর্ণ, জের, জবর, সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ভাবে বেঁচে রয়েছে ও বেঁচে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে। পৃথিবীর এক কোটিরও বেশি মানুষের হৃদয় কন্দরে আল্লাহ্‌র কোরআন সম্পূর্ণ মুদ্রিত রয়েছে। এটি কোরআনের এক অলৌকিকত্ব। আল্লাহ্ তায়ালা

www.pathagar.com

কোরআনেই বলেছেন আমি একেই শুধু হেফাজতের দায়িত্ব নিলাম-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ـ

"এই যিক্‌র আমি নাযিল করেছি আর আমি নিজেই এর হিফাজতকারী।" (হিজর- ৯)

পূর্বের হেদায়তের কিতাবগুলোর হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালা নিজ কুদরতের হাতে নেননি। সে সমস্ত কিতাব সমূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ও নির্দিষ্ট এলাকার অধিবাসীর জ ন্যে। সে সময়ও নেই সে লোকেরাও আর নেই। অতএব তাদের জন্যে নাযিলকৃত হিদায়তের সেই কিতাবও আর নেই। দুনিয়া ব্যাপী হেদায়াত ও guidance এর এক Vacuum যাচ্ছে মানব জাতিরা আল্লাহ্ তায়ালার নাযিলকৃত আলো থেকে বঞ্চিত। সমগ্র বিশ্বকে আধুনিক গোমরাহীর অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে। কারো নিকট জীবন চলার একটুকু রৌশনী নেই। হাতড়াচ্ছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে। মুসলমানদের নিকটই হিদায়েতের আলো আছে। দুনিয়াকে আলোকিত করার আলো রয়েছে। আফসোসের বিষয় অন্য জাতির নিকট চোখ আছে কিন্তু জ ীবন চলার আলো নেই। আর আমাদের নিকট আলো আছে কিন্তু দৃষ্টি শক্তি নেই। এ বেদনা থেকে বিশ্বের কোটি কোটি বনি আদমকে মুক্তি দিতেই হবে। এ দায়িত্বটা সচেতন মুসলিম দায়ীদের। তাদেরকে এক মিশনারী জীবন গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আরাম-আয়াস, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক দায়দায়িত্ব সব কিছুর চেয়ে বিভ্রান্ত মানবতার হেদায়তের বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলছিলাম মহান রব হিদায়েতের এ অমূল্য কিতাবটি পৃথিবীর শেষ দিনাবধি হিফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজ কুদরাতে হাতে নিয়েছেন। কিন্তু এ কিতাবের পয়ংগাম পৃথিবীর শেষ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটা তাদের উপর বর্তায় যারা একে আল্লাহ্‌রই কিতাব বলে ঈমান এনেছেন। আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে একজন সাধারণ মানুষ যে হেদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত সে তার নিজ ও জাতির জন্যে যতটুকু ক্ষতিকর ছিল আজকের আধুনিক বিশ্বে সর্বাধুনিক মারাণাস্ত্র সজ্জিত মানবদের হেদায়ত তথা সঠিক পথে সন্ধান লাভ অতীতের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জরুরী। কারণে এদের গোমরাহি শুধু এদের নিজের মধ্যে সীমিত থাকবেনা বরং বিশ্বের সকল মানুষ ও সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলবে। বিজ্ঞান আজ বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণে নেই। W.B. Yeats বলেন, "Falcon cannot hear the falconer."

তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় কালের যে কোন অধ্যায়ের চেয়ে আজকের বিশ্ব হেদায়তের জ ন্যে বেশি পিপাসার্ত। দ্বীনের দায়ীদেরকে আজ জরুরী ভিত্তিতে পিপাসিত মানবতার দ্বারে পৌঁছে যেতে হবে হেদায়েতের আবেহায়াত।

❑ **(ঘ) বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ইসলাম সম্পর্কে কৌতুহলঃ** ইসলাম আজ বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, গবেষক ও দার্শনিকদের নিকট এক বিস্ময় ও কৌতুহলের বিষয়। প্রায় দেড় হাজ ার বছর পূর্বে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কোরআন সৃষ্টির সূচনা, ভ্রুণতত্ব, জাতিসমূহের ইতিহাস, চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান সহ মহাকাশের নক্ষত্র রাজির গতিপথ, আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল,

www.pathagar.com

সাগর, মহাসাগর ও পাহাড়-পর্বতের অবস্থান ও সৃষ্টি রহস্য, রাত্র দিনের আবর্তন, সাহিত্য-কলা, নৃতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারের Indication যে ভাবে বিধৃত রয়েছে তাহা আজকের পন্ডিত ও চিন্তাশীলকে গভীরভাবে হতবাক করে দিয়েছে। কোরান যখন নাযিল হচ্ছিল তখন আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মও হয়নি। আজকের বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে কোন ধারনাও কারো মনে জাগ্রত হওয়ার কথা নয়। অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এ যুগে ইহা স্পষ্ট্য যে জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যার মূলনীতি এ কেতাবে আলোচনা করা হয়নি। ইহা একটি কেতবা নয় বরং কোটি কোটি কেতাবের জননী। এর প্রতিটি শব্দও বর্ণের মধ্যে হাজার হাজার কেতাব ঘুমিয়ে রয়েছে। ইহা জ্ঞানের আকাশের সে সূর্য্য যার মধ্যে অযুত কোটি মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। আশ্চর্য্য যে বিজ্ঞানীর কাছে এর ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞানের তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে। দার্শনিক দর্শনের চূড়ান্ত খবরের সন্ধান খুঁজে পাবে, একজন সাহিত্যিক দেখবে ইহা সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ট Classic Literature, একজন আইন বিদের নিকট এটি আইনের এক বিশ্বকোষ, রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর নিকট ইহা রাষ্ট্র পরিচালনার সংবিধান। Historian Nicolson তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, "The holy Quran is an encyclopedia for law and legislation." তাই বলা যায় সকল শ্রেনীর বিশেষজ্ঞের জন্যে কোরআন একটি চূড়ান্ত ও সর্বশেষ guide.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ـ

"হে নবী আপনার এমন এক কিতাব নাযিল করেছি যার মধ্যে সকল বিষয়ের জ্ঞান আলোচিত হয়েছে।" নহল-৮৯

ভুলের সাথে রয়েছে পৃথিবীর নিবিড় সম্পর্ক। মানুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু তৈরী করেছে, রচনা করেছে, লিখছে ও বলেছে সব কিছুতে ভুলে ভরা। বার বার সংশোধন করতে হয়েছে ও হচ্ছে এবং এর ধারা অব্যাহত থাকবে শেষ অবধি। এর মধ্যে শুধু এ কোরানই নির্ভূল যার মধ্যে ভুলের অস্তিত্ব নেই। কোরানই শুধু এ challenge করেছে-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ

"এ সেই কিতাব যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ইহাই নির্ভুল"। বাকারা-০২

আজ পর্যন্ত মানুষের নিকট যত প্রকার সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে সকল কালের, সকল প্রকার মানদন্ডে আল কোরানই নির্ভুল বলে প্রমানিত।

পৃথিবী খুঁজে এমন নজির আর নেই যে একটি কিতাবকে হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানব কোটি কোটি বার এর প্রতিটি আয়াত পড়ছে আর পড়ছে এর শেষ কোন দিন হবেনা পৃথিবীর প্রলয়ের পরও এ কিতাবটি সংরক্ষিত থাকবে।

www.pathagar.com

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ

"ইহা মর্যাদা সম্পন্ন সেই কোরান যা কঠিন ভাবে সুরক্ষিত।" বুরূজ-২১-২২

একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কোরান একটি খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষেরা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে সকলে মিলে এ কোরানের একটি আয়াত বরাবর একটি ছুরা রচনা করো।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ وَادْعُوْا شُهَدَاءَ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ

"আমার প্রিয় বান্দার উপর যে কিতাব অবতীর্ন করেছি তা আমার প্রেরিত কিনা সে বিষয়ে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে তবে তোমরা এর অনুরুপ একটি আয়াতের ছোট ছুরা রচনা কর। আল্লাহ ছাড়া আর সকলের সাহায্য প্রয়োজনে গ্রহন কর, তোমরা যদি সত্যিবাদি হও। বাকারা-২৩

যে কিতাবটি আজ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী-নির্বিশেষে সকল মানুষের বিস্ময়ের বিস্ময়। কৌতুহলের কৌতুহল, রহস্যের রহস্য। যার সামনে সকল জ্ঞানীগন জ্ঞানহীন, যার 'উজ্জ্বল আলোর সামনে সব কিছু নিস্প্রভ; যার সামনে সমস্ত দাম্ভিকের উদ্ধত মস্তক ভূলুণ্ঠিত, যার ফায়সালার সামনে সব সিদ্ধান্ত বাতিল, যার মর্যাদা ও সম্মানের সামনে সব কিছু মূল্যহীন, যার আগমন সব পংকিলতার তীরোধান, যার দাবী পূরনে সাগর সাগর খুন রাখ আর লাখ লাখ জীবন কোরবান। পৃথিবীর সকল দৃষ্টি যার দিকে আজ নিবদ্ধ, সকল রহস্য যাকে ঘিরে রয়েছে। যার আগমনের অপেক্ষায় সকলে অপেক্ষমান, যার অমীয় সূধা পানে সমগ্র পৃথিবী তৃষ্ণার্ত, যাকে পাওয়ার সাথে সব চাওয়ার পরিসমাপ্তি। যার সব Challenge রয়েছে Unchallenged.

সে কোরানকে মানুষের নিকট নিয়ে যেতে হবে। আর উহার জন্যে আজকের সময়টি সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে অচেতনতার গভীর ঘুমে অনেক বেলা গড়িয়ে গেছে, মুসলমানদের জাগবার সময় কখন হবে?

দুনিয়ার মজলুমেরা আহাজারী করছে, তাদের ক্রন্দনে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। তারা চিৎকার করে বলছে হে আহ্‌লে কোরানেরা আমাদের কাছে নিয়ে আস আল্লাহর আখেরী কিতাব, হেদায়তের আলো ও মুক্তির মহাবাণী।

❑ **(ঙ) আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ব্যবহারে যুগঃ** যেহেতু এ যুগকে বিজ্ঞানের যুগ Computer প্রযুক্তির যুগ বলা হচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের এক একটি বিস্ময় আমাদেরকে বিমূঢ় করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

Computer এর কর্মক্ষমতা, ক্ষুদ্র থেকে বিরাট বিষয়ে তার ব্যাপক ব্যবহার মানুষকে হতবাক করে দিচ্ছে। যা আজ থেকে অর্ধশত বছর পূর্বের মানুষ কল্পনাও করেনি। বিজ্ঞানেরও প্রযুক্তির ব্যবহার জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বিস্তৃত। যা মানুষের কর্মক্ষমতাকে হাজার হাজার গুন বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানকে বাদ দিলে মানুষের বিশাল কর্মকান্ডের জগৎ এক নিমিষে স্তব্ধ হয়ে পড়বে। সভ্যতার বিনির্মান, প্রচার ও Media, চিকিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, অংকন-বিনোদন এমন কোন দিক নেই বিজ্ঞান যাকে বিকশিত ও বিমোহিত করেনি।

এ যুগের দ্বীনের দাওয়াতকে পৃথিবীর প্রতিটি কোনে, প্রতিটি জনপদে পৌছানোর জন্যে বিজ্ঞান আমাদের অফুরন্ত, অচিন্তনীয় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে প্রযুক্তির হাজারো উপকরণ। Internet, CD, T.V., VCD, Channel of Computer, Mediar জগতে অকল্পনীয় বিপ্লব এনেছে। কি আশ্চর্য্য বৃটেন/ আমেরিকার বা পৃথিবীর যে কোন দেশের গ্রন্থগারে রক্ষিত কোন বইয়ের তথ্য নিমিষে Internet আমাদের সামনে হাজির করে দিচ্ছে। T.V., VCD, CD শত শত বছর ধরে হাজারো Information ধরে রাখতে সমর্থ। কোরানের কোন বিশেষ বিষয়ে জানতে চাইলে ঐ বিষয়ের সব আয়াত Computer এর পর্দায় দেখতে পাওয়া সম্ভব। আধুনিক বিশ্বের উপযোগী দ্বীনের দাওয়াতকে Computer & wave side ছেড়ে দিলে পৃথিবীর প্রতিটি TV পর্দায় কোটি কোটি দর্শক নির্দিষ্ট Code No জানতে পারবে ও দেখতে পাবে। ইহা দাওয়াতের জ গতে এক বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের দুশমনেরা একছত্র ভাবে Media -এর জগৎ মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আজ আমাদেরকে যে কোন মূল্যে এ জগতে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহর দ্বীনের পয়গামকে আলো বাতাসের মত সর্বসাধারনের নিকট সহজ লভ্য করা আজ সময়ের দাবী। নবীজি (সঃ) আমাদেরকে কিতাব শিক্ষার সাথে হিকমাহ্ ও শিক্ষা দিয়েছেন। উহা বিজ্ঞান ও কৌশলের নাম। কোরআন বলছে-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۔

"তিনি মহান প্রভু যিনি উম্মীদের থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ তায়ালার আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের জীবনকে পরিচ্ছন্ন করেন, শিক্ষাদেন বিজ্ঞানের রহস্য ও কোরানের মর্মবাণী।" (জুময়া-২)

❑ **(চ) মুসলিম তরুনদের মধ্যে জাগরনঃ** সারা পৃথিবীর দিকে দিকে আজ আবার ইসলামী রেঁনেসা এসেছে। যদিও ইসলামের আওয়াজকে স্তব্ধ করার সমস্ত আয়োজন ইঙ্গ মার্কিন, ইয়াহুদী ও মোশরেকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করছে। যারা ইসলামের অনুশাসন মানতে চায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে তাদের সবাইকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম যুবকদের নির্বাচারে খুন করা হচ্ছে, লাখ লাখ তরুণ বাতিলের জিন্দান

www.pathagar.com

খানায় তিল তিল করে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। সাম্রাজবাদীদের রাষ্ট্রিয় Agent-রা তাদেরকে নিজ জন্মভূমি থেকে বের করে দিচ্ছে। তাদের সহায় সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের সমস্ত গনতান্ত্রিক ও মানবীয় অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। গণতন্ত্র ও মানবীয় মূল্যবোধ এগুলু নাকি মৌলবাদীদের জন্যে নয়। কারন তারা নাকি মানুষ নয়। এত অত্যাচার ও জুলুমের পরও তাদেরকে দমন করা যাচ্ছে না। তাদের ভয়ে পরাশক্তি দানবীয় President-দের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এক অদেখা ভয় তাদের সর্বসত্বাকে আচ্ছন্ন করেছে। আর এ থেকে তাদের নিস্তার নেই হতে পারেনা। ইসলামী আন্দোলন সে আগুন যাকে আঘাতের পর আঘাত করা যাবে কিন্তু নেভানো যাবেনা। আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে যাবে চারিদিকে। বাতেলরা জেনে রাখুক সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত খড় বিছালী পুড়ে ছাই করার জন্যে সামান্য ও যৎসামান্য আগুন বেঁচে থাকাই যথেষ্ট। অন্ধকার যত গাঢ় থেকে গাঢ়তর হবে প্রভাতের শুভ সূচনা ততই তরান্বিত হবে। নমরুদের অনলকুন্ডের আগুন যত ভয়াবহ হোক না কেন ইব্রাহিমের পরওয়া করার কিছুই নেই। মনিব ইচ্ছা করলে ইব্রাহীম পুড়ে ছাই হওয়ার জন্যে প্রস্তুত। আর তিনি ইচ্ছা করলে আগুন ঠান্ডা হতে বাধ্য।

ইসলামী আন্দোলনের উপর চলমান দুর্যোগ ও ভয়াবহতা একদিকে খুবই কষ্টের অপরদিকে তা-ই আর একটি বিপ্লবের শুভ সূচনা। আমি এ অত্যাচার নিপীড়ন, যুলুম ও বঞ্চনাকে ইসলামী দাওয়াত এর জন্যে সমস্যা না বলে সম্ভাবনা হিসেবে দেখছি। এ বেদনা শুধু বেদনা নয় বরং সৃষ্টির প্রসব বেদনা।

ইহা মুনাফিকদেরকে বাছাই করে দেবে। মুসলমানদেরকে জমায়েত করবে শাহাদাত ঈদগাহে। অত্যাচার, যুলুমের মধ্যে দ্বীনের উপর দঁড়িয়ে থাকা দাওয়াতের সেই তীর যা যালেমের বক্ষ বিদীর্ন করে পৌছে দেয় তাওহীদের পয়গাম। তাইতো আফগানিস্তানে বৃটিশ-আমেরিকার ও ইউরোপীয়দের জঘন্যতম হামলায় একদিকে লাখ লাখ নিরপরাধ আফগান জীবন দিচ্ছে অপরদিকে ইউরোপে খৃষ্টান থেকে ইসলাম কবুল করার সংখ্যা ৫ গুন বেড়ে গেছে। এদের বেশীর ভাগ শ্বেতাঙ্গ, শিক্ষিত ও তরুণ। ইহা কিসের ইঙ্গিতবহ, এই হারে Conversion চলতে থাকলে সেদিন বেশী দূর নয় যে দিন Europe হবে Islam এর Homeland. সেখানকার আগামী প্রজন্মরা কোরান হাতে ওয়াশিংটনের রাজ পথে মিছিল করবে আর ঘোষণা দেবে- আল্লাহু আকবার। তাই দ্বীনের দায়ীদের হতাশ হলে চলবেনা।

চলার পথে হাজার বাধার ব্যারিকেড ভেঙ্গে চলতে হবে। এ পথ কোন যুগে ফুল বিছানো ছিল না। এ পথে পয়গাম্বরদেব খুন প্রবাহিত হয়েছে। শহীদ হয়ে গেছে অসংখ্য দ্বীনের দায়ীগন। এরপরও ইসলামের গতিকে কেউ রুখতে পারেনি। এ অনির্বান অনল শিখা কেউ নেভাতে পারেনি যারা এ ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তারাই পুড়ে মরেছে। কোরান বলছে-

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ -

জমিনে জালেমদের দম্ভপূর্ণ আচরণ যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। ইহা অল্প সময়ের অবকাশ মাত্র।" ইমরান-১৯৬

www.pathagar.com

❑ **উপসংহারঃ** আজকের যুগের প্রেক্ষিত দাওয়াতে দ্বীনের পথে সমস্যা ও সম্ভাবনা এ শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বিষয়টি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছি। সমস্যাগুলু আজকের যুগে যা সকল যুগেই কোন না কোন পর্যায়ে তা-ই বিদ্যমান ছিল। দাওয়াতের জমিন সর্বযুগে সমস্য সংকুল এটি এ পথের বৈশিষ্ট্য। এ পথে কাঁটা বিছানো না থাকলে, শহীদদের রক্তে ভেজা না দেখলে, বেদনার পাহাড়গুলু দৃশ্যমান না হলে বুঝতে হবে ইহা নবীদের প্রদর্শিত পথ নয়। কারণ ঐ অত্যাচার, নিপীড়ন, রক্ত, ফাঁসির রজ্জু কারার প্রকোষ্ঠ এ পথেরই মাইল ফলক।

আবার সম্ভাবনা সমুহ কিন্তু সকল যুগে একরকম ছিলনা। তা জামানার বিবর্তনে পরিবর্তন হয়েছে। আজকের যুগের এমন কিছু সম্ভাবনা রয়েছে যা অতীতে ছিলনা। দায়ীদেরকে সে গুলু চিহ্নিত করা, উপলব্ধি করা সম্ভাবনার প্রতিটি অনুকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। শেষ কথাটি হল সমস্যার প্রচন্ড বিভীষিকার ময়দানে দায়ীদের সাথে থাকবে হিকমত, হিম্মত ও ছবর। আর সম্ভবনার উর্বর ময়দানকে যোগ্যতার সাথে কর্ষনের জন্যে দায়ীদের জন্যে প্রয়োজন হবে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার।

হে মাবুদ, তোমার দ্বীনের দায়ীাদের এই গুনাবলী বখশীস করে ধন্য কর-আমীন।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

১ জুলাই ১৯৫১ ইং জনাব অধ্যাপক মফিজুর রহমান চট্টগ্রাম জেলার মীরস্বরাই থানার মধ্যাদিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটাবস্থায় তিনি পিতাকে হারান। তাঁর নাম ছিল আলহাজ্ব গোলাম রাসুল ভূইয়া। তার পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান, শিক্ষিত ও স্বচ্ছল একজন চাষী ও ব্যবসায়ী। তাঁর স্নেহময়ী আম্মা জরিদা খাতুনের একান্ত স্নেহমমতায় তিনি বেড়ে উঠেন। সারেং পাড়ার ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় একান্ত দ্বীনি পরিবেশে তার পড়ালিখার জীবন শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে আবুতোরাব উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি. পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হন। পরে নিজামপুর কলেজ থেকে ডিগ্রী পাশ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাষ্টার্স করেন। পরে ১৯৭৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সমাপ্তি করেন ও ১৯৮০ ইং থেকে বোয়ালখালী এস.আই.ডিগ্রী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সে থেকে অদ্যাবধি তিনি অধ্যাপনায় নিজকে নিয়োজিত রেখেছেন। ছোট বয়স থেকে তিনি ছিলেন নামাজি ও ইসলামী অনুশাসনের অনুসারী। কলেজ জীবনে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় হন। চট্টগ্রামের ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে তুখোড় ছাত্রনেতা হিসেবে প্রতিভাত হন। দুইবার কারাবরণ করেন। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরি পরিষদের সদস্য ও তিন সেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে সক্রিয় থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুবার সদস্য ও উত্তর জেলা জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বহু স্কুল, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি কোরান-হাদীসের নিরলস গবেষক ও অন্যতম একজন দায়ী ইলাল্লাহ। অসংখ্য পথহারা তরুন তার আলোচনা শুনে ও সংস্পর্শে এসে হেদায়তের পথ খুঁজে পেয়েছে। প্রচলিত দ্বীনি মাদ্রাসায় না পড়লেও আলেমেরা তাকে ভাল বাসেন ও শ্রদ্ধার নয়নে দেখেন। আল্লাহতায়ালা তার মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়েছেন অনেক গুণাবলীর। তিনি লিখার জগতেও পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তার লিখা "কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসুল" ইতিমধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি ভারত, সৌদিআরব ও আমীরাত ইত্যাদি দেশে সফর করেছেন। আমর তার সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর কর্মময় জরীন ও নেক হায়াতের জন্যে মুনাজাত করছি।

প্রকাশক